KE
781
K
20576

KE 781

Presented
to the
School of Oriental Studies,
London,
by
Mr P. J. Canning

Honble. Mrs. Phear

With author's best regards -

20576.

ṢAURĪNDRAMOHANA ṬHĀKURA, Sir.

[Jātīya saṇgīta vishayaka prastāva. A treatise on Bengali music. Bengali text.]

[Calcutta, 1870.]

SCHOOL OF ORIENTAL STUDIES LONDON

জাতীয়সঙ্গীতবিষয়কপ্রস্তাব।

মান্যতম সভ্যগণ !

যে বিষয় বিবিধ ফলোপধায়ী-মানব মনের একাধিপতি হইলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ এতকাল এদেশে বিদ্বন্মণ্ডলীর নিতান্ত অনাদরের ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া নিভৃতভাবে ইতরজনসাধারণ হইয়াছিল, যাহার জন্য পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদয় সভ্যজাতি পুরাতন ভারতবর্ষের নিকট দুর্মোচ্য ঋণপাশে অনন্ত কাল জড়িত আছে-যে বিষয় পুরাকালে (এমন কি এখনও) অনেক দেশের সভ্যতার উন্নতির প্রধানতঃ নিদান-ভূত। যাহার অতুল প্রভাব অসীম চমৎকারিতা-মনোহারিতা সংসারের সৃষ্টি হইতে এখনও পর্য্যন্ত অপরাজিত ভাবে রহিয়াছে, বোধ হয় চিরকালও থাকিবে। এবং যাহার মহোপাদেয়তা বর্ত্তমান সময়ের অদ্বিতীয় হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি মহাশয় স্বীয় সঙ্গীত সারের অনুক্রমণিকা বিভাগে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্য সেই বিষয় আপনাদিগের সম্মুখে বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহার নাম সঙ্গীত। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না। কারণ ইহা আমার নূতন উদ্যম। এই ভারতবর্ষে সঙ্গীতের বিষয়ে বঙ্গ ভাষায় কেহ এরূপ প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অতএব সভ্যগণ! নূতন উদ্যম যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও আপনাদিগের বিশেষ চিত্তহারী হইবে বলা নিশ্চয়ই সমীচীন নয়, বরং আপনাদিগের কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতক পরিমাণে উপযোগী হইতে পারে। তবে আমার ভরসা এই যে, সঙ্গীতের বিষয় বিশেষতঃ জাতীয় সঙ্গীতের বিষয় বলিয়া যদি ইহা কোন রূপে আপনাদিগের যৎ-কিঞ্চিৎ আদরের পাত্র হয়।

জাতীয় সঙ্গীত আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাকে বিশদ করিতে গেলে অগ্রে সামান্যতঃ সঙ্গীতের বিষয় পরে বিশেষরূপে জাতীয় সঙ্গীতের বিষয়

বলা উচিত, অতএব এক্ষনে সঙ্গীতের বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে বলিয়া পরে জাতীয় সঙ্গীতের উপর হস্তার্পণ করিব। প্রথমতঃ সঙ্গীত কি? সামান্যতঃ যাহাকে লোকে কেবল গান বলিয়া পরিগণনা করেন তাহা নহে। প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিন একত্রিত হইয়া সঙ্গীত এই সাধারন নাম গ্রহণ করিয়াছে।

বিখ্যাত কল্লিনাথও বলেন, "সঙ্গীতং দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃশ্যং শ্রাব্যঞ্চ সূরিভিঃ" অর্থাৎ সঙ্গীত দ্বিবিধ দৃশ্য এবং শ্রাব্য। গীত ও বাদ্য এই উভয়ই শ্রবন প্রত্যক্ষ, সেই নিমিত্ত ইহার নাম শ্রাব্য সঙ্গীত। ইহা স্বর প্রধান কিন্তু যে সে শব্দ স্বর পদ বাচ্য হইতে পারে না, ধ্বনিমঞ্জরীকার বলেন "স্নিগ্ধশ্চ রঞ্জকশ্চাসৌ স্বর ইত্যভিধীয়তে" সুতরাং যে শব্দ স্নিগ্ধ ও রঞ্জক তাহাকেই স্বর বলা যায়। আর নৃত্য দর্শন ব্যতীত কখন শোনা যাইতে পারে না সুতরাং নৃত্য দৃশ্য সঙ্গীত এবং নাটকাদির অভিনয় ও দৃশ্য সঙ্গীত মধ্যে পরিগনিত।

সঙ্গীত নৈসর্গিক, ইহা প্রতিপন্ন করা দুরূহ নহে। যখন সভ্যতার কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না, বিজ্ঞান দর্শনাদি শাস্ত্রের একেবারে নাম গন্ধও হয় নাই, তখনও সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল। পরন্তু তদানীন্তন যাবতীয় জাতীয় সঙ্গীত একপ্রকৃতি সম্পন্ন রূপেই প্রতিপন্ন হইত। অনন্তর যখন জাতিবিশেষের মধ্যে মধ্যে পরিমাণানুরূপ সভ্যতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রেরও চর্চ্চা চলিতে আরম্ভ হইল, তখন মানবের বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণানুরূপ সঙ্গীতের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিল, এক্ষনে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি অনুসারে সঙ্গীতের প্রকৃতিও পরস্পরের সহিত ক্রমশঃ এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যে কোন জাতিবিশেষ নিজ দেশীয় সঙ্গীত শুনিবামাত্র অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ তাহা আপনাদিগের সঙ্গীত বলিয়া বুঝিতে পারেন। প্রত্যেক জাতিরই প্রকৃতির অনুমোদিত বলিয়া স্বীয় সঙ্গীতের উপর অত্যন্ত আনুরক্তি ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং তাহার ভূরি ভূরি প্রমানও নাথন্, কারল্ এঞ্জল প্রভৃতির সঙ্গীত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা বলেন যে সঙ্গীত দ্বারা কোন জাতি বিশেষের মানসিক অভিপ্রায়ানুরূপ যাবতীয় আভ্যন্তরিক ভাব শুদ্ধ এবং প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় তাহার নাম জাতীয় সঙ্গীত। তাহার রচনা এবং ভাবাদির তারতম্য দ্বারাই এক জাতি অথবা এক সম্প্র-

দায়ের সঙ্গীত হইতে অন্য জাতি অথবা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের সম্যক্ প্রভেদ অনুভূত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গীত রচনা ও তাহার প্রতি অনুরাগ এবং তাহার প্রকৃতি ও নিয়মাদির স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও এমত জাতি বা সম্প্রদায় দুর্ল্লভ যাহাদিগের জাতীয় সঙ্গীত নাই বলা যাইতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে সঙ্গীত বিদ্যা ভিন্ন২ দেশে ভিন্ন২ রূপে প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া আসিয়াছেই আসিয়াছে। অপেক্ষাকৃত সুসভ্য শ্রেষ্ঠতর কোন জাতি বিশেষের সঙ্গীত সম্যক্‌রূপে সংগৃহীত হইয়া কোন জাতি বিশেষের সঙ্গীতকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে এমনও হইতে পারে যে অন্য জাতীয় সঙ্গীত বিদ্যার কোন কোন অংশ মাত্র অবলম্বিত হইয়া কোন জাতি বিশেষের সঙ্গীত পরিশোধিত হইয়া থাকিবে। এরূপ ঘটনা প্রায় জেতা এবং পরাজিতদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্ জাতিদের সঙ্গীত বিদ্যা দ্বারা স্পেন দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ বিধান ইহার প্রমাণস্বরূপ। মুর্ জাতিরা খ্রীঃ অষ্ট শতাব্দীতে যখন ঐ দেশ অধিকার করেন, সেই সময়ে যে কেবল সঙ্গীত বিদ্যার উৎকর্ষ মাত্র তথায় সংসাধন করিয়াছিলেন এমত নহে, সেই সময়ে উক্ত মুরজাতি কর্ত্তৃক আসিয়া খণ্ড হইতে স্পেনে ধনুর্যন্ত্র পর্য্যন্তও প্রথম সংস্থাপিত হয়। ১৫০০ খ্রীঃ অব্দে ইহুদি জাতীয় যে সকল মেষ পালক স্পেন দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিল, তাহাদিগের ঈশ্বরারাধনা সূচক গীতাদিতে মুরজাতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

জারমান জাতিদিগের (*Dessauer Marsch*) "দেশরের মার্স্" নামক অতি উৎকৃষ্ট সামরিক সঙ্গীতের জন্মস্থান ইটালি। ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে জারমানি রাজ্যের অন্তর্গত ডিস্যু নগরের যুবরাজ লিওপোল্ড বাহুবলে ইটালি দেশস্থ টিউরিন্ নগর যখন জয় করেন, তখন পরাজিত ইটালিয়েরা তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উক্ত "দেশরের মার্স্" নামক গীত আশ্রয় করিয়া সকলে অগ্রসর হইল, ঐ সুস্বর সংমিলিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া জারমান সেনারা একেবারে এত বিমোহিত হয়, যে তাহাদিগের সমভিব্যাহারী যন্ত্র বাদকগণ উক্ত গীতটী অবিকল শিখিতে কোন অংশে পরাঙ্মুখ হইল না। অনন্তর উক্ত জেতা জারমান সেনারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তথাকার লোককে আনুপূর্ব্বিক তাহা শিখাইয়াছিল, উহা এখন পর্য্যন্তও সেখানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

খ্রীঃ অষ্ট শতাব্দীতে মুশলমানদের ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপিত হইতে আরম্ভ হওয়াবধি তাহারা এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ দর্শনে অতিশয় উৎসুক হইয়া স্বীয় জাতীয় সঙ্গীতের সহিত ক্রমশঃ তাহা মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে ভারত-বর্ষবাসী মুশলমানদিগের সঙ্গীত অনেকাংশে তাহার পূর্ব্বাবস্থার বিলোপ হওয়ায় ক্রমে এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কারণ তাঁহারা এক্ষণে যে সকল রাগ রাগিণী ব্যবহার করেন তৎসমুদয়ের নাম এবং ক্রিয়াঙ্গের নিয়মাদি প্রায়ই সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়িক। তাহার প্রমাণার্থ শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে উহাদিগের মধ্যে একটীকে কার্য্যতঃ দেখান যাউক মনে করুন পুরবী, গান করিলেই এখনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

পুরবী। (ঋ, ম,) সম্পূর্ণ।

চৌতাল।

তুম বিনে রহোনা পারে তমু পারে বলে মারে।
নখা কিওজ্বল হোতওঠেরহত যেসে নয়না রহত জল ভরে॥
মিঠি মিঠি বাতে কর কর মনবস করলেত বহুভাঁতন কর কর প্রাণহরে।
আবা কেযো পাওঙ্গী চীতত নট রেঁঙ্গী দৌলত খানে উজারে॥

আস্থায়ী।

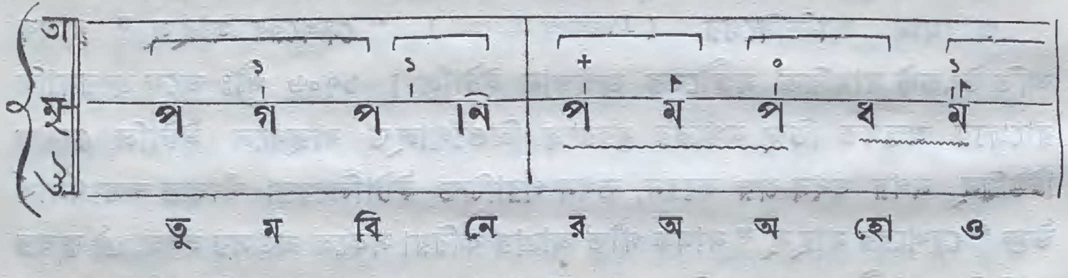

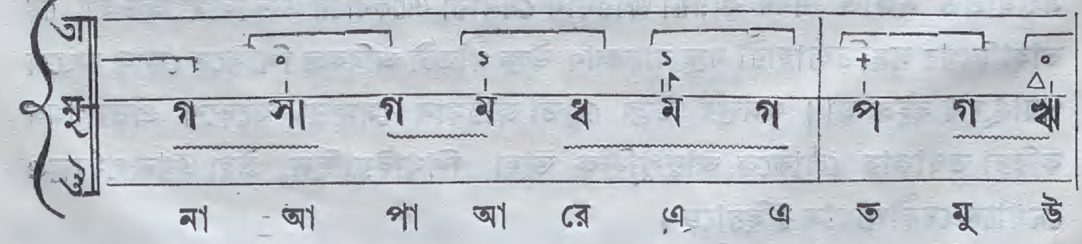

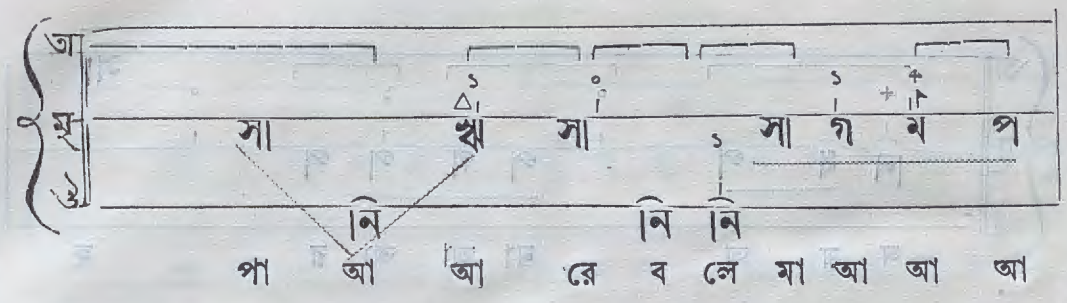

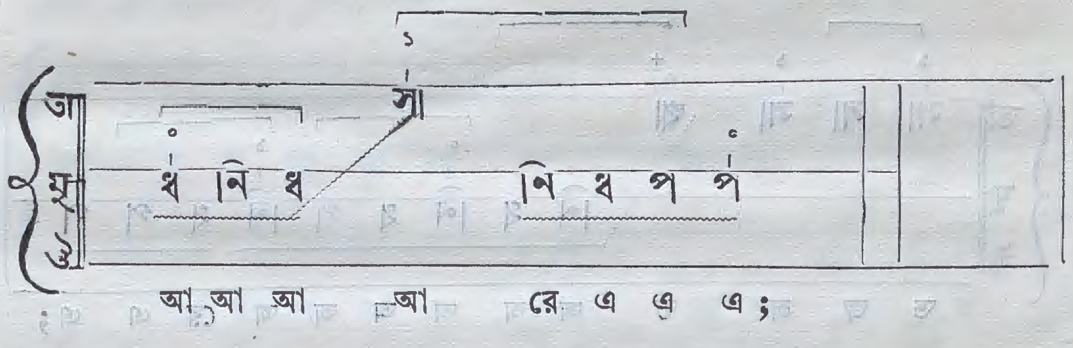

অন্তরা।

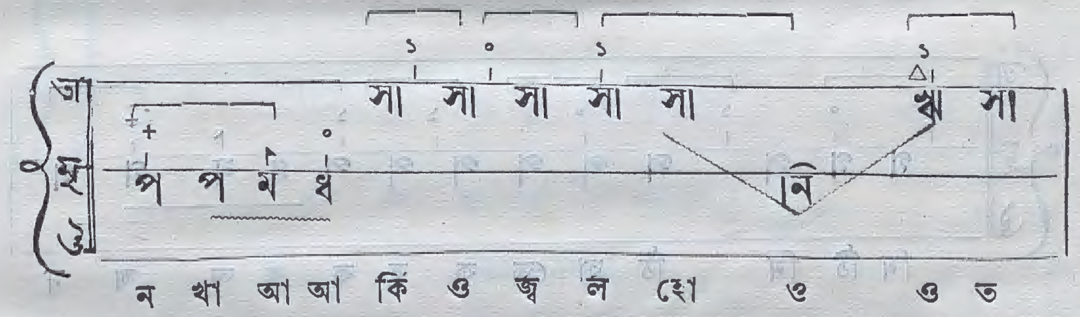

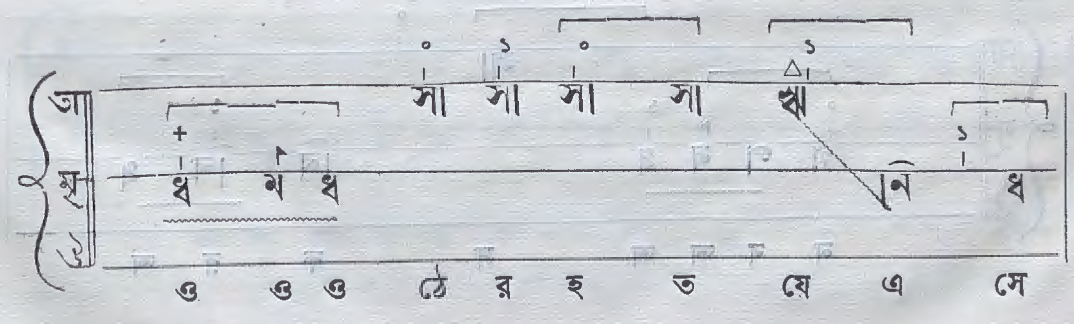

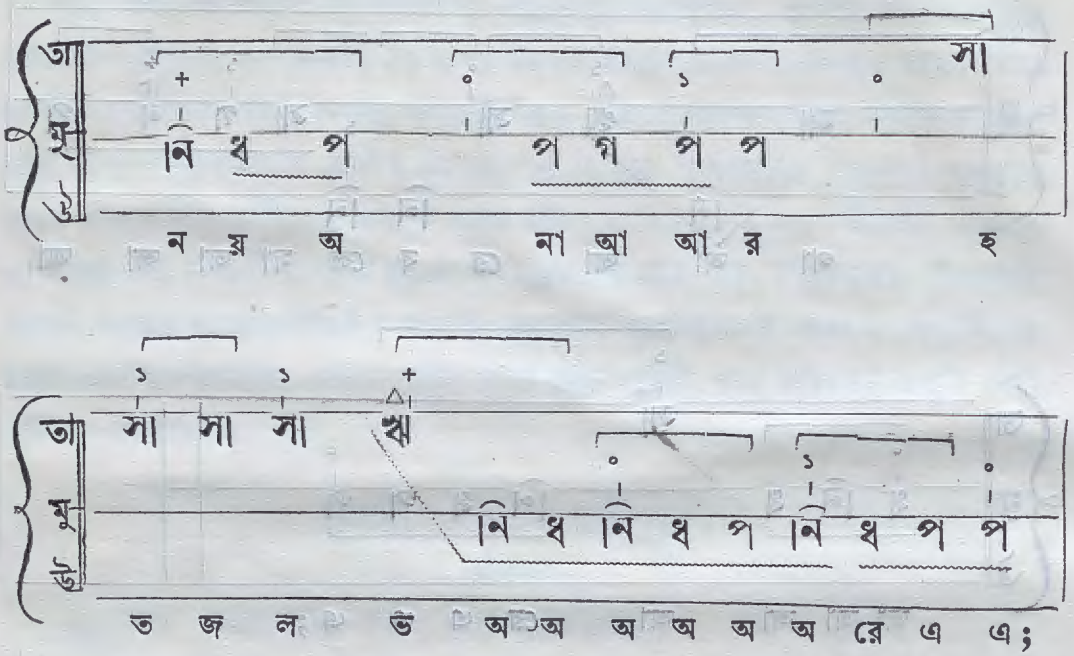

সঞ্চারী।

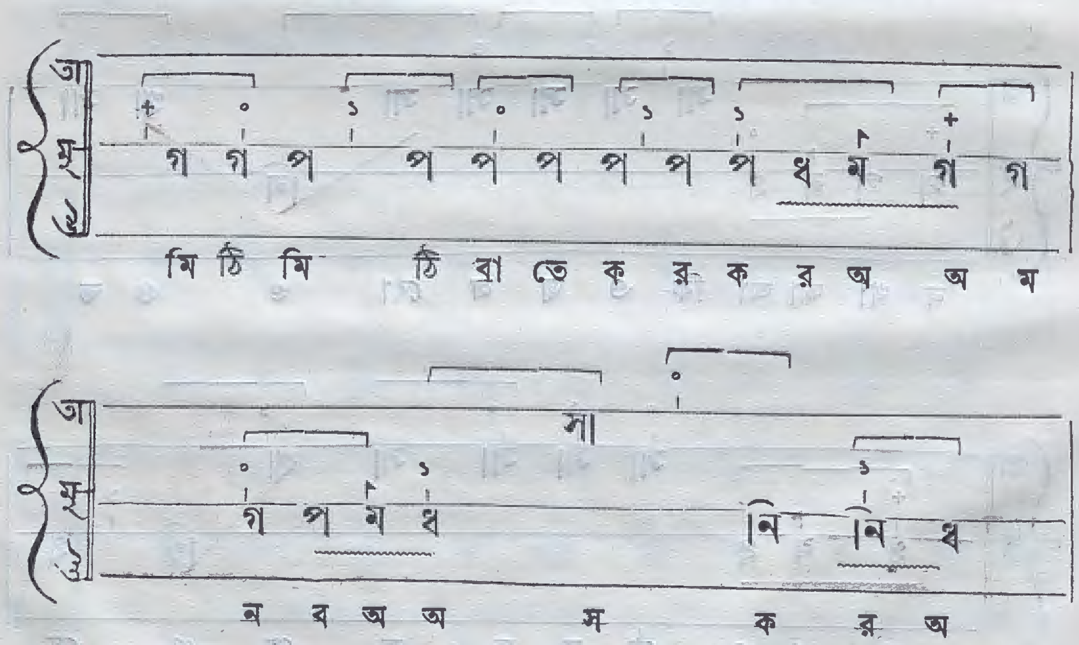

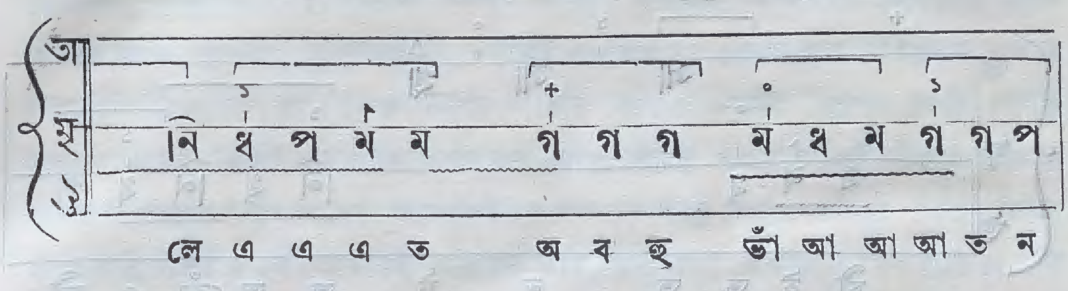
তা
মু
উ
নি ধ প র্ম ম গ গ গ র্ম ধ ম গ গ প
লে এ এ এ ত অ ব হু ভাঁ আ আ আ ত ন

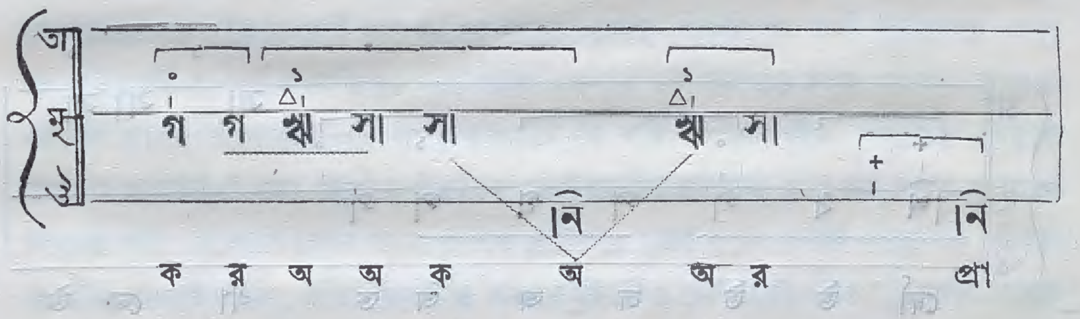
তা
মু
উ
গ গ ঋ সা সা ঋ সা
নি নি
ক র অ অ ক অ অ র প্রা

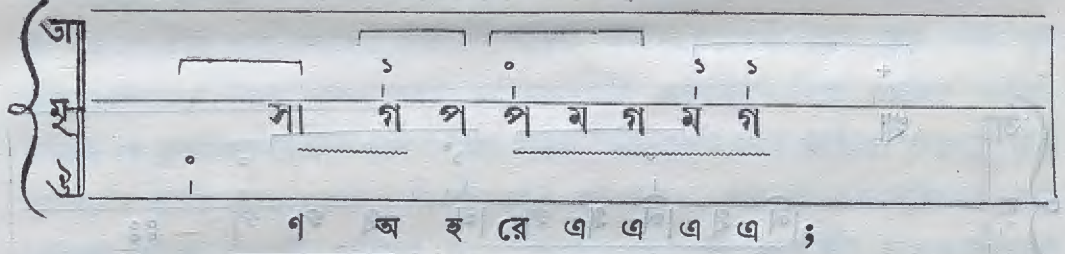
তা
মু
উ
সা গ প প ম গ ম গ
ণ অ হ রে এ এ এ এ ;

আভোগ।

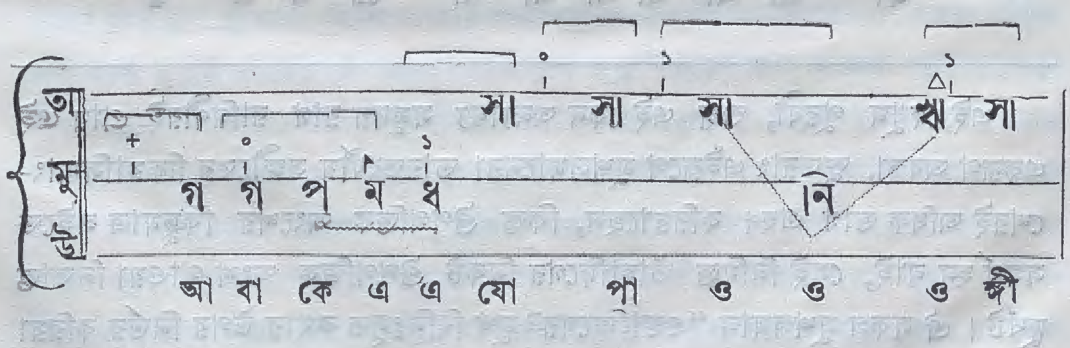
তা
মু
উ
সা সা সা ঋ সা
গ গ প র্ম ধ নি
আ বা কে এ এ যো পা ও ও ও ঙ্গী

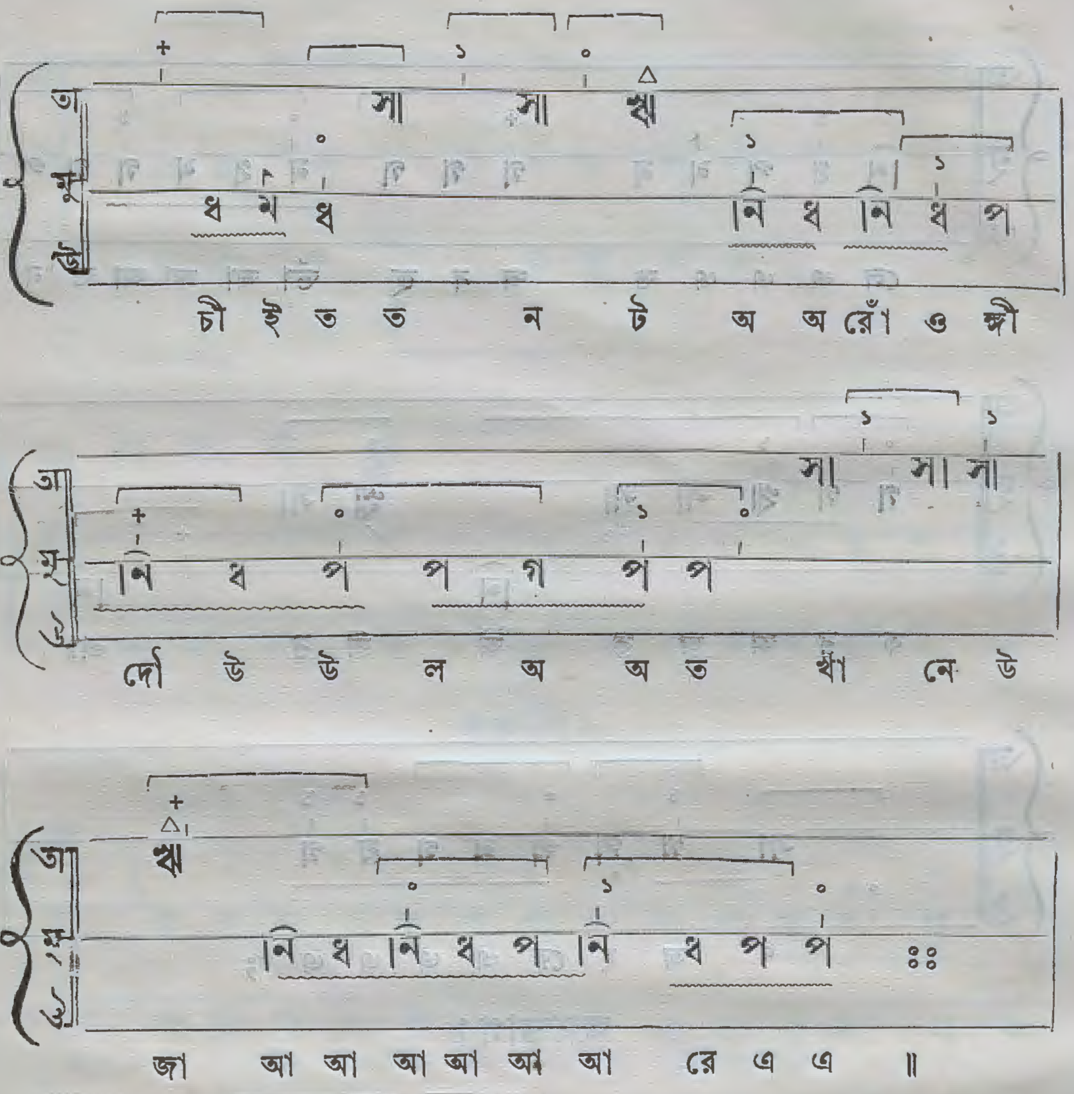

এই দেখুন পুরবী, শুদ্ধ এই কেন অন্যান্য সমুদয় রাগ রাগিণীরই প্রায় এই একরূপ অবস্থা, সুতরাং এইরূপে মুশলমানেরা ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ক্রিয়াসিদ্ধাং-শেরই অধিক ভাগ গ্রহন করিয়াছেন, কিন্তু ঔপপত্তিক অংশের কিছুমাত্র লইতে সমর্থ হন নাই, সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট ঔপপত্তিক অংশ পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। ঐ সকল মুশলমান "ওস্তাদ্দিগের" মুখ বিনিঃসৃত কথার উপর নির্ভর করিয়া

যে সকল হিন্দুসন্তানেরা সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটেও ঔপপত্তিক অংশ সুতরাং দুষ্প্রাপ্য না হইবেই বা কেন? কেবল মুখ বিনিঃসৃত কথার উপর নির্ভর করিয়া গান শিক্ষা করার আবার আরও একটী বিশেষ দোষ দেখুন্ মুশলমানদের নিকট যত গীত শিক্ষা করা যায়, প্রায় তৎসমুদায়ই হিন্দি ভাষায় রচিত "ওস্তাদ" মহাশয়েরা অনেকেই যে শব্দাদি শাস্ত্র বিষয়ে কতদূর পণ্ডিত তাহা বোধ করি সভ্য মণ্ডলী কাহারই অবিদিত নাই, সুতরাং "ওস্তাদ" মহাশয়েরা গান শিক্ষা করার সময় পূর্ব্বাপর গীতান্তর্গত শব্দ গুলিই কর্ণগত করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই শব্দ গুলির মধ্যে কোন্ শব্দটীতে অর্থ প্রতিপন্ন এবং কোন্‌টীতেই বা অর্থ অপ্রতিপন্ন হয়, তাহা একবার ভ্রম ক্রমেও কেহ চোক্ তুলিয়া দেখেন না। তাঁহাদের এই সংস্কার আছে যে যদি কোন গীত অন্যতর খেয়াল কর্ত্তা "সদারঙ্" এবং দিল্লীর বাদসাহ মহাম্মদ সাহের নাম যুক্ত হয়, আর তাহাতে বিন্যস্ত শব্দ গুলিতে কোন ভাব বা অর্থ প্রতিপন্ন হউক বা না হউক আধুনিক অথবা প্রাচীন রচনাই হউক, তাহা অনর্থ ও অভাব হইলেও সে সকল গীত "সনন্দী পুরাতন চিজ্" বলিয়া কালাবৎ মহাশয়েরা যার পর নাই দম্ভ করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক সৌখীন প্রাচীনদলের বাঙ্গালী গায়ক মহাশয়েদেরও সেই ভ্রম অদ্যাবধি রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিশ্চয় ভরসা করিতে পারি এতদ্দেশে হিন্দু রাজের অবসানাবধি যে কৃতবিদ্যগণ যদি গান শিক্ষা করিয়া আসিতেন তবে তাঁহারা গানের ভাব ও অর্থের প্রতি অগ্রে মনোযোগী হইতেনই হইতেন। তাঁহারা ওস্তাদদিগের ভ্রম পথের পথিক কখনই হইতেন না। আবার যে সকল বাঙ্গালী "ওস্তাদদের" নিকট গান শিক্ষা করিতে জান, তাঁহাদের হয় তো অনেকেরই হিন্দি ভাষা ভাল জানা নাই। সুতরাং হিন্দি ভাষার অনভিজ্ঞতা বশতঃ গানটীতে যে সকল হিন্দি শব্দ ন্যস্ত থাকে কাযেই সে সকল শব্দ যথার্থ শুদ্ধ উচ্চারণ তাহার অর্থ সংলগ্ন করা অতীব দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পূর্ব্বাপর নানা কারন বশতঃ হিন্দি গান মাত্রেই প্রায় অশুদ্ধ ও অনর্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার প্রমাণ যে হিন্দি গানটী অনতি পূর্ব্বে সভ্য মহাশয়দিগকে শুনান গেল, তাহার সকল শব্দের যথার্থ অর্থ সঙ্গত করা কত কঠিন তাহা আপনারাই বিবেচনা করিবেন। স্বীয় স্বীয় ভাষায় গান প্রস্তুত হইলে বোধ করি ভাব শব্দ অথবা অর্থ কোন বিষয়েরই ঐ রূপ অভাব হইবার কোন অংশেই

সম্ভাবনা থাকিত না, অথবা গীত গুলি স্বর-লিপি করিয়া রাখা প্রথাটী যদি মুশলমান এবং অন্যান্য ভারতবর্ষীয় অধুনা গায়ক শ্রেণী মধ্যে ব্যবহার থাকিত। হিন্দি বা পারস্যাদি ভাষায় গীতাদি রচিত থাকিলেও শব্দ অর্থ বা ভাব কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা হইত না। লিখিত স্বরলিপিতে যেমনটী লেখা থাকিত ভাষা পরিজ্ঞাত শিক্ষার্থীরা অনায়াসেই তদনুরূপ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইতে পারিতেন। ফলতঃ গায়ক সম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের অনাদরই এই সকল অনর্থ ঘটিবার মূল কারণ। প্রাচীন দলের গায়ক মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, গানের সুর কি কখন লেখা যায়? পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে স্বর লিপি পদ্ধতি তো প্রচলিত ছিলই এখনও ইউরোপীয় এবং অন্যান্য সুসভ্য জাতি মধ্যে স্বর লিপি প্রথা স্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছে, অন্ততঃ ভিন্ন জাতীয়ের স্বরলিপি পদ্ধতি দেখিয়া ও আমাদের মনের সে ভ্রম তিরোহিত হওয়া উচিত, শুদ্ধ স্বরলিপি পদ্ধতি কেন, সঙ্গীতের যে যে অংশ অন্য জাতি মধ্যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর বোধ হইবে তাহাই আমাদের অনুসারি এবং সঙ্গত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সে যাহাই হউক, ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এক জাতির কোন প্রকার সুর অথবা লয় অন্য জাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে ঐ গ্রহীতাদিগের দ্বারা ক্রমে উক্ত সুর এবং লয়ের অধিকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। রুস্ দেশের অন্তর্গত "কর্‌লেণ্ড্" প্রদেশে ইহার একটী বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে; কোন মহাত্মা জার্‌মান্ দেশীয় কতকগুলি গীত "কর্‌লেণ্ড্" দেশে প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত দেশীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি গীত যাহা তথাকার কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, কিছুকাল অতিবাহিত হইলে ঐ গীতগুলি এমত চমৎকার রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, যে মূলের সহিত ঐ গুলির এক্ষণে ঐক্য করা নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

বস্তুতঃ যে জাতীয় সঙ্গীতের তাদৃশ উৎকর্ষ বা প্রকৃতির স্থিরতা না থাকে অথবা যাহা অন্য জাতীয় সঙ্গীত হইতে বিশেষ প্রভেদ দেখা না যায়, তাহাদিগের মধ্যেই এই রূপ অনুকরণ পদ্ধতি সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন অরঞ্জিত জলে যে কোন বর্ন মিশান যাউক না কেন সেই জল অবশ্যই অবিকল তদনুরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু কোন বর্ণ যুক্ত জলে স্বতন্ত্র কোন বর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদনুযায়িক করা দুষ্কর। চীন,

ভারতবর্ষ, জাপান এবং জাবা প্রভৃতি দেশে সঙ্গীতের রূপের এত স্থিরতা আছে, যে অন্য কোন দেশীয় সঙ্গীতের আভাস ইহাদের পরস্পরের সহিত মিশান অতি কঠিন। ভারতবর্ষবাসিরা এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুসভ্য ব্রিটিস্ জাতির অধীনে আছেন এবং কথিত সুসভ্য জাতি হইতে নানাবিধ দর্শনাদি শাস্ত্র-শিক্ষা করিতেছেন একথা সত্য বটে কিন্তু সভ্য মহাশয়েরা বলুন্ দেখি ? ইহাদের সঙ্গীতের প্রকৃতির অবিচলিতত্ব এখন পর্য্যন্ত বিলক্ষণ রহিয়াছে কি না ? সেই আবাল্য পরিশ্রুত রাগ রাগিণী সমাবিষ্ট গমক মূর্চ্ছনাদি যুক্ত গান ব্যতীত কোন্ ভারতবর্ষবাসী অন্যরূপ শুনিয়া অধিকতর তৃপ্তি লাভ করেন ?

অপিচ ইহুদিদিগের সঙ্গীত সংগ্রহীতা এস্পেন্ দেশবাসী ডিসোলা বলেন এস্পেন্ এবং পরটুগালে যে সকল ইহুদি বাস করে তাহারা কার্য্যানুরোধে স্বীয় দেশ-ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন রাজার অধীনে যদিও অতি দীর্ঘকাল ছিল, তথাচ তাহাদিগের উপাসনাদি কালে কএক সহস্র বৎসর পুর্ব্বে পূর্ব্ব বাসস্থানে জেরুজুলাম্ নগরবাসি তাহাদের পিতৃ পুরুষেরা ধর্ম্মমন্দিরে যেরূপ গান করিত এখন পর্য্যন্তও তদ্রূপ গান তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। অতি দীর্ঘকাল ভিন্নদেশে এবং ভিন্ন শাসনে থাকিয়া কালক্রমে তাহাদের গীতের প্রকৃতি সম্যক্ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বাবস্থা হইতে তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, জাতি বিশেষের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি যে কত অনুরাগ ইহাই বিশেষ প্রমাণ। তবে এমনও হইতে পারে, যেস্থানে উভয় জাতির মধ্যে পরস্পরের মনের ভাব অনেকাংশে সমপ্রকৃতি-সম্বদ্ধ দেখা যায় সেস্থানে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সঙ্গীত মিশ্রিত হইবার অধিক সম্ভাবনা। তুর্কী ব্যতীত ইউরোপখণ্ডে যত দেশে আছে, প্রায় তৎসর্ব্বত্রই মনুষ্যের রীতি নীতি ও মানসিক ভাব অনেকাংশে একরূপ, সুতরাং পরস্পরের সহিত যে পরস্পরের সঙ্গীত মিশ্রিত হইবে তাহা অসম্ভাবিত নহে।

কথিত হইল কর্ লেণ্ড্ দেশীয়েরা জার্ মান্ দেশীয় গীত অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাতেও সেই সকল গীত অনেকাংশে সমপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়াও পূর্ব্বাবস্থা হইতে অধিক ভাগই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু যদি জাপান বা চীন প্রভৃতি আসিয়াস্থ কোন দেশ হইতে ইউরোপীয় কোন জাতি কোন একটী গীতের অনুকরণ করিতে ইচ্ছা

করেন, তবে সেই গীতের যথার্থ প্রকৃতি রক্ষা করা কতদূর দুষ্কর, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে।

যে সকল সুসভ্যদেশে যথার্থ রীতি পূর্ব্বক সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন হওয়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ হইয়াছে, সেখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে উচ্চশ্রেণীস্থ বিদ্বান্ লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত শ্রেণী মধ্যে জাতীয় সঙ্গীতের নিয়মাদি অতি যত্নে বিশেষরূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, যেহেতু উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধি এবং শাস্ত্রাদি অনুশীলনদ্বারা অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সুসভ্য জাতিদিগের নিয়মাদি অনেকাংশে অবলম্বন করাতে তাহাদিগের নিকটে জাতীয় সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত উন্নত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রমজীবী, শিল্পী অথবা কৃষি কার্য্যের দ্বারা যেসকল সামান্য লোক দিনাতিপাত করে এ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যেই জাতীয় সঙ্গীত সামান্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কারণ ঐ সকল সামান্য লোক বিভিন্ন দেশের প্রণালী অবগত নহে। সভ্যগণ! আমাদিগের উল্লিখিত উক্তির দ্বারা কদাচ এমন বিবেচনা করিবেন না, যে জাতীয় সভ্যতা ও অসভ্যতা নিবন্ধন সঙ্গীত প্রণালীর উত্তমতা ও অধমতা অবধারণ করা যাইতে পারে। জর্জ উইল্ হেল্‌ম্ ইস্‌টেলার্ সাহেব বলেন, কাম্‌স্ কাট্‌কা দেশীয় লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধিতে ততদূর পারদর্শী না হউক, পরন্তু তাহাদিগের সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত অতীব সুমধুর এবং উৎকৃষ্ট, ইহা অন্যান্য আরও অনেক ভ্রমনকারী যাঁহারা উক্ত দেশ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্তৃক ও বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাপ্তেন্ উইল্কী সাহেব পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন, যে প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিউজিয়ন্ দ্বীপ সমূহে যে সকল পশ্বাচারী অসভ্য জাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরগ্রাম যোগে একটী গীত এত সুমধুর রূপে গান করিয়াছিল যে, উক্ত সাহেব অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্বীয় বেহালা যন্ত্রে তদনুকরণ করিতে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। বস্তুতঃও কোন জাতি বিশেষের সঙ্গীত যদিও সাকল্যে আমাদের পক্ষে সুশ্রাব্য এবং মিষ্ট না লাগুক, তথাচ সেই সঙ্গীত যে, সেই জাতির পক্ষে অতীব মিষ্ট এবং সুখকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু সামান্যতঃ সঙ্গীতের যে স্বাভাবিক মিষ্টতা এবং মনোহারিত্ব গুণ এটী সর্ব্ববাদি সম্মত। সঙ্গীত মানবদিগের এত প্রিয় এত শ্রদ্ধার পাত্র যে, কোন

কোন জাতি ইহাকে দৈবলব্ধ বলে। এমন অনেক জাতি আছে যে কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এবং আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিতে সঙ্গীতের ব্যবহার করিয়া থাকে। ফলতঃ লোকমাত্রেরই প্রকৃতির উপর যে সঙ্গীতের সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং মোহন-শক্তি তাহার প্রমাণ আমাদের এই ভারতবর্ষেই বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী আছে, আক্‌বর্‌ বাদসাহের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন একদা দিবাভাগে যামিনী-সম্বন্ধীয় কোন রাগ গান করিয়া যামিনীকে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং যতদুর তাঁহার ঐ স্বর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল ততদুর পর্য্যন্ত তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রজনীর শোভা ধারণ করিয়াছিল। এইরূপ অপর আরও একটী প্রবাদ আছে; দীপক রাগে গান করিলে অনলোৎপত্তি হইয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থ পদার্থরাশি ভস্মীকৃত করিত। সুল্‌তান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে বিখ্যাত গোপালনায়ক একদা উক্ত সম্রাটকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দীপক রাগ গান করিলেন, তাহাতে হঠাৎ অগ্নিরাশিতে একেবারে তিনি ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই অবধি উক্ত রাগ গান করা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। তোপ্তেল হিন্দ্‌ নামক পারসীক সঙ্গীত গ্রন্থকার মির্‌জা খাঁ বলেন, দীপক রাগ এক্ষণে পঞ্চম বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে, পঞ্চম রাগ এইরূপ, সভ্যগণ শুনুন্—

△

পঞ্চম (ঋ) সম্পূর্ণ।

চৌতাল।

আজুবন বয়ঠেঁ রঙ্গমহলমে, সখি সোঁ বোলায়ত রঙ্গগোলাল।
চুয়াচন্দন আতর আরগজাযুবতি যুথ করে জাল॥
বাজত বীণ মৃদঙ্গ ঝাঝর ফল পটা রহে সবগোয়াল।
গায়ত ববস গন্ধর্ব্বরাগ পঞ্চমপায়ত তুরঙ্গরসকে রসীলে হীরালাল॥

আস্থায়ী।

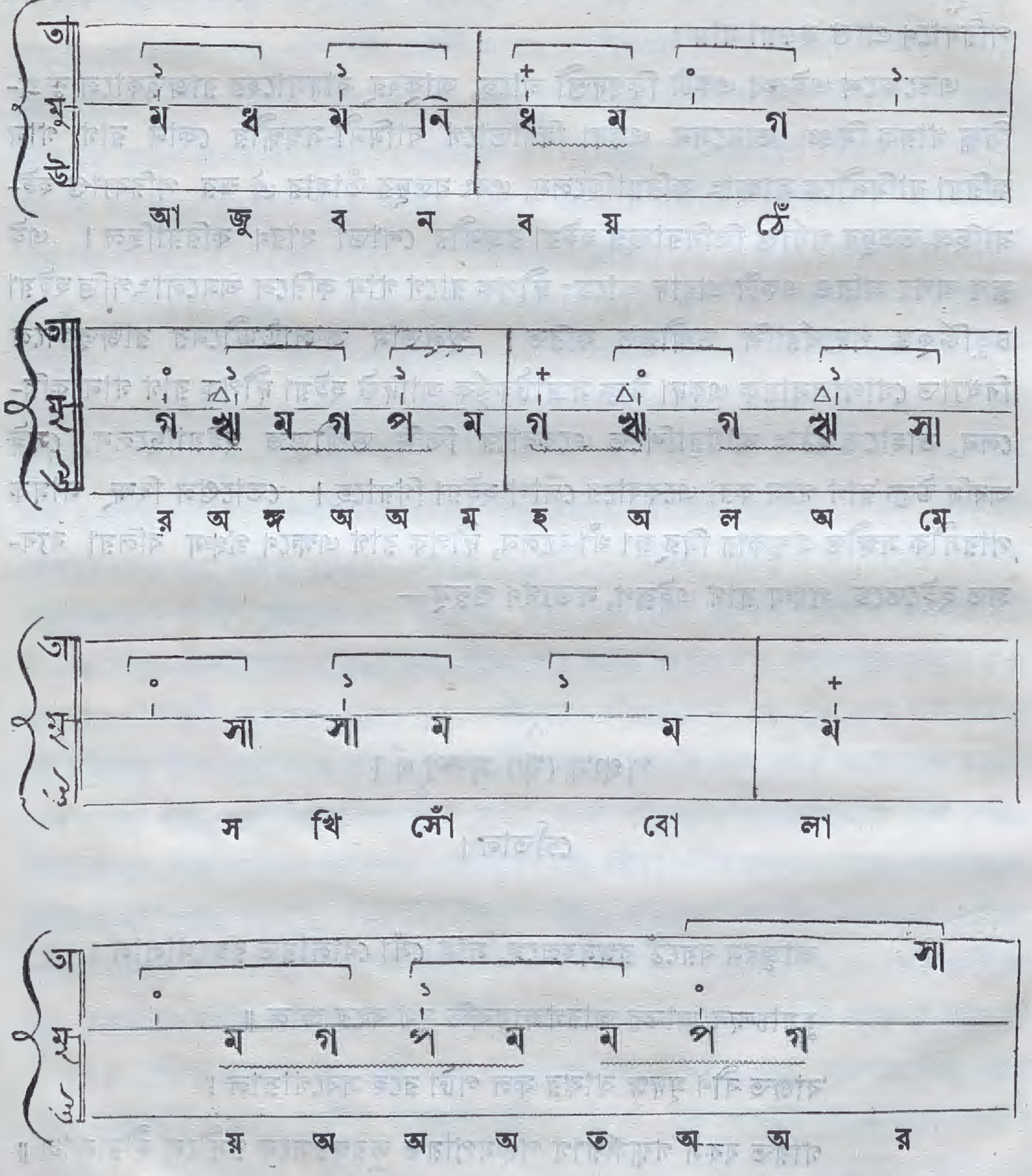

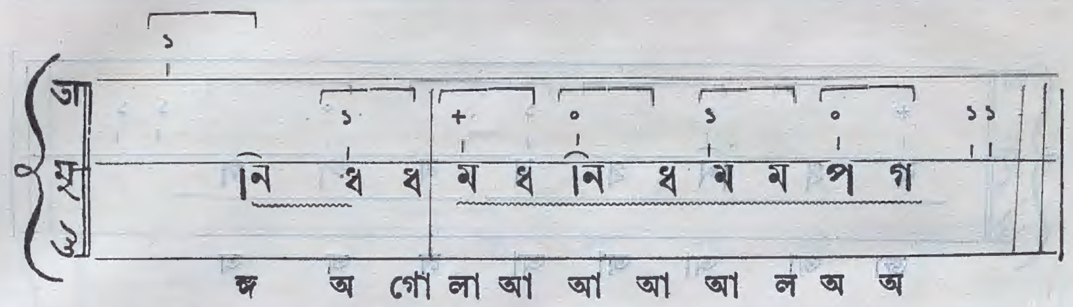

অন্তরা।

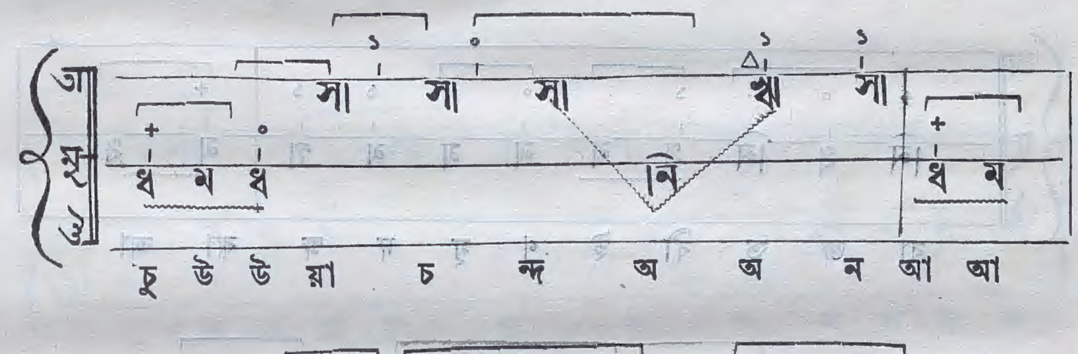

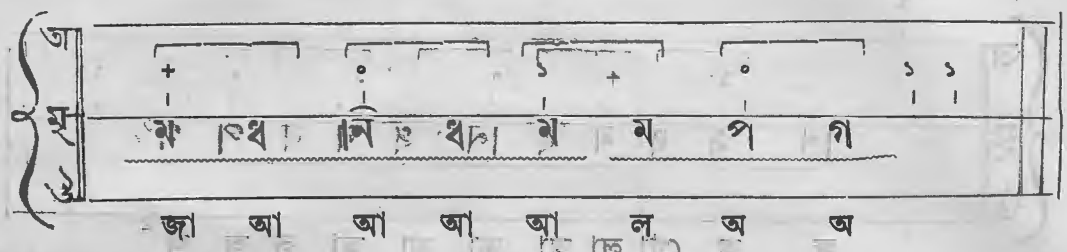

সঞ্চারী।

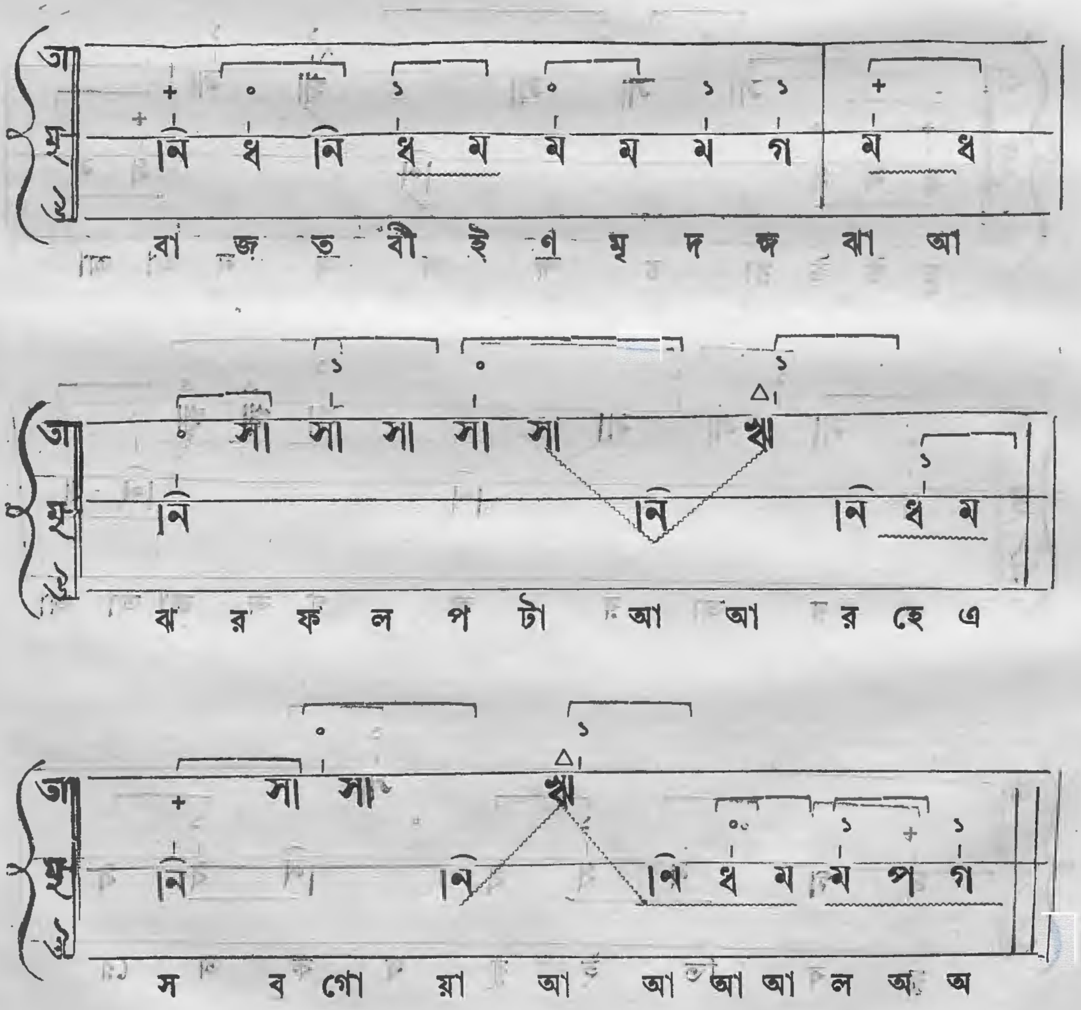

আভোগ।

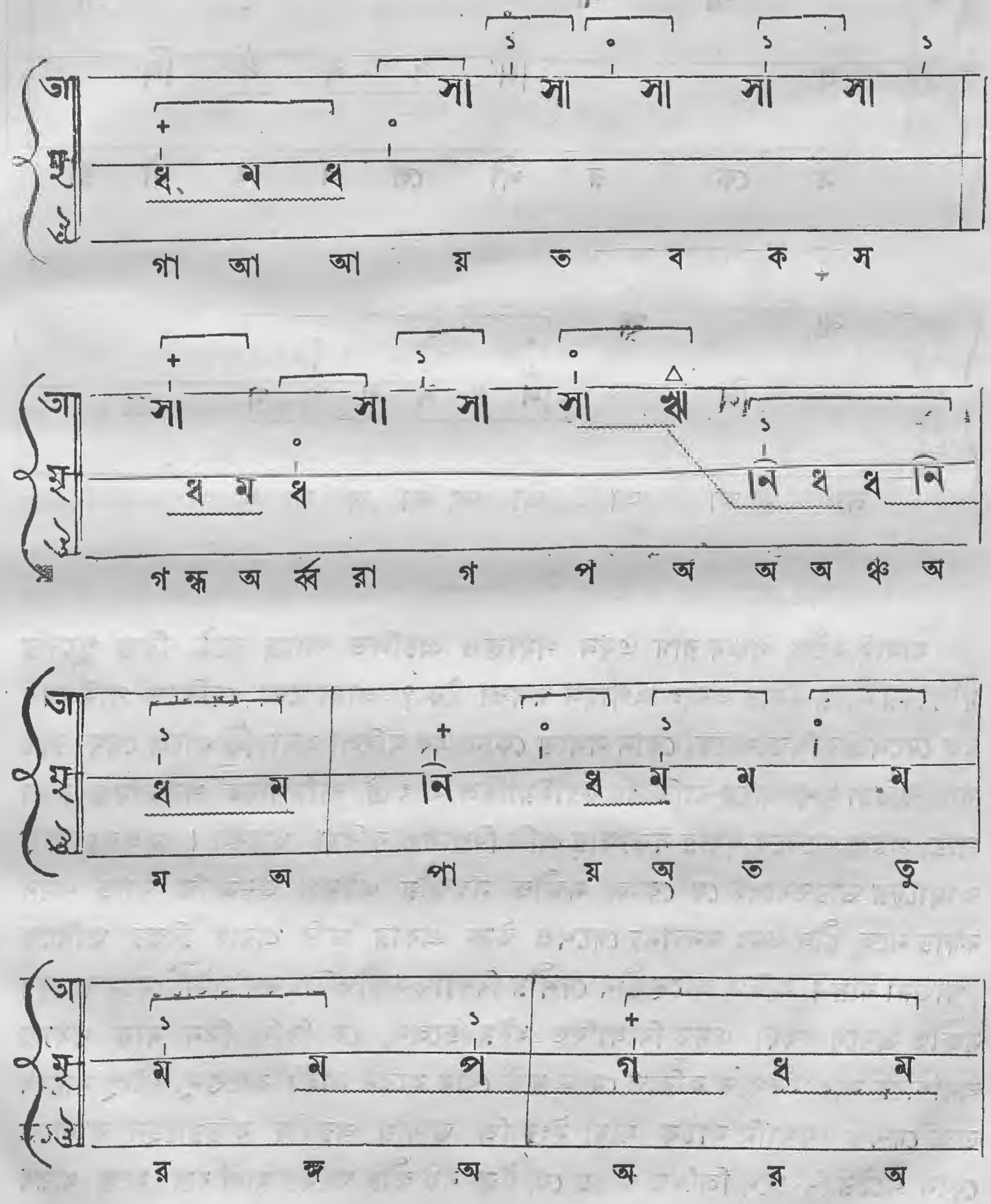

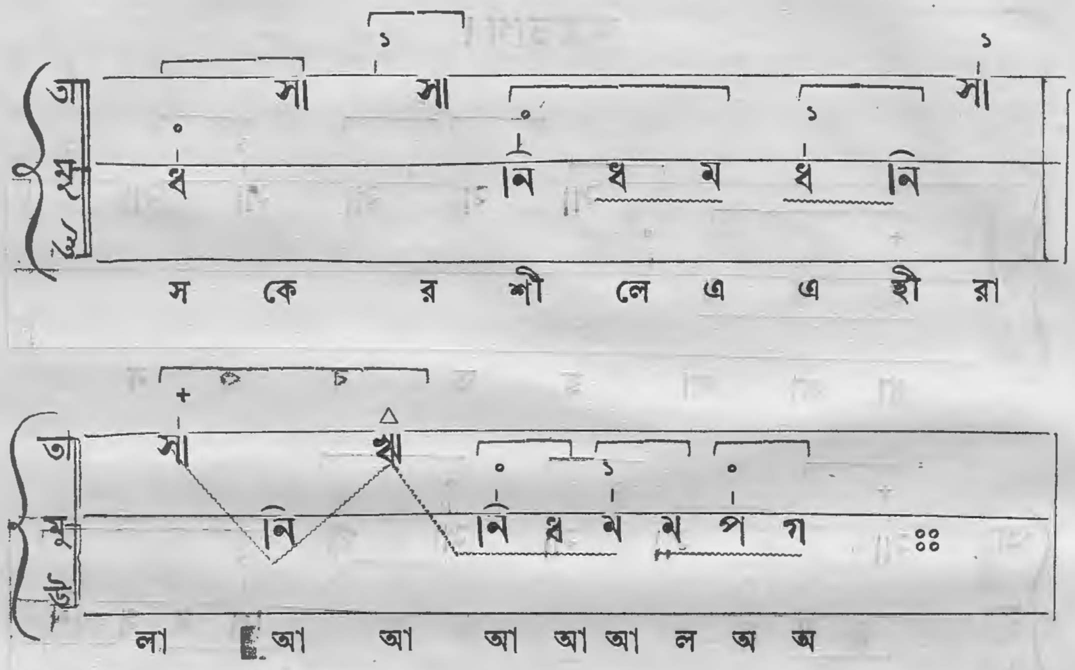

যাহাই হউক, পঞ্চম রাগ এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বের দীপকের ন্যায় ইহার অনলোৎপাদন ক্ষমতা কৈ? আমরাতো দেখিতে পাই না। বঙ্গ দেশেও কথিত আছে, কোন সময়ে কোন এঁক মহিলা অনাবৃষ্টি কালে মেঘ রাগ গান করিয়া মুশলধারে বারিবর্ষণ করাইয়াছিল এবং ঐ বারিপাতে শস্যাদিও রক্ষা পায়, পরন্তু অনেকে ইহার সত্যতার প্রতি বিশ্বাসও করিয়া থাকেন। ফলতঃ শুদ্ধ আমাদের ভারতবর্ষেই যে কেবল সঙ্গীত সম্বন্ধীয় এইরূপ জনশ্রুতি আছে এমন কদাচ নহে, চীন এবং অন্যান্য দেশেও উক্ত প্রকার ভূরি প্রবাদ বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে চীন দেশীয় বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রিয় কনফিউচিঁ কোন সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে একদা এমত বিমোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি তিন মাস পর্য্যন্ত অনাহারে কালাতিপাত করিতে কোন কষ্ট বোধ করেন নাই। কাপ্তেন্ ইউল্ সাহেব ব্রহ্ম দেশস্থ একখানি নাটক যাহা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন তাহাতে কোন নটের বিবরণে লিখিত আছে যে, উক্ত নট স্বীয় স্বর্ণময় হার্প যন্ত্র হস্তে ধারণ

পূর্ব্বক তাহাতে স্বরচালনা করিয়া যখন গানারম্ভ করিতেন তখন বনচর হস্তী সকল তচ্ছ্রবণে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইত এবং তাঁহার কণ্ঠ ও যন্ত্রের স্বরে বিমোহিত ও বশীভূত হইয়া আজ্ঞা প্রতিপালন পর্য্যন্তও করিত। ব্রহ্ম দেশীয় লোকেরা গীত দ্বারা কতদূর পর্য্যন্ত মানসিক অভিপ্রায় প্রকাশ করণে সক্ষম তাহা ইউল্ সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত অনুবাদিত গ্রন্থেই বিশেষ প্রতীয়মান আছে।

অজ্ঞান পশু ও পক্ষিদিগের মানসিক ভাবের উপর যে সঙ্গীতের সম্যক্ ক্ষমতা আছে তাহার একটী আশ্চর্য্য প্রমাণ আমাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ সার্ উইলিয়ম জোন্স্ তাঁহার কোন একটী বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন, যখন নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাহার অনুরূপ বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া উদ্যানে গান করিতেন, সেই সময়ে সেই খানে দুইটী গণ্ডার আসিয়া ঐ গান শুনিত। এক দিন তাহারা গীত শ্রবণে এরূপ মোহিত হইয়াছিল, যে পাষাণ হৃদয় দুর্ব্বৃত্ত নবাব যখন স্বীয় তীরন্ধরতা জানাইবার নিমিত্ত তাহাদের একটীর প্রতি তীর ছুড়িল তখন সে তাহা কিছু জানিতে পারে নাই, সেই খানে দাঁড়াইয়া সেই তীরের আঘাতেই প্রাণ ত্যাগ করিল। পারস্য দেশস্থ কিম্বদন্তী যে তদ্দেশবাসী " মির্জা বুল্বুল্ " নামক জনৈক বংশীবাদক যখন আপনার উদ্যানস্থ এক বৃক্ষমূলে অপরাহ্নে উপবেশন করিয়া সুস্বরে বংশীবাদন করিতেন, তখন একটী বুল্বুল্ পক্ষী কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার বংশীর স্বরের সমসুরে অতি কোমল ভাবে ঐ বৃক্ষোপরি গান করিত, কেহ কেহ বলেন বংশীবাদক উক্ত মির্জা, বুল্বুল্ পক্ষিকে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে " বুল্বুল্ " উপাধি দেন। পশু এবং পক্ষিদিগের সঙ্গীতাপহৃত-চিত্ততার এইরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে।

" ফিন্ " জাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম পুস্তকে প্রকাশ আছে " ওয়েনামনীয়ম্ " নামক দেবতা গ্রীক দেশীয় "অর্ফিয়াস্" দেবতার ন্যায় স্বীয় " হার্প " যন্ত্র বাজাইয়া বনচারি পশুদিগকে বশীভূত করিতেন, এইরূপ সাঙ্গীতিক প্রবাদ ইউরোপীয় অনেক দেশেও অপ্রাপ্তি নাই। ফলতঃ উপরোক্ত প্রবাদগুলি সঙ্গীতের মাহাত্ম্য প্রকাশক বটে, কিন্তু এগুলি যে কতদূর সত্য অথবা সঙ্গত তাহা সভ্য মহাশয়েরা অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। সঙ্গীতের আবার ভৈষজিক গুণ কতদূর আছে অর্থাৎ ইহা দ্বারা অনেক রোগ পর্য্যন্তও শান্তি হয় তাহা শুনিতে আপনারা বোধ

করি অনেকেই উৎসুক হইবেন সন্দেহ নাই। আপনাদের তৃপ্তির নিমিত্তে তাহারও দুইচারি উদাহরণ প্রসঙ্গাধীন বলিতেছি। সঙ্গীতদ্বারা অন্তঃকরণ যে নির্ম্মল এবং শুদ্ধ হয়, প্রায় সকল লোকেই আপনাপন স্বাভাবিক বুদ্ধির সহকারে তাহা অনুভব করিতে পারেন। অত্যন্ত যাতনা সময়ে উত্তম স্বর দ্বারা আত্মার স্থিরতা বিধান হয়, অসুস্থ-চিত্ত বিনোদন ও বিকলিত মনের স্থিরতা সম্পাদন সঙ্গীত দ্বারাই হইয়া থাকে। সঙ্গীত মানসিক এবং দৈহিক উভয় বিধ বিষয়েই মহোপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা অবশ্যই অনেকে অবগত আছেন। "পিথাগোরাসের" জীবন বৃত্তান্তে লিখিত আছে, পিথাগোরাস্ পারিশ্রমিক কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাতঃ-কালে স্বীয় ছাত্রদিগকে প্রথমতঃ সঙ্গীত বিদ্যার অনুশীলন করিতে উপদেশ দিতেন, উক্ত বিদ্যার দ্বারা চিত্ত শোধন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শয়নাবস্থায় শিরঃ পীড়ানুভূত হইলে তদুপশম নিমিত্ত তিনি সঙ্গীতকে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। রজনীযোগে শয়ন করিবার পূর্ব্বে চিত্ত সংশোধন জন্য পিথা-গোরাস্ সঙ্গীতানুশীলনের নিয়ম করিয়াছিলেন। গায়ককবি "এরিস্টাইডিস্" বলেন কোন চতুর কৃষক যেমন ভূমি কর্ষণ করিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে অপ্রয়োজনীয় বনজ কন্টক বৃক্ষাদি উন্মূলন করণানন্তর বপনোপযোগী উত্তম উত্তম বীজ সকল রোপণ করে তেমনি কোন ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করাইবার অগ্রে সঙ্গীত বিদ্যা দ্বারা তাহার মনের মলা দূরীকরণ এবং চিত্ত শুদ্ধ করিয়া তৎপরে তাহাকে অন্যান্য শাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইটালী দেশের অন্তঃপাতি মোডেনা প্রদেশস্থ মিরান্‌ডোলা নগর নিবাসী "পাইকাস্" বলেন, ঔষধ দ্বারা যে রূপ দৈহিক স্বাস্থ্য লাভ হয় সঙ্গীতও সেই রূপ মনের সুস্থতা বিধান করিয়া থাকে। "এথিনিয়াস্ বলেন রাজাগণ যে কেবল আমোদ বা বিলাস বর্দ্ধন জন্য আহার সময়ে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন এমত নহে, সঙ্গীতকে তাঁহারা ঔষধ স্বরূপও জ্ঞান করিয়া থাকিতেন। যে হেতু তচ্ছ্রবণে মনের উল্লাস বৃদ্ধি করিয়া ভুক্ত দ্রব্য সকল শীঘ্র পরিপাক হয়। "প্লেটো" বলেন যেমন নির্ম্মল বায়ুর দ্বারা দেহ শীতলতা লাভ করে, তেমনি সঙ্গীত শ্রবণে মনও সুশীতল হয়। শ্রম দ্বারা মনের যে ভার বা ক্লেশ উপস্থিত হয়, সঙ্গীত সেই ভার নিবারণ করে। সঙ্গীত দ্বারা ক্রোধ পর্য্যন্তও নিবারণ হইয়া থাকে এমনও দেখা গিয়াছে,

সঙ্গীতের এতদূর ক্ষমতা যে জননীর ক্রোড়স্থ অতীব স্ফুটবাক্ ক্ষীরকণ্ঠ শিশুগুলি পর্য্যন্তও সঙ্গীত শ্রবণে শান্ত ভাব ধারণ করে, সঙ্গীত দ্বারা চঞ্চল শিশুগুলিকে নিদ্রাসক্ত করাণ সর্ব্ব দেশেই ব্যবহার আছে ইহা কে অস্বীকার করিবেন। "মারটিলাস্ কেপিলা" বলেন যে সঙ্গীত শ্রবণে জ্বর ও উন্মত্ততা প্রভৃতি রোগ শান্তি পায়, কথিত আছে ঢক্কাদির ধ্বনিতে বধিরতা আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা, জীর্ণ জ্বর, তৃতীয়ক, চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বর, উন্মত্ততা ইত্যাদি বহুবিধ রোগ সঙ্গীত দ্বারা শান্তি পায় ইহার ভূরি প্রমাণ হারীত, চরক, সুশ্রুত, পরাশর প্রভৃতি আমাদিগের সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থেও পাওয়া গিয়াছে (১)। সক্‌রিটিস্, হোমার্, মিল্টন্ প্রভৃতি মহাত্মারাও সঙ্গীতের অশেষ বিধ গুণ স্বীকার করিয়াছেন। "সেক্সপিয়ার্" বলেন Soul that is dead to music, is capable to treason অর্থাৎ সঙ্গীত-শূন্য-হৃদয়ের পক্ষে রাজ বিদ্রোহাদি কার্য্য আশ্চর্য্য নহে। বিষয় বিশেষ লইয়া আন্দোলন দ্বারা কাল বিলম্ব জনিত সভ্যগণের বৈরক্তি ভয়ে সে সমুদয় বর্ণনে নিরস্ত হইলাম। যাহাই হউক, সঙ্গীতের ভৈষজিক গুণ সম্বন্ধীয় প্রমাণ উপরে যে কয়েকটী প্রদর্শিত হইল, তাহার কিয়দ্ভাগ সুবুদ্ধি রচনা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই সকল সমুদয়ই যে অমূলক তাহাও বলা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে প্রত্যেক জাতির নিয়ম এবং প্রকৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন প্রত্যেক জাতিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ জাতীয়সঙ্গীত আছে এবং যাহার পর নাই তাঁহারা তাহার উপর বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বোধ করি সভ্যগণ! অনেকেই বিদিত আছেন, "সুইস্" জাতিরা স্বদেশীয় পর্ব্বত এবং স্বাধীনতা যেরূপ ভালবাসে,

(১) রোগস্তু দ্বিবিধঃ শারীরো মানসশ্চ। তত্র শারীরো বনস্পত্যাদ্যোষধিভিঃ প্রায়শ্চিত্তাদিভিশ্চ প্রশাম্যতি। মানসস্তু সদ্বাক্য শ্রবণ মদ্য স্বপ্ন সঙ্গীতাদিভিঃ বিজ্ঞান জ্ঞান স্মৃতিধৈর্য্য সমাধিভিশ্চ, প্রশাম্যতি ইতি হারীতঃ॥ যদুক্তঃ পরাশরেণ। গীতবাদ্যযোগুর্ণঃ। মদমূর্চ্ছা ভ্রমতন্দ্রাণাং গীত বাদ্য শ্রবণৈ বিনাশ মেতি॥ যদুক্তং চরকে ক্রোধতঃ কামতো মোহতোজ্বরে গীত বাদ্যয়োঃ শ্রবণং হিতমিতি॥ যদুক্তং চরকে উন্মাদস্য পূর্ব্ব রূপে সঙ্গীত শ্রবণং হিতমিতি॥ জ্বরস্য কাল মেগম্বা চিন্তয়ন্ জ্বর্য্যতেত্তুষঃ তস্যেষ্টৈর্গীতবাদ্যৈশ্চ বিচিত্রৈর্নাশয়েৎ স্মৃতিং ইতি চ॥

জাতীয় সঙ্গীতের প্রতিও তাহাদিগের তদ্রূপ অনুরাগ। ("Ranz des vaches") "রাঞ্জাডি ভাঁচিস্" নামক "সুইস্" দেশীয় যে একটী সৈনিক গান আছে, যখন সুইস্ সেনারা কোন যুদ্ধাদির অনুরোধে ভিন্নদেশে যায়, এবং ঘটনাক্রমে যদি উক্ত গান শ্রবণ করে তখন তাহাদের মন স্বদেশের প্রতি এত বেগে ধাবিত হয়, যে তাহাদিগের মনে আর কিছুই ভাল লাগে না এবং বিদেশীয় কোন কার্য্যের প্রতি তাহারা নিতান্ত হতাদর হয়, না হয়ত এমন পীড়িত হয়, যে একেবারে তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এই কারণে সুইস্ জাতীয় সেনাগণ যাহারা বিদেশীয় রাজ-সৈন্যশ্রেণী মধ্যে বিভক্ত থাকে, সেনাপতিরা তাহাদিগকে সেই মনোরম্য গান করণে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া থাকেন, যদ্যপি হঠাৎ কেহ ঐ গীত গান করে তবে সে বিশেষ দণ্ডনীয় হয়। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে "ফ্রেঞ্চ" জাতির সহিত "প্রুসিয়ান্দের" ঘোর সংগ্রামকালে ("Holde Nacht") "হোল্ডিনাচ্ট্" নামক প্রুসু জাতীয় একটী গীত শ্রবণে "প্রুসিয়ান্" সৈনিকগণ এত বিহ্বল এবং উদাস হইয়া পড়িয়াছিল, যে প্রুস্রিয় সেনাপতি বু কর গীতটী আর গান করিতে একেবারে নিষেধ করিলেন, কথিত গানের সুর মাত্র শ্রবণ করিয়া যে প্রুসিয়েরা তাদৃশ ঔদাস্য এবং হতাশ হইয়াছিল তাহা নহে, উক্ত গীতটীতে যে সকল অতীত ঘটনা স্মরণ-সূচক কতকগুলি ভাব বিন্যস্ত ছিল, সেগুলি শ্রবণে তাহাদের মনের ভাব ঐ রূপ হওয়ার অন্যতর কারণ। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে উত্তর "আমেরিকাস্থ" "কানেডা" প্রদেশের রাজধানীর "কুইবেক্" নগরে ইংরাজ এবং ফ্রেঞ্চ এই উভয় জাতির তুমুল যুদ্ধকালে হঠাৎ একদল ইংরাজ সেনা বিশৃঙ্খল দেখিয়া ইংরাজ সেনাপতি "উল্ফ্" তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারি "ফ্রেজার্" সাহেবকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেনাদের সহসা এরূপ ছিন্ন বিছিন্ন হইবার কারণ কি? তচ্ছ্রবণে উক্ত কর্ম্মচারী সাহেব অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, হে মহোদয় আমার দোষ কি? আমি কি করিব অদ্য প্রভাতে "ব্যাগপাইপ্" নামক বংশীবাদনে নিষেধই এই ঘটনার কারণ, আপনি তো অবগত আছেন, যে হাইলণ্ডীয় সেনারা সংগ্রামকালে উক্ত যন্ত্রদ্বারাই পরিচালিত এবং প্রোৎসাহিত হইয়া থাকে, যদ্যপি ব্যাগপাইপ্ যন্ত্রবাদনে পুনরনুমতিপ্রকাশ হয়, তবে আমার সেনারা আবার পূর্ব্বরূপ হইবে, এবং ভরসা করি তদ্দ্বারা আমাদের সমীহিত

সিদ্ধ হইবারও সম্ভাবনা। অনন্তর প্রধান সেনাপতি ঐই উক্তি শ্রবণে অনুমতি করিলেন যে ব্যাগপাইপ্ বাজান আরম্ভ হউক এবং দেখা যাউক তদ্দারা সেনারা প্রোৎসাহিত হইয়া সংগ্রামে পুনরাগমন করে কি না, এই অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র চারিদিক্ হইতে একেবারে ভেঁপু সকল এমনরূপে নিনাদিত হইয়া উঠিল যে, স্বরশ্রবণ মাত্রই হাইলণ্ডদেশীয় সেনাযূথ একেবারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সিংহনাদ পূর্ব্বক দ্বিগুণতর সাহস এবং সম্পূর্ণ পরাক্রমের সহিত সংগ্রামে পুনঃ প্রবেশ করিল, এবং ৯২গণিত হাইলণ্ড সেনা সম্প্রদায় ফ্রেঞ্চদিগকে অসম সাহসের সহিত ভূয়োভূয়ঃ আক্রমণ করিয়া একেবারে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল, তাহাদের ব্যাগপাইপে এই গান বাদিত হইতেছিল, রে দুর্ব্বৃত্ত ফরাসিস্‌গণ এখনও তোরা জীবিত আছিস্, ফ্রেঞ্চবাহিনীগণ হাইলণ্ডীয়দের অভূতপূর্ব্ব পরাক্রম দর্শনে ক্রমশঃ ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন পরায়ন হইল, পরিশেষে সেই ব্যাগপাইপ্ নামক বংশী বাদ্যের সাহসে সাহসিক হইয়া বলবান্ হাইলণ্ডীয়েরা এই যুদ্ধেতেই জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল। ভগ্নোদ্যম হাইলণ্ড সেনারা স্বদেশীয় ব্যাগপাইপ বংশীর ধ্বনিতে প্রোৎসাহিত হইয়া অনায়াসে বলবান্ ফ্রেঞ্চদিগকে পরাভব করিয়াছিল জাতীয় সঙ্গীতানুরক্তির ইহাও একটী অন্যতর প্রমাণ।

বঙ্গদেশেও এইরূপ উদাহরণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গোৎসব জ্ঞাপক আগমনী গান যে ব্যবহার আছে তাহা যে বঙ্গদেশীয়দের পক্ষে কতদূর চিত্তাকর্ষক ইহা বোধ করি সকলেই বিদিত আছেন, এই আগমনী গানের একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

নলিত (ঋ) (১)। তাল আড়া।

দেখনা নয়নে গিরি, গৌরী আমার গৃহে এলো।
হেরিয়ে ওমুখ শশী, মনের আঁধার দূরে গেল;
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক আর গণপতি;
সিংহ পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান, কোটি চন্দ্রের উদয় হলো।

(১) কোন কোন গায়ক, নলিতে প্রকৃত এবং কড়ি উভয় মধ্যমই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যত পুরবাসিগণ, পুলকে পূর্ণিত মন ;
মঙ্গলারি আগমন, শুনিয়ে ধাইল।
ত্বরায় মেনকা রাণী, করিয়ে মঙ্গলধ্বনি ;
অক্ষত চন্দন আনি, বরণ করিল ॥

আস্থায়ী।

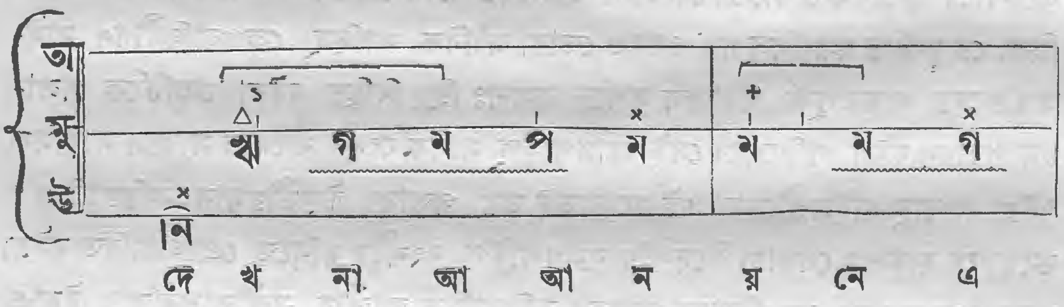

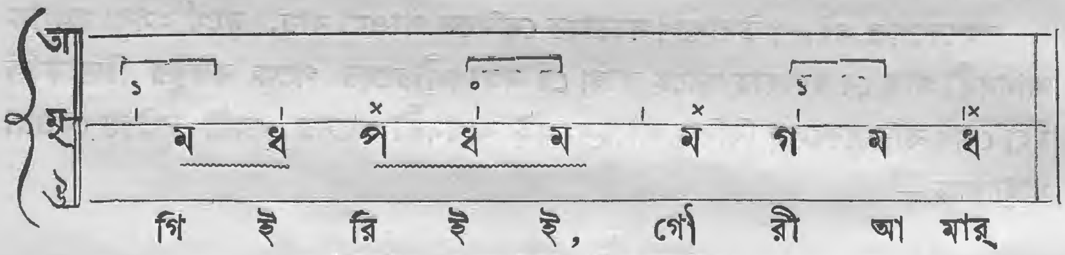

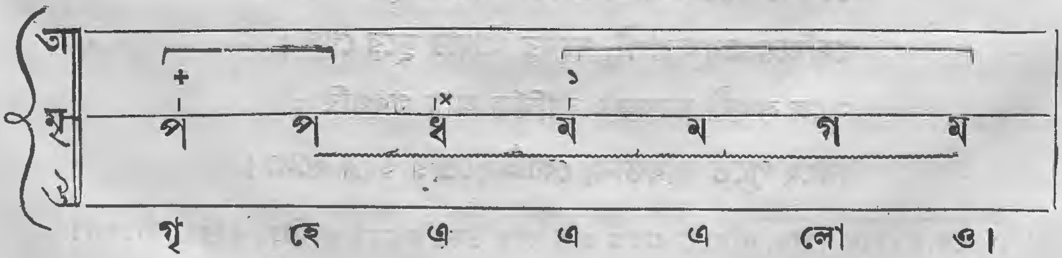

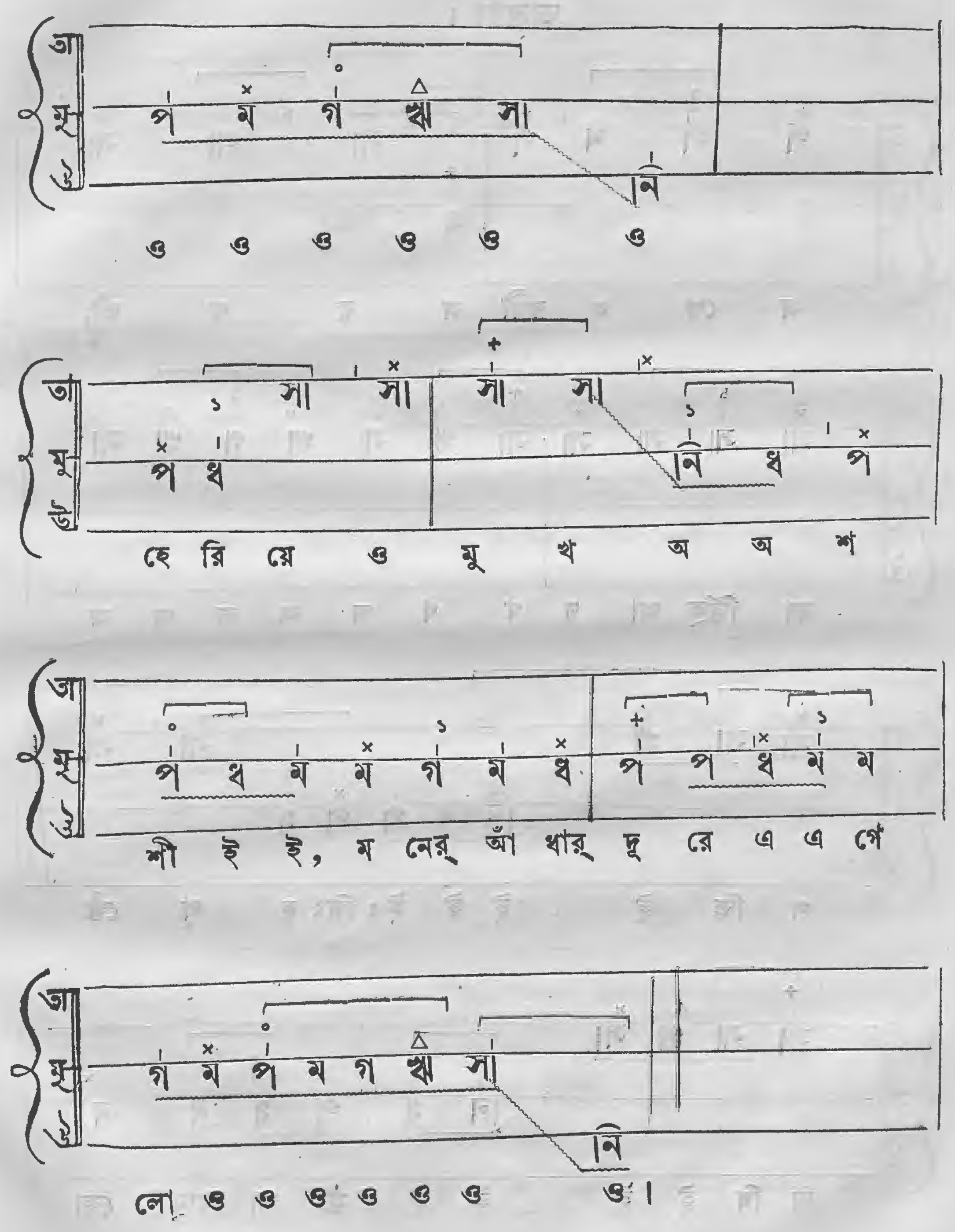
ও ও ও ও ও ও
হে রি য়ে ও মু খ অ অ শ
শী ই ই, ম নের্ আঁ ধার্ দূ রে এ এ গে
লো ও ও ও ও ও ও ও।

অন্তরা।

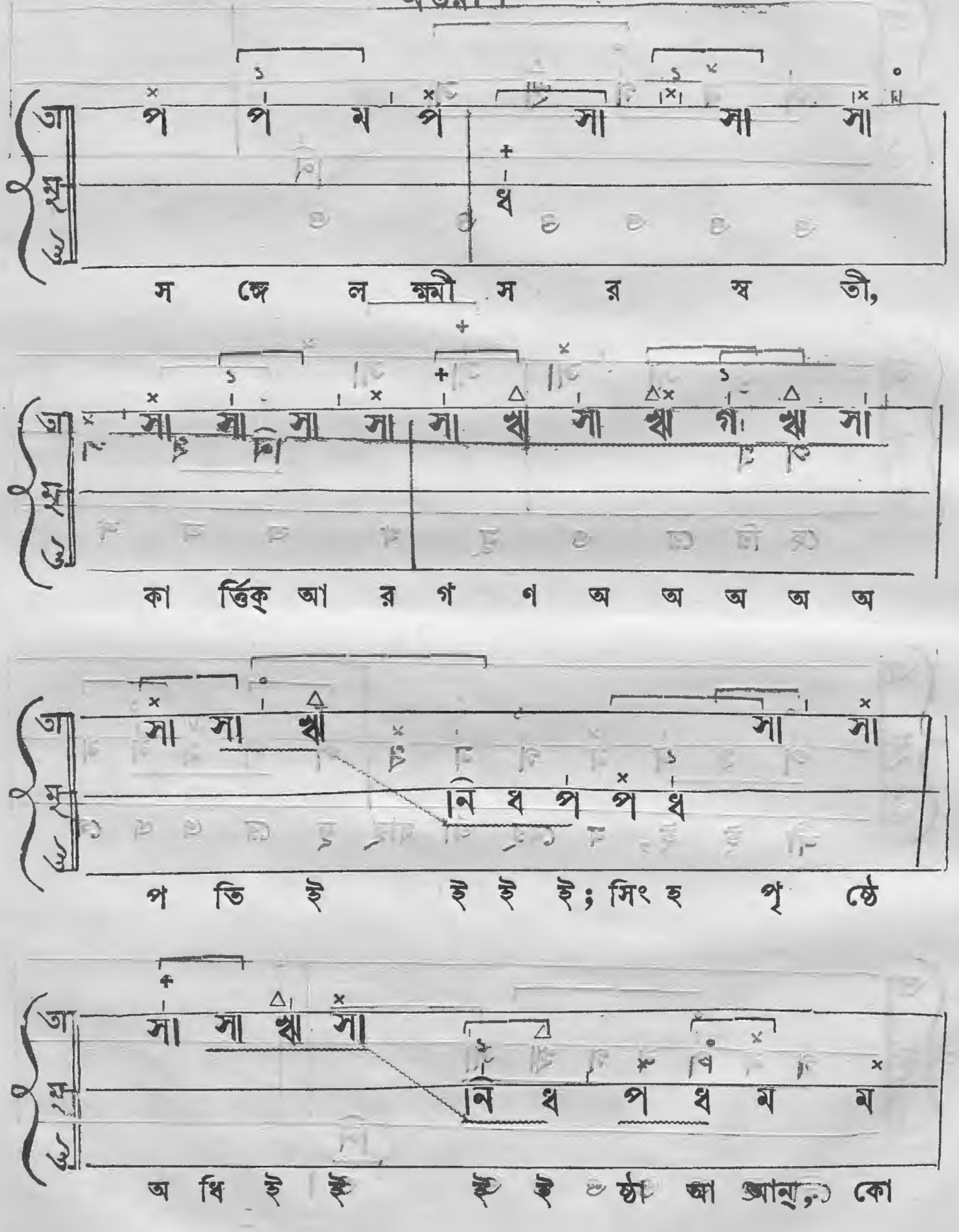
স ঙ্গে ল ক্ষ্মী স র স্ব তী,
কা র্ত্তিক্ আ র গ ণ অ অ অ অ অ
প তি ই ই ই ই; সিং হ পৃ ষ্ঠে
অ ধি ই ই ই ই ষ্ঠা আ আন্ন কো

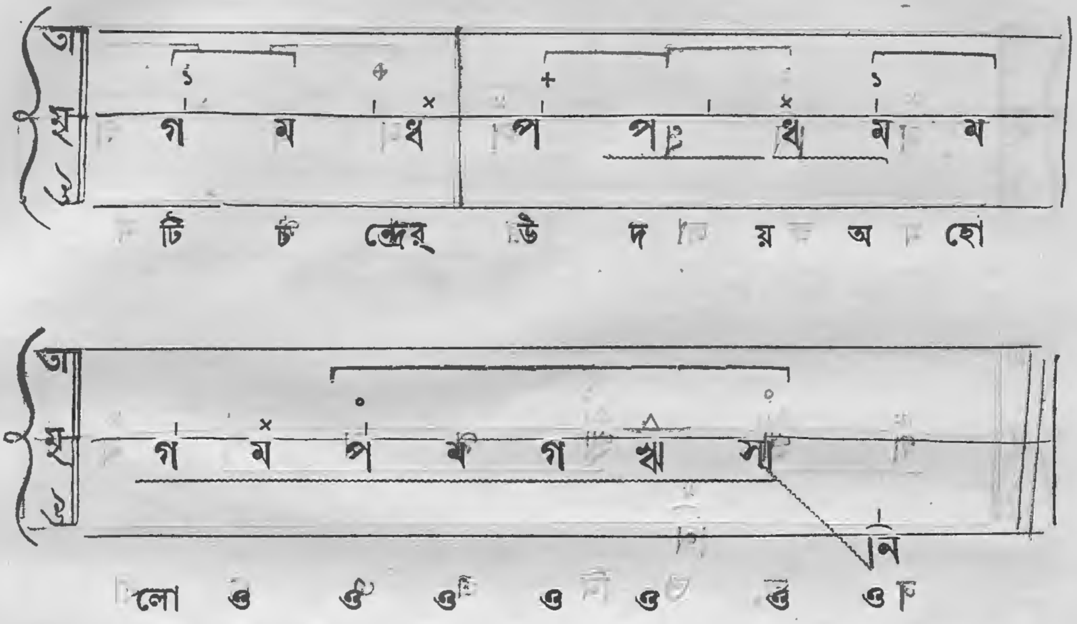

সঞ্চারী।

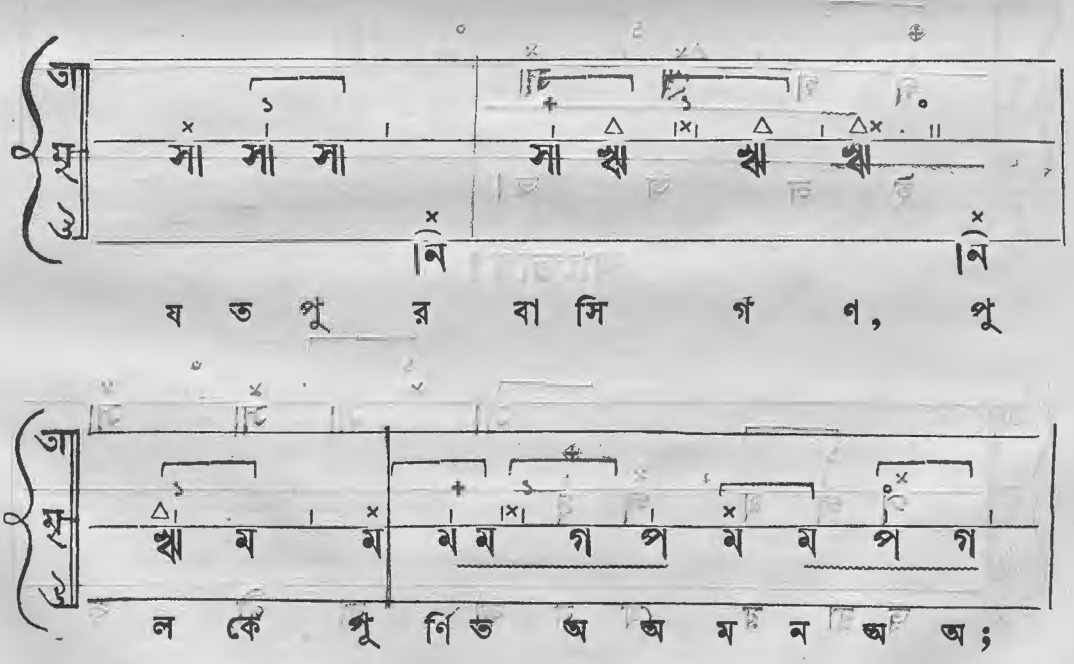

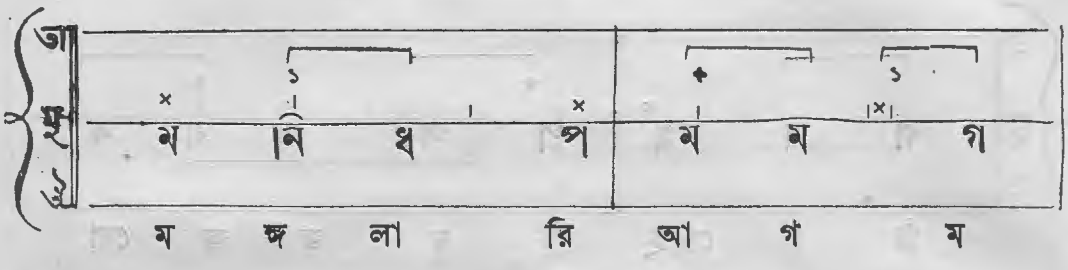
ম নি ধ প ম ম গ
ম ঙ্গ লা রি আ গ ম

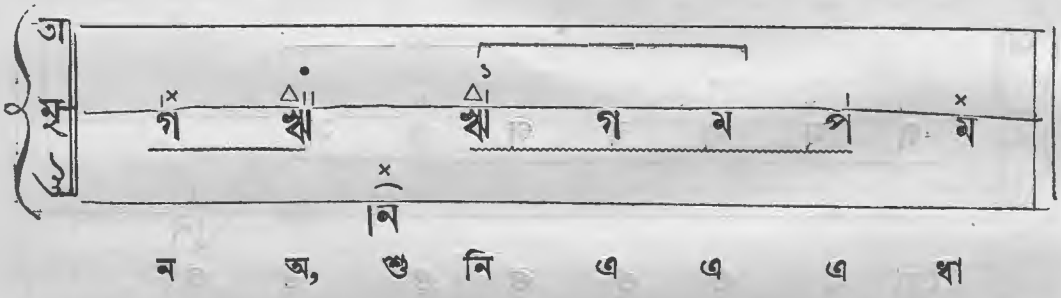
গ ঋ ঋ গ ম প ম
নি
ন অ, শু নি এ এ এ ধা

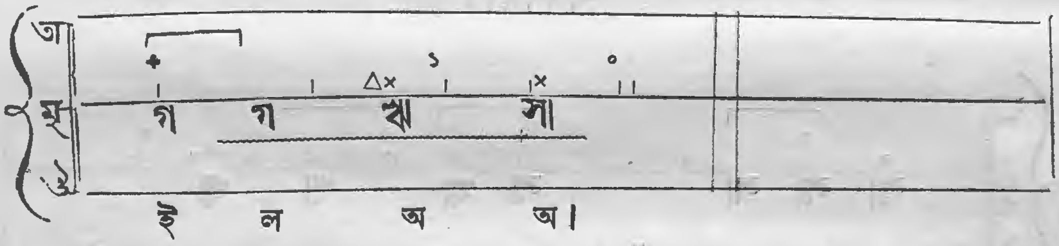
গ গ ঋ সা
ই ল অ অ।

আভোগ।

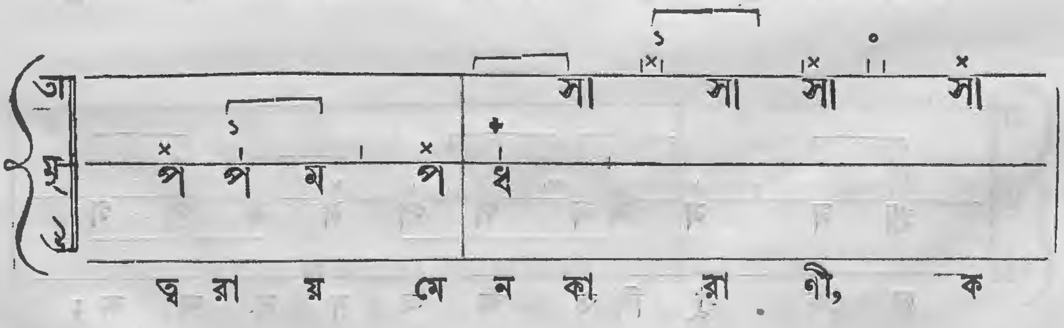
সা সা সা সা
প প ম প ধ
ত্ব রা য় মে ন কা রা ণী, ক

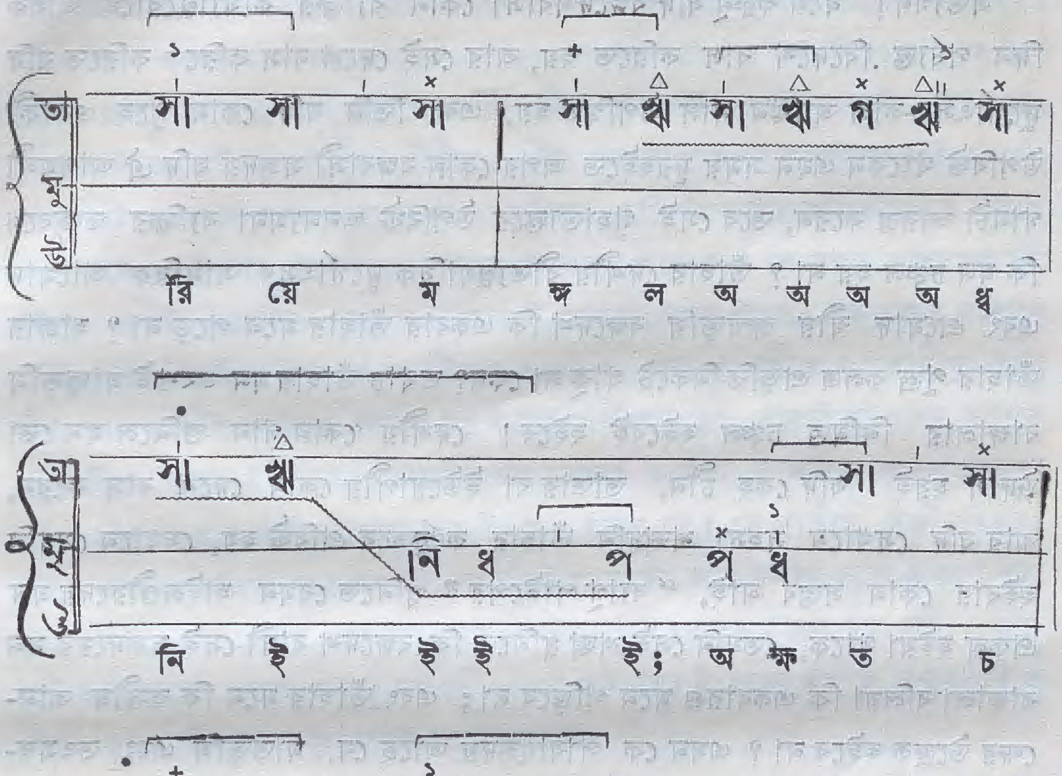
রি য়ে ম ঙ্গ ল অ অ অ অ ধ্ব
নি ই ই ই ই; অ ক্ষ ত চ
ন্দ ন অ অ অ আ নি ই ই; ব
র ণ ক রি লো ও ও ও ও ও ও ও।

সভ্যগণ! মনে করুন্ যদি বঙ্গদেশবাসী কোন ব্যক্তির কার্য্যানুরোধে অধিক দিন পর্য্যন্ত বিদেশে বাস করিতে হয়, আর সেই দেশে বাস করিতে করিতে যদি দুর্গোৎসব-কাল আশ্বিন মাস উপস্থিত হয়, এবং তিনি যদি কোন গৃহে একাকী উপবিষ্ট থাকেন এমন সময় দূরহইতে অপর কোন বঙ্গবাসী সহৃদয় যদি ঐ আগমনী গানটী আরম্ভ করেন, তবে সেই গৃহাভ্যন্তরে উপবিষ্ট অনন্যমনা ব্যক্তির তচ্ছ্রবণে কি মন চঞ্চল হয় না? তাঁহার দেশীয় রীত্যনুযায়িক দুর্গোৎসব সাময়িক আমোদ এবং প্রমোদ স্বীয় জন্মভূমি বঙ্গদেশ কি একবার তাঁহার মনে পড়ে না? হাজার তাঁহার পুত্র কলত্র প্রভৃতি নিকটে থাক্ না কেন? তথাচ তাঁহার মন অবশ্যই মাতৃভূমি বাঙ্গালার নিমিত্ত চঞ্চল হইবেই হইবে। দেশীয় কোন গান শুনিলে মন তো উদাস হয়ই যদি কেহ চীন, তাতার বা ইউরোপীয় কোন দেশে বাস করেন, আর যদি সেখানে সহসা শঙ্খধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, যেখানে সেধ্বনি হইবার কোন সম্ভব নাই, "ব্যাগ্ পাইপের" ধ্বনিতে যেমন হাইলণ্ডীয়দের মন প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তেমনি সেই শঙ্খ ধ্বনিতে কি বঙ্গদেশ বাসী সেই সহৃদয়ের মন বাঙ্গালা বলিয়া কি একবারও মনে পড়িবে না; এবং তাঁহার মনে কি অসীম আনন্দের উদ্রেক হইবে না? এমন কে পাষাণহৃদয় আছে যে, মাতৃভূমি এবং তৎসম্বন্ধীয় আবাল পরিচিত বিষয়বর্গের প্রতি স্নেহ না করে? সভ্যগণ? এতৎ সম্বন্ধে আমি আর অধিক বাচালতা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি ইহা আপনারা সকলেই স্বয়ং বিবেচনা করণে সক্ষম।

সুসভ্য দেশ মাত্রেই জাতীয় সঙ্গীতের বিশেষ অনুমোদন এবং তাহার সমুন্নতি সাধন-চেষ্টা বিধিমত হইতেছে। হে মাতঃ ভারতভূমি!!! আক্ষেপের বিষয়, ১৭৯২ শকাব্দী গত হয়, সভ্যতা বৃদ্ধি সূচক ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রাদি আন্দোলিত হইতেছে, কিন্তু তোমার কোন সুসন্তানকে আজিও জাতীয় সঙ্গীত সমুন্নতির চেষ্টা করিতে দেখিতে পাই না।

জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষার যে কতদূর মহোপকারিতা এবং আবশ্যকতা তাহা আমি কত বলিব, ভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত, সহসা আমরা শ্রবণ করিলে যদি আমাদের ভাল না লাগে, কিন্তু যাহারা তাহা আপনার জাতীয় গীত বলিয়া গান করিয়া থাকে, তাহাতে অবশ্যই তাহাদের মনে বিশেষ হর্ষের উদ্রেক হয়ই, আরও আশ্চর্য্যের বিষয়

এই, জাতীয় সঙ্গীত যতই সহজ এবং প্রচলিত হয়, ততই মনোরঞ্জক এবং মনের স্বরূপ ভাব প্রকাশক হইয়া থাকে; এবিষয় এস্থলে প্রতিপন্ন করা নিতান্ত দুরূহ নহে কে না জানেন। গো এবং মেষ পালকগণ স্বীয় পাল লইয়া যাইতে যাইতে সৈন্যগণ যুদ্ধে যাইতে যাইতে গোশকটজীবীগণ স্বীয় শকটোপরি গমন করিতেকরিতে এবং শ্রমজীবী কৃষকগণ স্ব স্ব কার্য্য করিতে করিতে অতিশয় হর্ষের সহিত সময়ে সময়ে আপনাদের মানসিক ভাব প্রকাশ সূচক যে সকল গান করে সে সকল তাহাদের মন হইতে স্বতই উদ্ভাবিত হয়, এবং তাহাই তাহারা ভাল বাসে, এই সকল গান যে সহজ এবং প্রচলিত ইহা কে না স্বীকার করেন? ফলতঃ সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণ সুর, রাগ, তাল প্রভৃতি চালনা বিষয়ে যত মনোযোগী হন্ এবং তাহাই সংসাধন নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি তাহাতে যত চালনা করেন, মানসিক কোন শুদ্ধ বা নূতন ভাব প্রকাশ জন্য তাঁহারা তত উৎসুক হয়েন না। যে জাতীয় সঙ্গীতবিদ্যা-দ্বারা দেশ প্রচলিত সুর লয়াদি সমাবিষ্ট মনোগত ভাব যথার্থ রূপে প্রকাশ করা যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই পরে অন্যান্য দেশীয় সঙ্গীতের অনুশীলন করা সঙ্গীত কুতূহলী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এরূপ অন্যান্য ইংরাজি সঙ্গীত গ্রন্থকর্ত্তারাও অনেক স্থানে স্বীকার করিয়াছেন।

জারমান রাজ্যের অন্তঃপাতি "বেভিরিয়া" প্রদেশস্থ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা "গ্লোক" বাল্যকালাবধি জাতীয় সঙ্গীতে উত্তমরূপে সুশিক্ষিত হইয়া পরে ইউরোপীয় নানা দেশগত উত্তমোত্তম স্বরাদি সংগ্রহণানন্তর কত প্রকার সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য গীত রচনা করিয়া অসীম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যদ্যপি জাতীয় সঙ্গীতে প্রথমে উত্তমরূপে তিনি উপদিষ্ট না হইতেন, তবে তাঁহার পক্ষে এতদূর যশোলাভ সুকঠিন হইত, জাতীয় সঙ্গীত প্রণালী শুদ্ধ এবং পরিষ্কৃত রূপে জানা না থাকিলে, ভিন্ন জাতীয় স্বরাদি লইয়া তাহার সহিত মিশ্রিত করণানন্তর উৎকর্ষ সাধন করা সুদূরপরাহত।

যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, তাহাকে পরিশুদ্ধ রূপে উন্নত করিতে গেলে তদ্ বিষয়ের মর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রথমে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। যদ্যপি উন্নতোদ্দিষ্ট বিষয়টী গূঢ়রূপে জানা না থাকে, তবে বিষয়ান্তর হইতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ স্থির করা কতদূর সম্ভবে, সভ্য মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন্। জাতীয় সঙ্গীত সমা-

লোচনা করা যে শুদ্ধ সঙ্গীত কুতূহলী ব্যক্তিদিগেরই অবশ্য কর্ত্তব্য এমন নহে, যাঁহারা শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ সন্নিবিষ্ট লব কুশ চরিত্র, কৃষ্ণলীলা, জয়দেব প্রণীত মহাকাব্য গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্গীতের এত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যে যদ্যপি আমাদিগের সঙ্গীত রস উত্তম রূপে জানা না থাকে, তবে কথিত গ্রন্থনিচয়ের রসাস্বাদন করিয়া আশার অতিরিক্ত তৃপ্তি লাভ করা দুঃসাধ্য।

কোন সঙ্গীতানভিজ্ঞ কাব্যরস প্রিয়ের জয়দেব পাঠ করিতে করিতে মনে অসীম হর্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু জয়দেব সন্নিবিষ্ট যদ্যপি এমন কোন একটী শ্লোক দেখিতে-পান যাহা কোন রাগ বিশেষ দ্বারা গান করিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত কাব্য প্রিয় মহাশয়ের সেই রাগটীর স্বরগ্রাম জানা না থাকা এবং উহা যথারীতিক্রমে গান করণে অক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত গ্রন্থের ভাবাদি পাঠে অসীমলব্ধতৃপ্তি তাঁহার মন সেই সময় কি কিছু মলিন হয় না? তাঁহার মনে অবশ্যই এরূপ ভাবের উদয় হইবে যে যদ্যপি শ্লোকটী যথা রাগে রীতি পূর্ব্বক গান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ করি অপেক্ষাকৃত অনেক সুখানুভব হইতে পারিত, একথা কোন্ সহৃদয় না স্বীকার করিবেন?। বরঞ্চ কৌতূহলী সভ্য মহাশয়দের তৃপ্তির জন্য গীত গোবিন্দের অন্তর্গত দশাবতারের লীলা বর্ণন সূচক পদাবলী সমগ্র প্রথমে একবার পাঠ করিয়া শুনাই।

পাঠ —

(১) প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং।
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥

(২) ক্ষিতি রতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরণি ধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপ রূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

(৩) বসতি দশন শিখরে ধরণী তব নগ্না
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত শূকর রূপ
জয় জগদীশ হরে॥ ৭॥
(৪) তব কর কমলবরে নখ মদ্ভুত শৃঙ্গং
দলিত হিরণ্য কশিপু তনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃত নরহরি রূপ
জয় জগদীশ হরে॥ ৮॥
(৫) ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন
পদ নখ নীরজনিত জন পাবন।
কেশব ধৃত বামন রূপ
জয় জগদীশ হরে॥ ৯॥
(৬) ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে জগদপগত পাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভবতাপং।
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ
জয় জগদীশ হরে॥ ১০॥
(৭) বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ং
দশমুখ মৌলিবলিং রমণীয়ং।
কেশব ধৃত রাম শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ ১১॥
(৮) বহসি বপুষি বিষদে বসনং জলদাভং
হলহতি ভীতিমিলিত যমুনাভং।
কেশব ধৃত হলধর রূপ
জয় জগদীশ হরে॥ ১২॥
(৯) নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি জাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে॥ ১৩॥

(১০) ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূম কেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব ধৃত কল্কি শরীর
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৪ ॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদিত মুদারং
শৃণু শুভদং সুখদং ভবসারং।
কেশব ধৃত দশবিধ রূপ
জয় জগদীশ হরে ॥ ১৫ ॥

দেখুন দেখি এই শ্লোকটী শ্রবণে আপনাদিগের মনে কিঞ্চিৎ ভক্তিরসের উদ্রেক হইয়াছে কি না? আবার শুনুন ঐ শ্লোক কএকটী স্বর বিন্যাস দ্বারা শ্রবণ করান যাইতেছে, কেবল শ্লোক পাঠ শ্রবণাপেক্ষা স্বরযোগে ঐ শ্লোক কএকটী গীত শুনিলে মনে অধিক তৃপ্তি এবং ভক্তির উদ্রেক হয় কি না? ।

ভৈরবী। (নি, ঋ, গ, ধ) সম্পূর্ণ।

ঢিমে তেতালা।

আস্থায়ী।

তা										
মু	নি	নি	নি	ধ	নি	ধ	নি	ধ	নি	নি
উ										
	জ	য়	জ	গ	দী	ই		ই	শ	হ

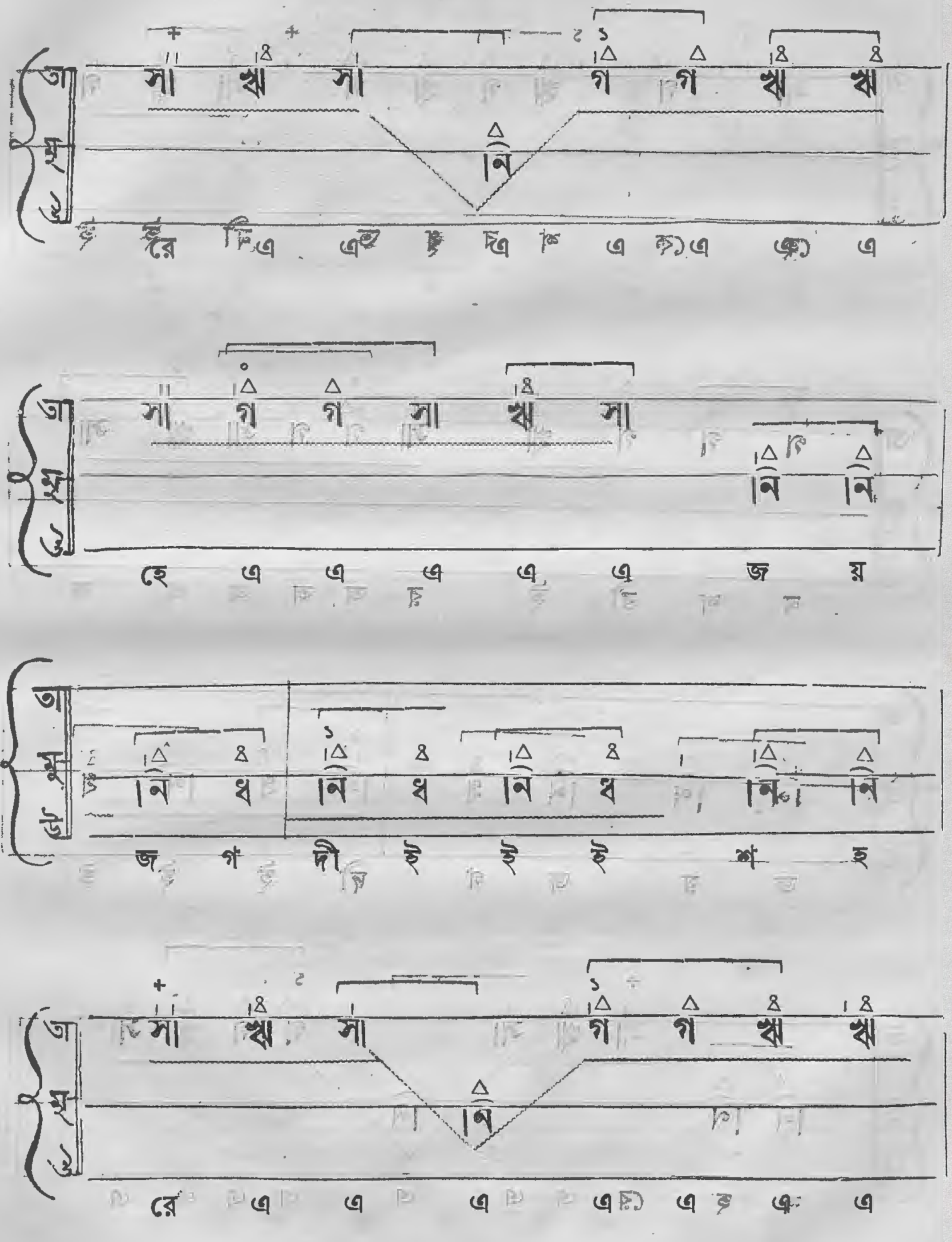
সা ঋ সা নি গ গ ঋ ঋ
সা গ গ সা ঋ সা নি নি
হে এ এ এ এ এ জ য়
নি ধ নি ধ নি ধ নি নি
জ গ দী ই ই ই শ হ
সা ঋ সা নি গ গ ঋ ঋ

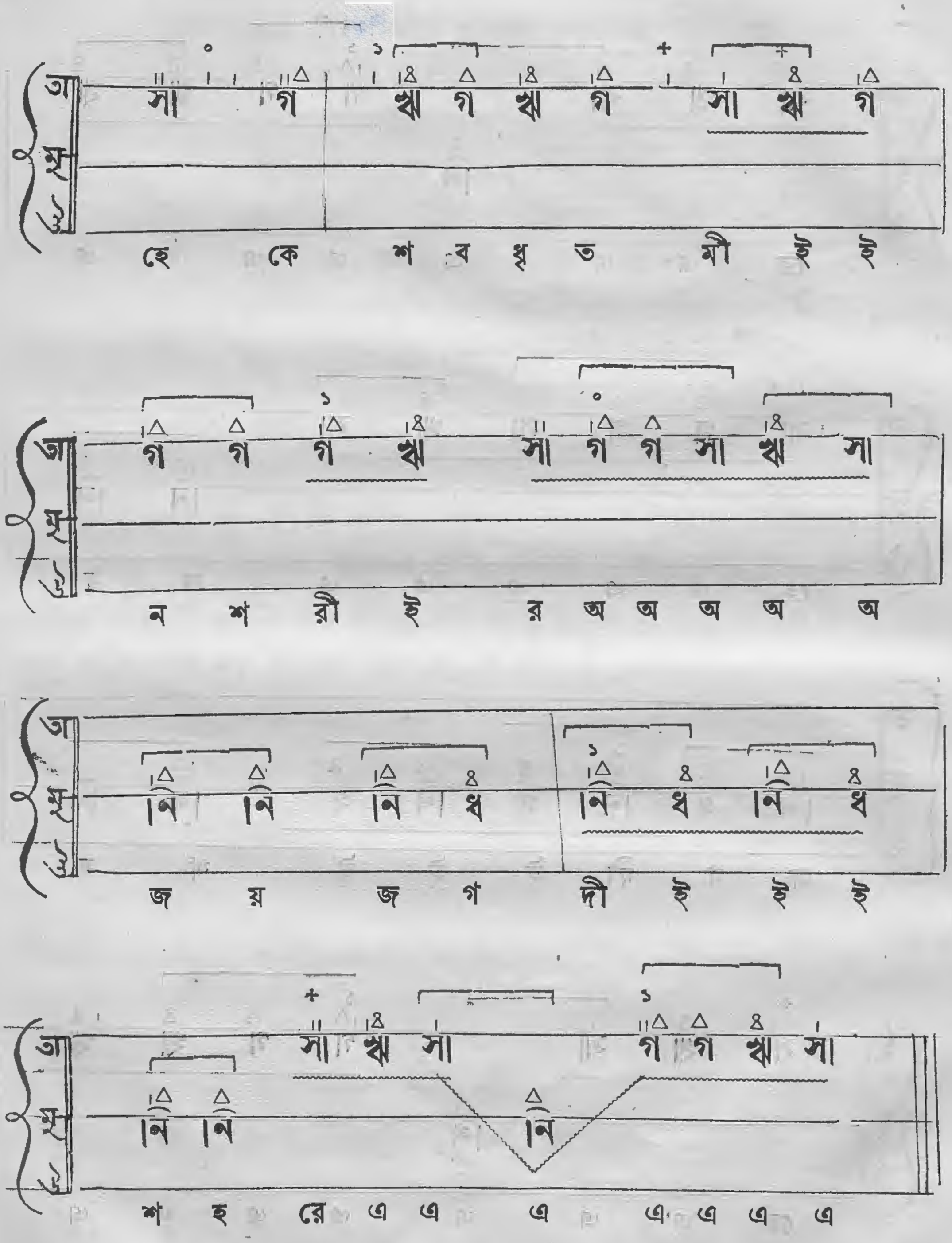
সা গ ঋ গ ঋ গ সা ঋ গ
হে কে শ ব ধ্বু ত মী ই ই
গ গ গ ঋ সা গ গ সা ঋ সা
ন শ রী ই র অ অ অ অ অ
নি নি নি ধ নি ধ নি ধ
জ য় জ গ দী ই ই ই
সা ঋ সা গ গ ঋ সা
নি নি নি
শ হ রে এ এ এ এ এ এ এ

অন্তরা।

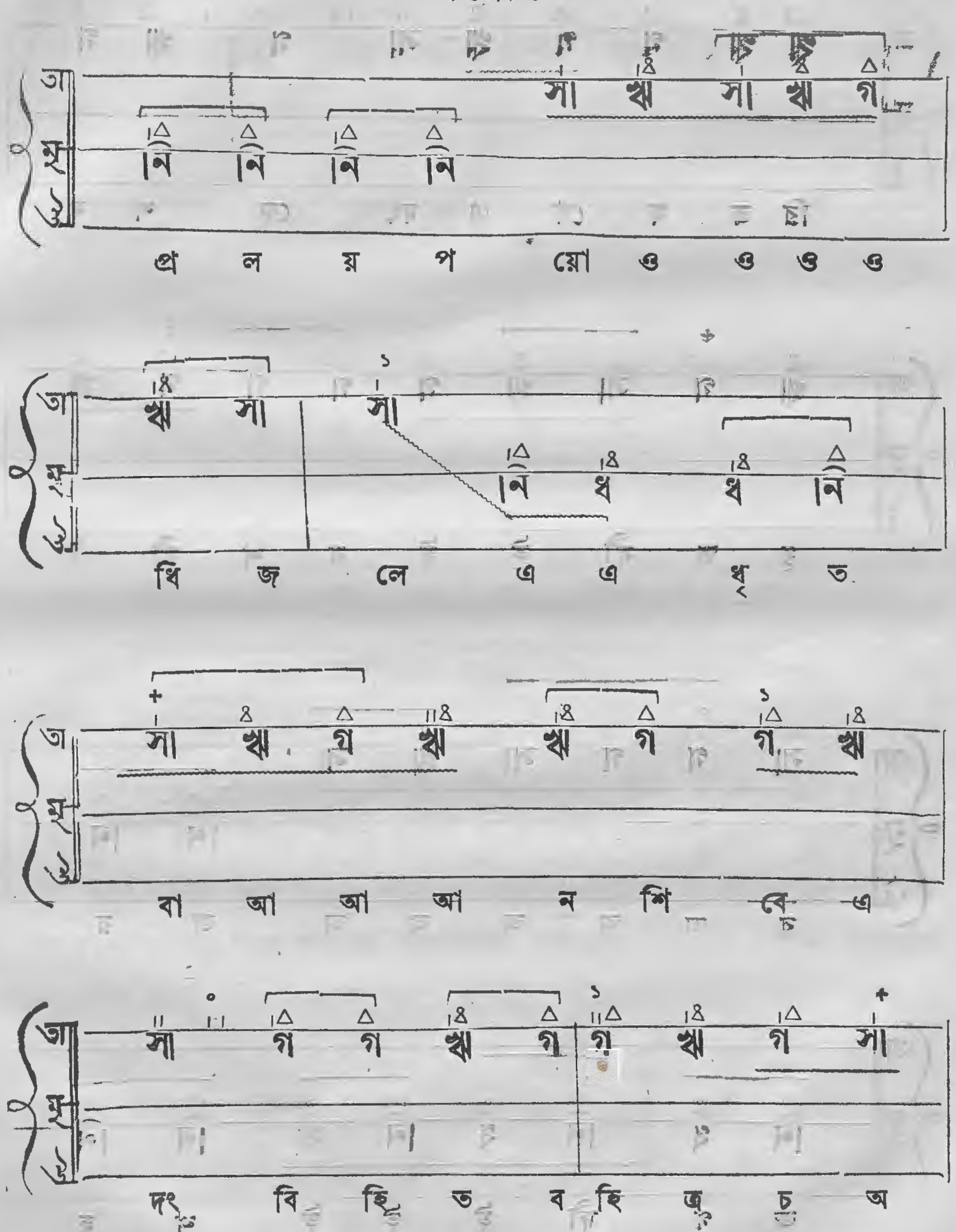

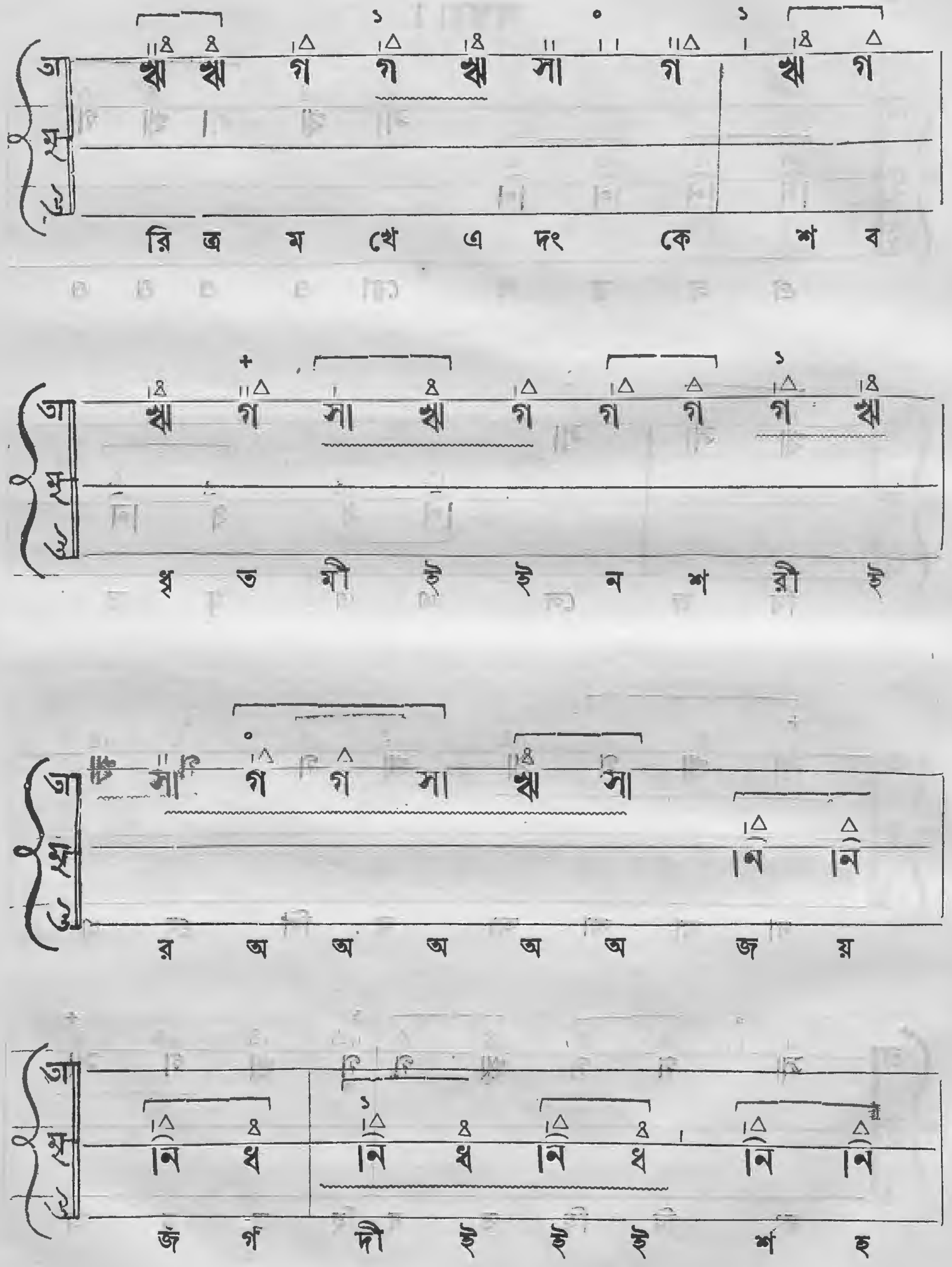
ঋ ঋ গ গ ঋ সা গ ঋ গ
রি ত্র ম খে এ দং কে শ ব
ঋ গ সা ঋ গ গ গ গ ঋ
ধৃ ত মী ই ই ন শ রী ই
সা গ গ সা ঋ সা নি নি
র অ অ অ অ অ জ য়
নি ধ নি ধ নি ধ নি নি
জ গ দী ই ই ই শ হ

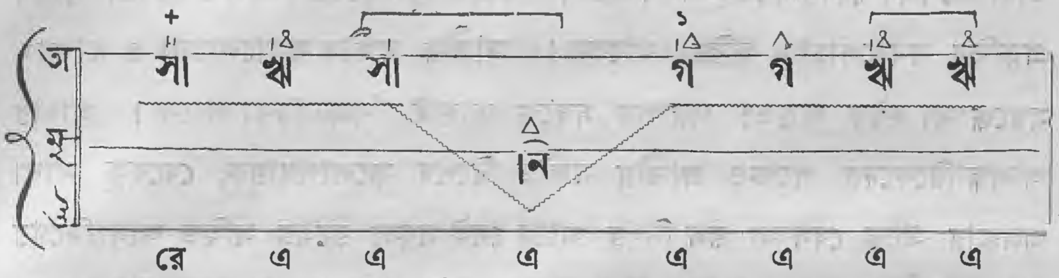

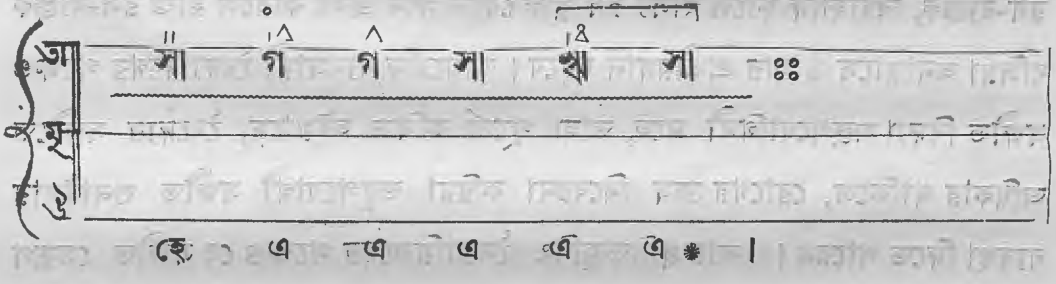

কাব্যশাস্ত্রের সহিত সঙ্গীতের সম্বন্ধ প্রসিদ্ধ-কবি-সেক্‌স্‌পিয়ার্, হুকার, মিল্‌টন্, পোপ্ প্রভৃতি অনেক স্থানে স্বীকার করিয়াগিয়াছেন, এবং ছন্দস্তত্ত্বদর্শীদের পক্ষে সঙ্গীতের মহোপকারিতা কতদূর আছে, তাহার ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ রত্নাকর, রত্নাবলী প্রভৃতিতে অনেক পাওয়া যায়, এই হেতু কাব্যশাস্ত্র ব্যবসায়ীদের পক্ষে সঙ্গীত শিক্ষা অতীব কর্ত্তব্য। আবার সঙ্গীতের সহিত মানব প্রকৃতির এত সম্বন্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পরের ভাব এবং চরিত্রের কতদূর বিভিন্নতা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের একতা আছে, জাতীয় সঙ্গীত উত্তম রূপে জানা থাকিলে, ইহাও অবধারণ করা যাইতে পারে। অতএব জাতীয় সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের প্রকৃতির পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অনুসন্ধান করা সঙ্গীতবিৎদিগের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয় এথ্‌নলজিষ্ট্ (*Ethnologists*) অর্থাৎ নৃতত্ত্ববিৎদিগের পক্ষে

* এই গীত বা শ্লোকের অবশিষ্ট ভাগ গুলি লিখিত স্বরলিপির নিয়মে গীত হইবে।

তাহা অপেক্ষা কোন মতেই অল্প নহে। কারণ নৃতত্ত্বজ্ঞেরা জাতিবিশেষে মানব প্রকৃতির সমালোচনা করিয়া থাকেন। জাতীয় সঙ্গীত সমালোচনা ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক অন্ততঃ পরম্পর সম্বন্ধে তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকে। আবার আলঙ্কারিকেদের পক্ষেও জাতীয় সঙ্গীত বিশেষ ফলোপধায়ক, যেহেতু নানা অলঙ্কার গ্রন্থে যেসকল রস নির্ণয় আছে সেই সকল রসের সহিত আমাদিগের রাগ রাগিণীর অনেক সম্বন্ধ দেখা যায়। যদি কেহ কোমলস্বরে গান করেন, আলঙ্কারিক সঙ্গীতবিৎ হইলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ঐ গানটী করুণা-রস-ব্যঞ্জক, বিবাহাদি কালে হাস্য-রস যুক্ত কোন গান শ্রবণ করিলে হাস্য রস-ব্যঞ্জক বলিয়া অনায়াসে তাঁহার প্রতীয়মান হইবে। আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী বৈদ্যদিগের পক্ষেও সঙ্গীত বিদ্যা অনুপযোগিনী নহে, তাহা পুর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বৈদ্যের সঙ্গীতে অধিকার থাকিলে, রোগের ক্রম বিবেচনা করিয়া তদুপযোগী সঙ্গীত শুনাইবার ব্যবস্থা দিতে পারেন। আর ধ্বনিতত্ত্ববিৎ নৈয়ায়িকদের পক্ষেও যে সঙ্গীত সেরূপ নয় এমন বলা যায় না, যেহেতু ধ্বনি সমূহের মধ্যে কোন্‌টী সুমধুর বা কর্কশ কোন্‌টী স্থূল বা সূক্ষ্ম তাহার স্থিরীকরণে সঙ্গীত বিদ্যা দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে। বৈদান্তিক দিগের পক্ষেও সঙ্গীত অপ্রয়োজনীয় নহে, ইহার ভূরি প্রমাণ রত্নাকরাদি সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আর বেদ মাত্রই সঙ্গীত সম্বদ্ধ, বেদ যে কি প্রকার স্বরযোগে গীত হইয়া থাকে সারঙ্গরাগে তাহারই একটী উদাহরণ কৌতুহলী সভ্য মহাশয়দের তৃপ্তি সাধন জন্য শোনান যাইতেছে—

বৈদিক উদাহরণ।

রাগ সারঙ্গ।

ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং।

উতামৃত ত্বস্যেশানো যদন্যেনাতি রোহতি॥১॥

ওঁ এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ২॥
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব মুদেৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবৎ পুনঃ।
ততোবিশ্বং ব্যাক্রামৎ শাসনানশনে অভি। ৩॥
ওঁ ততো বিরাড় জায়ন্ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাৎ ভূমি মথোপুরঃ। ৪॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃশদাজ্যং।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চয়ে। ৫॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত। ৬॥
ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচোভয়াদতঃ।
গাবোহ যজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎজাতা অজাবয়ঃ। ৭॥

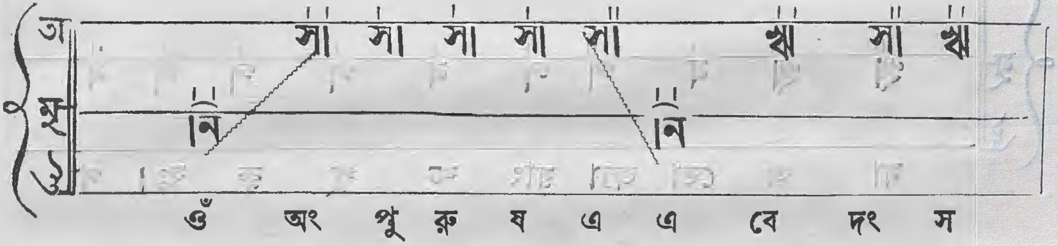

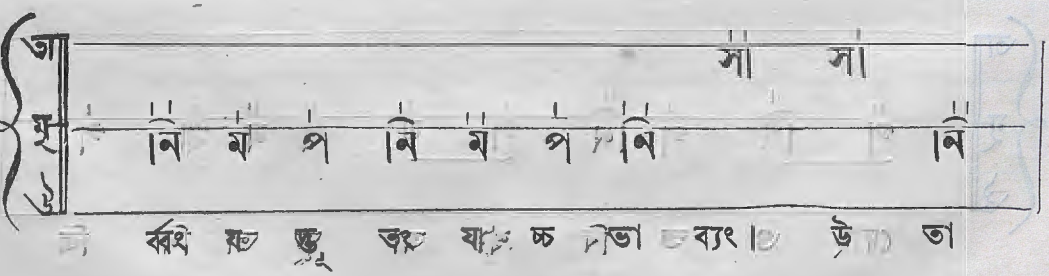

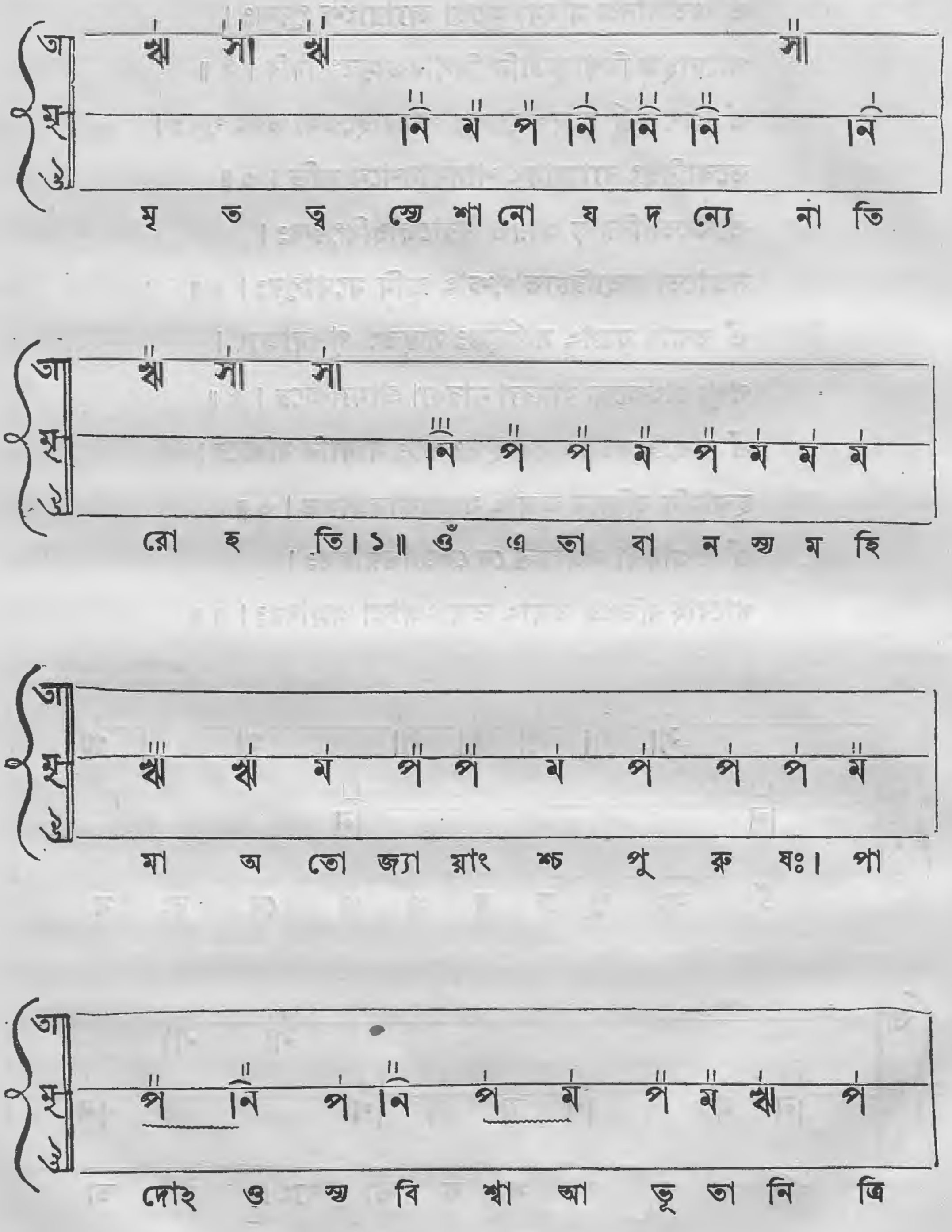
মৃ ত ত্ব স্মে শা নো য দ ন্যে না তি
রো হ তি। ১॥ ওঁ এ তা বা ন স্য ম হি
মা অ তো জ্যা য়াং শ্চ পু রু ষঃ। পা
দোঽ ও স্য বি শ্বা আ ভূ তা নি ত্রি

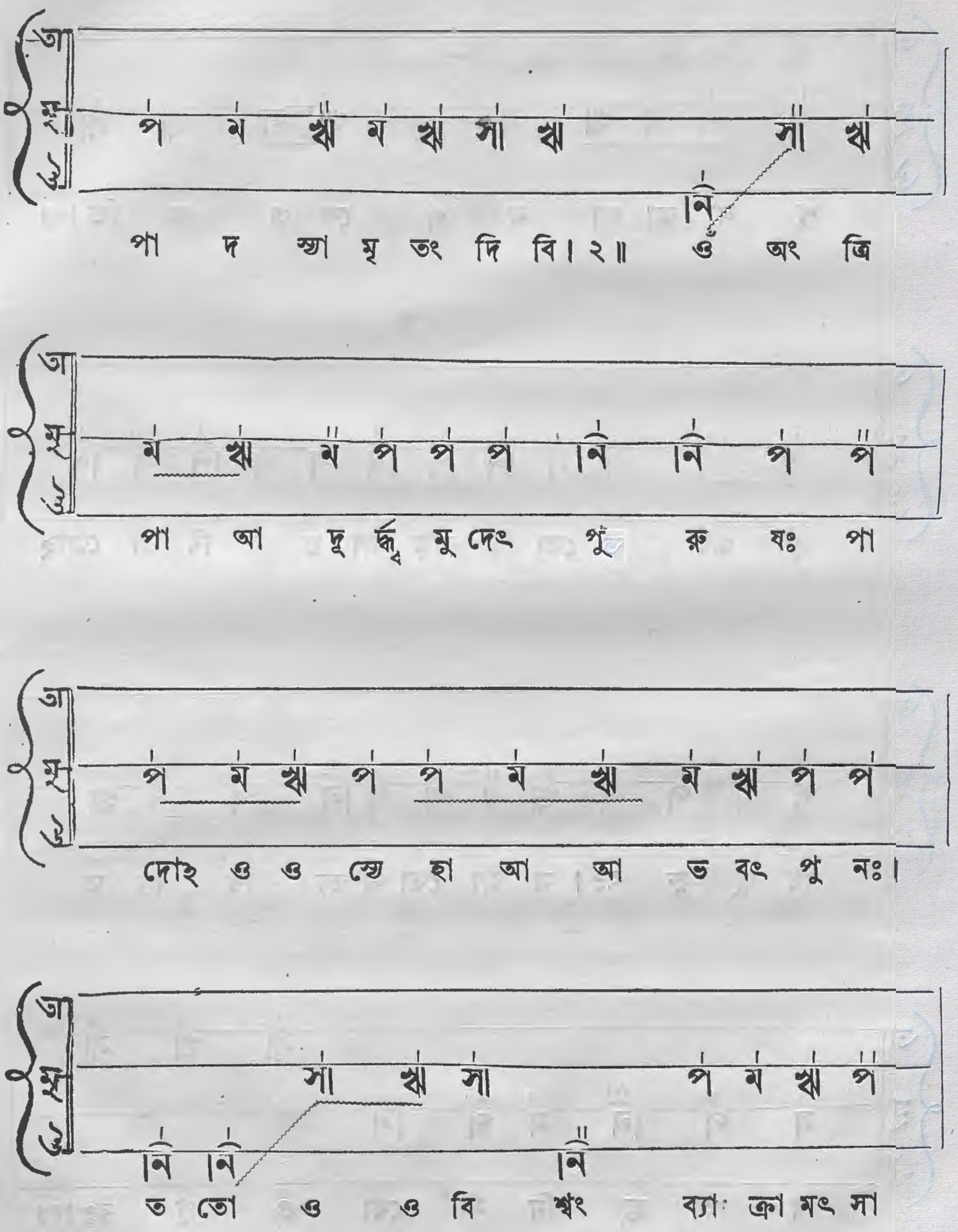
তা
ম
উ
প ম ঋ ম ঋ সা ঋ সা ঋ
নি
পা দ স্বা মৃ তং দি বি। ২॥ ওঁ অং ত্রি
ম ঋ ম প প প নি নি প প
পা আ দূ র্দ্ধ্ব মু দেৎ পুঁ রুঃ ষঃ পা
প ম ঋ প প ম ঋ ম ঋ প প
দোহ ও ও স্যে হা আ আ ভ বৎ পু নঃ।
সা ঋ সা প ম ঋ প
নি নি নি
ত তো ও ও বি শ্বং ব্যা ক্রা মৎ সা

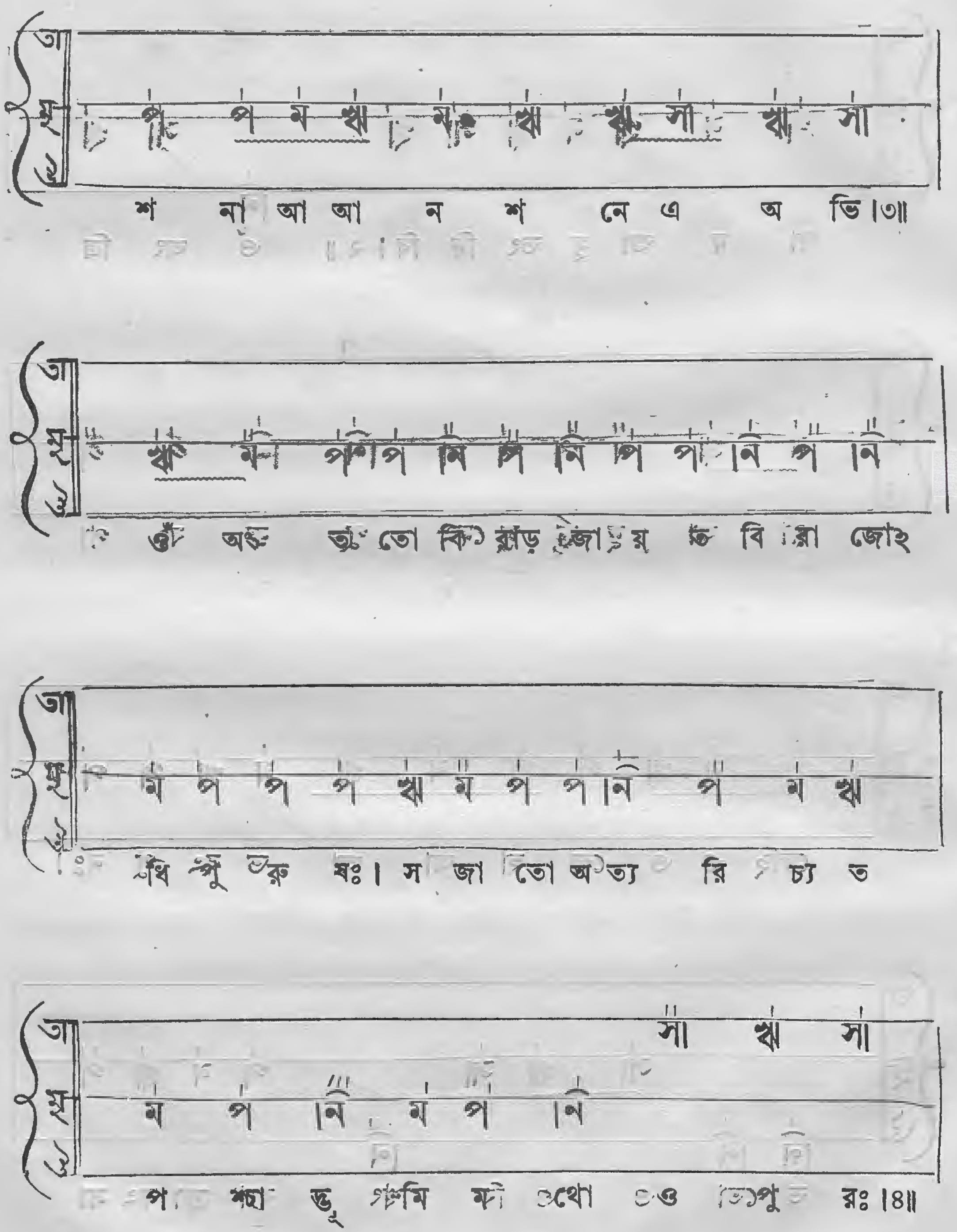

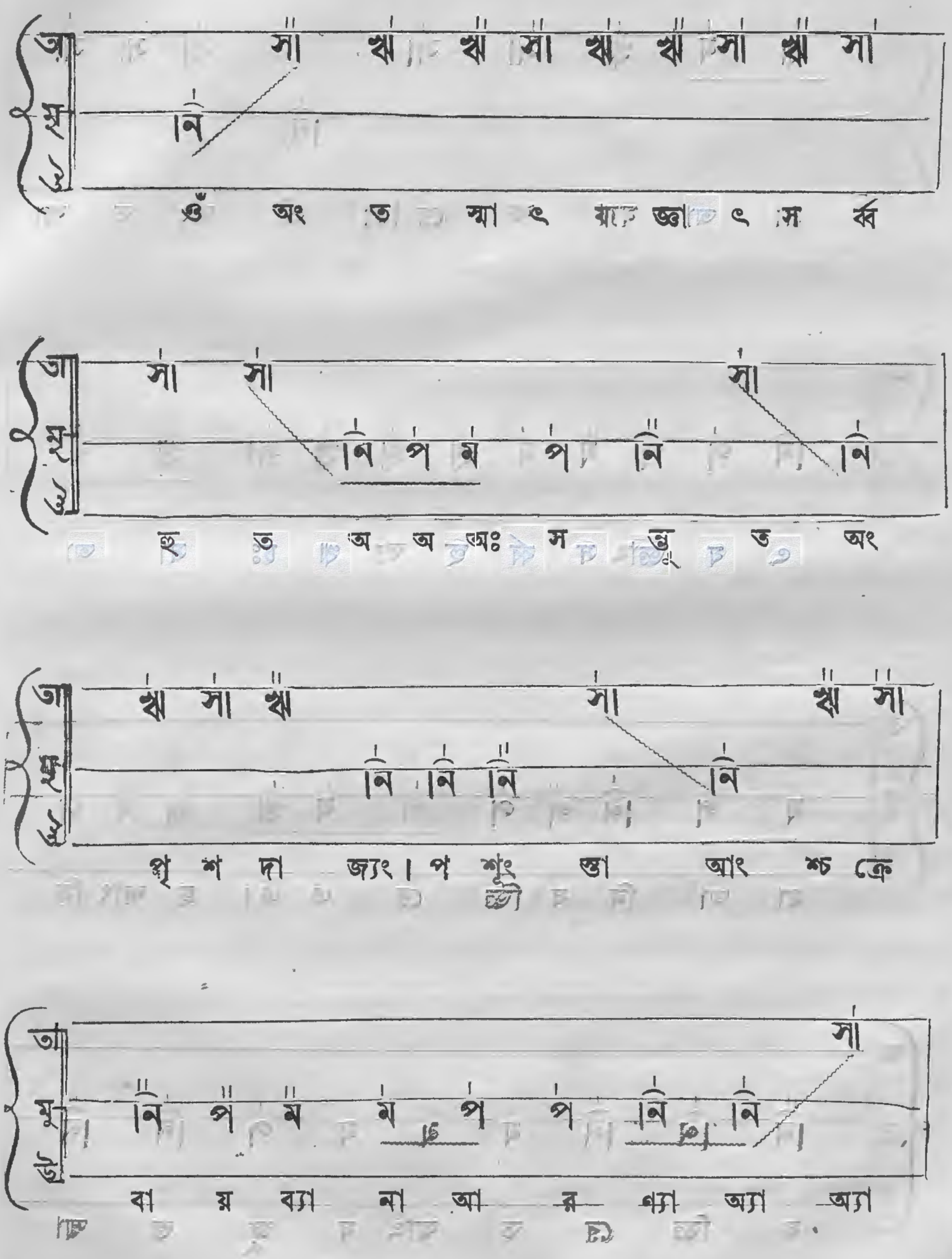
ওঁ অং ত স্মা ৎ যৎ জ্জা ৎ স র্ব্ব
হু ত অ অ অঃ স ম্ভু ত অং
পৃ শ দা জ্যং। প শূং স্তা আং শ চ ক্রে
বা য় ব্যা না আ র ণ্যা অ্যা অ্যা

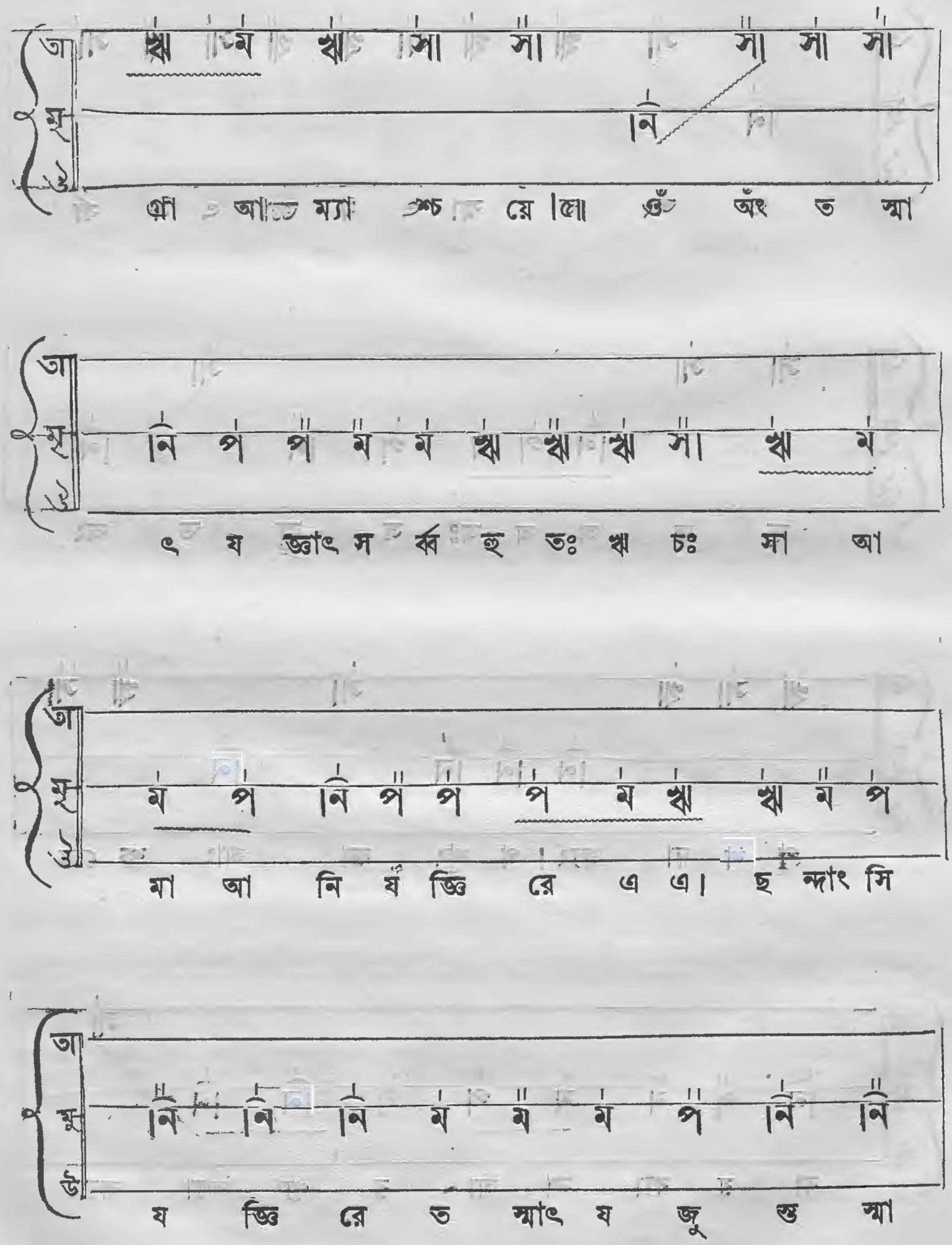
ৎ য জ্জাৎ স র্ব্ব হু তঃ ঋ চঃ সা আ
মা আ নি য জ্ঞি রে এ এ। ছ ন্দাং সি
য জ্ঞি রে ত স্মাৎ য জু স্ত স্মা

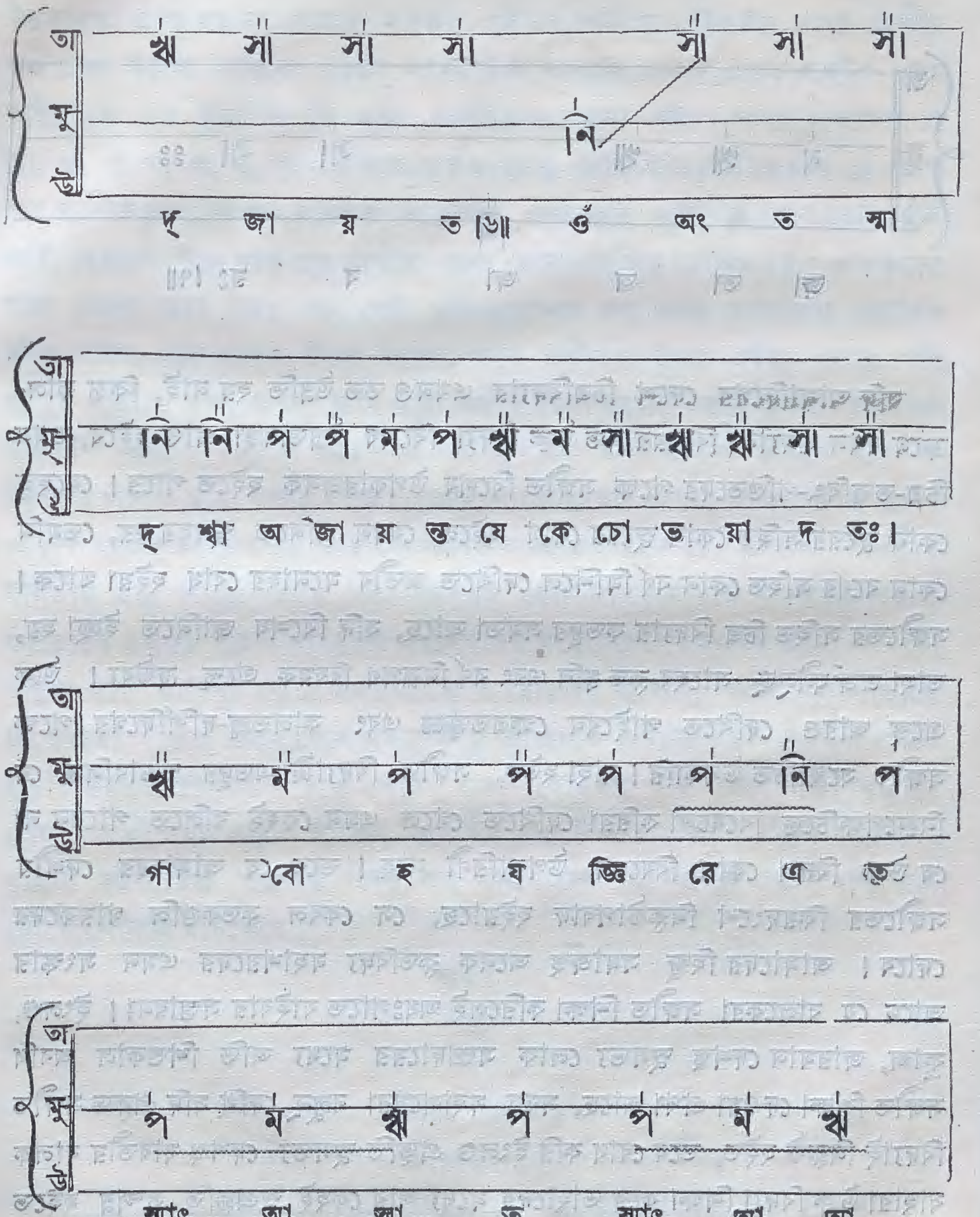
তা মু উ
ঋা সা সা সা নি সা সা সা
দ্ জা য় ত ।ডা॥ ওঁ অং ত স্মা
নি নি প প ম প ঋা ম সা ঋা ঋা সা সা
দ্ শ্বা অ জা য় ত যে কে চো ভা য়া দ তঃ।
ঋা ম প প প প নি প
গা বো হ ঘ জ্ঞি রে এ ভু
প ম ঋা প প ম ঋা
স্মাৎ আ আ তু স্মাৎ আ আ

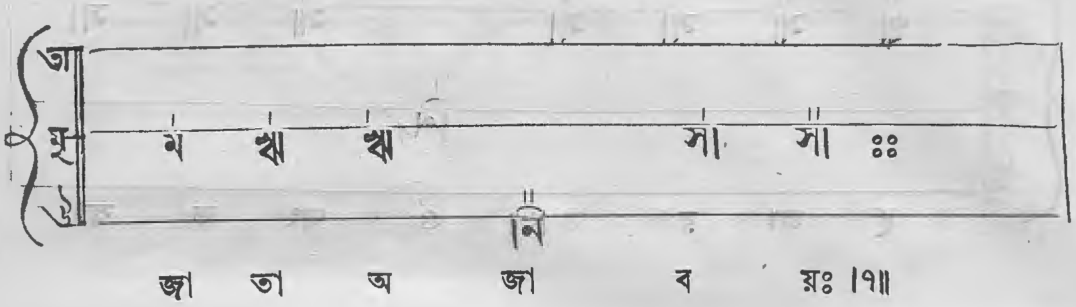

যদি আমাদিগের দেশে চিত্রবিদ্যার এখনও তত উন্নতি হয় নাই, কিন্তু কাল-ক্রমে যখন অন্যান্য বিষয়ের মত উক্ত বিদ্যা বিশেষ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন চিত্র-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতদের পক্ষে সঙ্গীত বিশেষ উপকারজনক হইতে পারে। যেহেতু কোন স্বুরের সহিত কোন স্বুরের যোগ হইলে যেমন শুনিতে সুমধুর হয়, তেমনি কোন বর্ণের সহিত কোন বর্ণ মিশিলে দেখিতে অতীব মনোহর বোধ হইয়া থাকে। সঙ্গীতের সহিত চিত্র বিদ্যার কতদূর সমতা আছে, যদি বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা জর্জ ফীল্ড্ সাহেব-কৃত ধ্বনি এবং বর্ণ নিরূপণ বিষয়ক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থে আরও দেখিতে পাইবেন ক্ষেত্রতত্ত্বজ্ঞ এবং কালতত্ত্ব-দর্শিদিগের পক্ষে সঙ্গীত যথোচিত উপকারি। যাহা হউক, সঙ্গীত বিদ্যাটী এতদূর স্বভাবসিদ্ধ যে নিরপেক্ষচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে এমন কেহই বলিতে পারেন না যে উক্ত বিদ্যা কোন বিষয়ের উপকারিণী নহে। তবে যে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের কিয়দংশে নিকৃষ্টাপবাদ হইয়াছে, সে কেবল কতকগুলি গায়কদের দোষে। আমাদের হিন্দু সমাজস্থ অনেক কৃতবিদ্য মহাশয়দের এমন সংস্কার আছে যে বালকেরা সঙ্গীত শিক্ষা করিলেই অধঃপাতে যাইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জারমান দেশস্থ সুসভ্য লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি শিশুকাল অবধি সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া প্রথা আছে, সভ্য মহাশয়েরা বলুন্ দেখি যদি প্রকৃত সঙ্গীত বিদ্যাই নিকৃষ্ট হইত, তবে বোধ করি ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশস্থ যাবতীয় বালক যাহারা উক্ত বিদ্যা শিক্ষা করে তাহাদের মধ্যে আর কেহই সুপ্রকৃতি সম্পন্ন হইতে পারিত? যদি কেহ বলেন যে ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত এখন ইউরোপীয় সঙ্গীতের মত তত

উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাহার সদুত্তর এই যে, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতি সাধনের চেষ্টা আমরাই বা না করি কেন ? প্রকৃত সঙ্গীত এবং তন্নিয়ামক স্বুর ইত্যাদি কি কখন অপবিত্র ও জঘন্য হইতে পারে ? আমরা যে সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাত স্বুর ব্যবহার করি, ইউরোপীয়েরাও ঐ সাত স্বুর ব্যতীত অন্যবিধ স্বুর ব্যবহার করেন না, বোধ করি পৃথিবীর এমন কোন স্থান নাই, যেখানে উক্ত সাত স্বুর ব্যতীত অন্য কোন রূপ স্বুর ব্যবহৃত হয়। গায়কদের মনে যেরূপ ভাব উদয় হয়, সেই ভাব-প্রকাশক কথা গুলি সাতস্বুরে যোজিত হইয়া থাকে, যদি ভাবুক উত্তম হয়েন, তবে সঙ্গীতও উত্তম হইয়া থাকে, যদি ভাবুক অশ্লীল, মন্দ, জঘন্য ভাব দ্বারা সঙ্গীত রচনা করেন, তবে সুতরাং সঙ্গীতও মন্দ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে আমাদের এই দেশেই ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি যাবতীয় দৈবকর্ম্ম সঙ্গীত দ্বারা সম্পন্ন হইত। পুরাণ শাস্ত্রে কথিত আছে, পূজা, জপ, হোম প্রভৃতি মহৎ মহৎ কার্য্যের আদ্যন্তে সঙ্গীত ব্যবহার করিতে হয়, উপাসনা সম্বন্ধীয় যাবতীয় মন্ত্র আছে, প্রায় তৎ সমুদয়ই কোন না কোন রাগ বিশেষে আবদ্ধ। ফলতঃসে সমুদয় পুরাণ ব্যবসায়ি মহাশয়দের মধ্যে সকলের সঙ্গীত জানা না থাকা প্রযুক্ত রাগ রাগিণী যোগে যথানিয়মে ব্যবহার হয় না বটে, পরন্তু ৺কাশীতীর্থে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে অদ্যাবধি রাগ রাগিণী যোগে পুরাণান্তরর্গত স্তব পাঠ করিতে শোনা যায়, বোধ হয় যদি কোন সভ্য মহাশয় কেহ ৺কাশী গমন করিয়া থাকেন, তবে অনায়াসেই তাঁহার স্মরণ হইতে পারিবে। যাহাই হউক, উক্ত পদ্ধতির একটী স্তব আপনাদের চিত্ত বিনোদনার্থ ভূপালী রাগ যোগে শোনান যাইতেছে।

স্তব।

পাঠ—

॥ ওঁ নমঃ শিবায় ॥

ব্যাসউবাচ।

একোরুদ্রো নদ্বিতীয়ো যতস্তদ্ ব্রহ্মৈবৈকং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ।
যদ্যস্ত্যন্যঃ কোপিবা কুত্রচিদ্বা ব্যাচষ্টাং তদ্‌যস্য শক্তিঃ সমগ্রা ॥১।

যঃক্ষীরাব্ধে র্মন্দরাঘাত জাতো জ্বালামালী কালকূটোঽতিভীমঃ।
তৎসোঢুম্বা কোঽপরো ভূন্মহেশাৎ যৎকীলাভিঃ কৃষ্ণতামাপবিষ্ণুঃ ॥২।
যদ্বাণোভূৎ শ্রীপতির্যস্যযন্তা লোকেশো ভূৎস্যন্দনং ভূঃ সমস্তা।
বাহাবেদা যস্যযেনেষুপাতাদ্দগ্ধা গ্রামাস্ত্রৈপুরাস্তৎ সমঃ কঃ ॥৩।
যংকন্দর্পো বীক্ষমাণঃ সমন্তা দ্দেবৈরন্যৈ র্ভস্মজাতঃ স্বয়ংহি।
পৌষ্পৈর্ব্বাণৈঃ সর্ব্ব বিশ্বৈকজেতা কোবাস্তুত্যঃ কামজেতুস্ততোঽন্যঃ ॥৪।
যংবৈবেদো বেদনো নৈব বিষ্ণুর্নোবাবেধা নোমুনি র্নৈব বাণী।
তংদেবেশং মাদৃশঃ কোল্পমেধা যাথার্থ্যা দ্বৈবেত্ত্যহো বিশ্বনাথং ॥৫।
যস্মিন সর্ব্বে যস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বো যোবৈকর্ত্তা যোঽবিতায়োপহর্ত্তা।
যোনাস্ত্যাদির্যঃ সমস্তাদিরেকো নোযস্যান্তোযোন্তকৃত্তং নতোঽস্মি ॥৬।
যস্যৈকাখ্যা বাজিমেধেন তুল্যা যস্যানত্যা চৈকয়াপ্পেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
যস্যস্তুত্যা লভ্যতে সত্যলোকো যস্যার্চ্চাতোমোক্ষলক্ষ্মীরদূরা ॥৭।
নান্যং দেবং বেদ্ম্যহং শ্রীমহেশাৎ নান্যংদেবং স্তৌমি শম্ভোর্ঋতেঽহং।
নান্যং দেবঞ্চানমামি ত্রিনেত্রাৎ সত্যং সত্যং সত্যমেতন্মৃষান ॥৮।
ইত্থং যাবৎ স্তৌতি শম্ভুং মহর্ষিস্তাবন্নন্দী শাম্ভবাদ্দৃক্ প্রসাদাৎ।
তদ্দোস্তম্ভং ত্যক্তবাংশ্চাবভাষে স্মায়ং স্মায়ং ব্রাহ্মণেভ্যোনমোবঃ ॥

নন্দিকেশ্বর উবাচ।

ইমংস্তবং মহাপুণ্যং ব্যাসতে পরিকীর্ত্তিতং।
যঃপঠিষ্যতি মেধাবী তস্য তুষ্যতি শঙ্করঃ।
ব্যাসাষ্টকমিদং প্রাতঃ পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।
দুঃস্বপ্ন পাপ শমনং শিবসান্নিধ্য কারকং।
মাতৃহা পিতৃহা বাপি গোঘ্নো বালঘ্ন এবচ।
সুরাপী স্বর্ণহৃদ্বাপি নিষ্পাপোঽস্যাংস্তুতে র্জপাৎ ॥
ইতি শ্রীকাশীখণ্ডেব্যাস ভুজস্তম্ভ শমনং নাম
শ্রীশিবাষ্টকং সমাপ্তং ॥

ভূপালী রাগিণী যোগে উক্ত স্তবের স্বরলিপি।

ভূপালী ষাড়ব *।

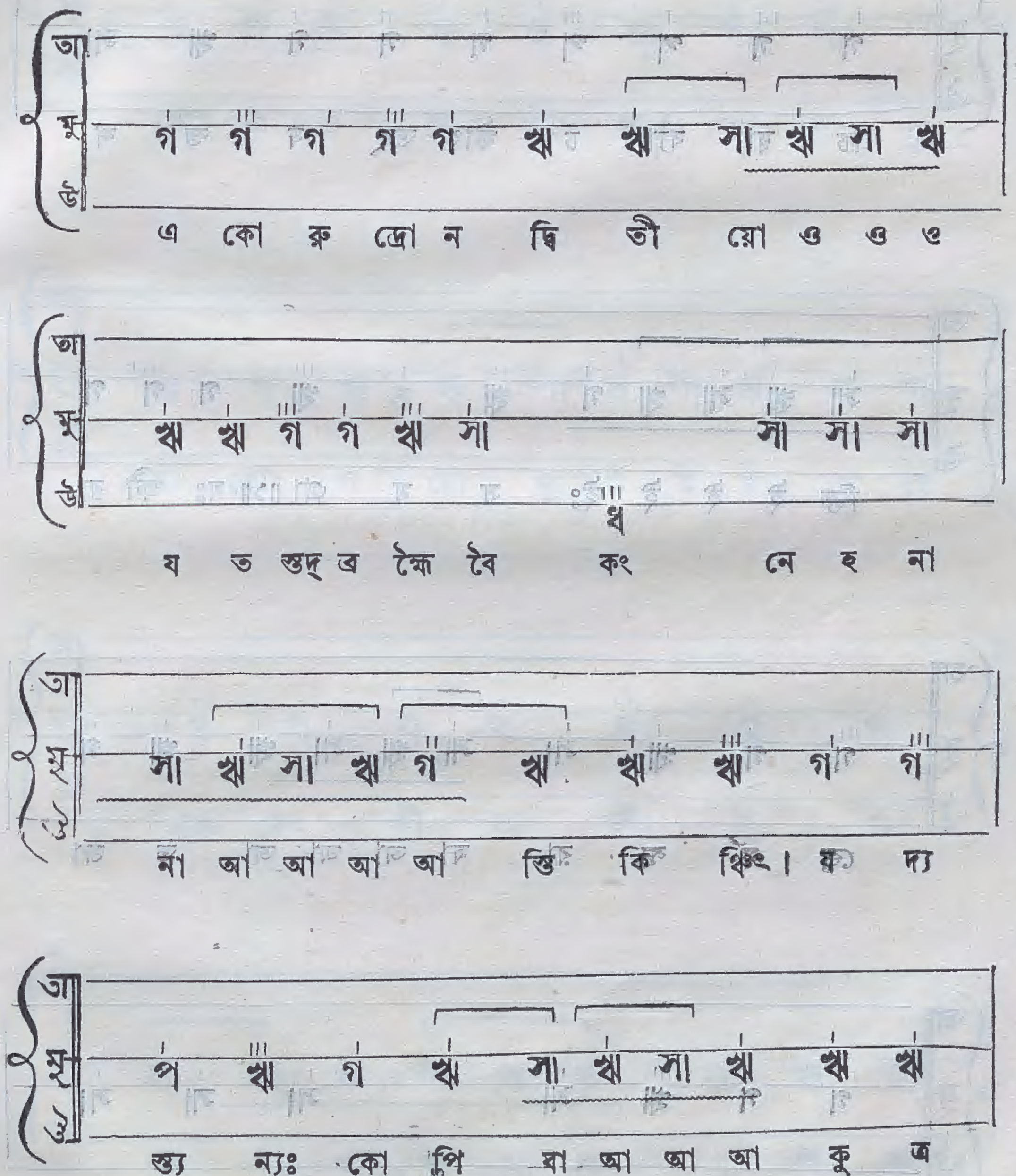

* মধ্যম বিবাদী।

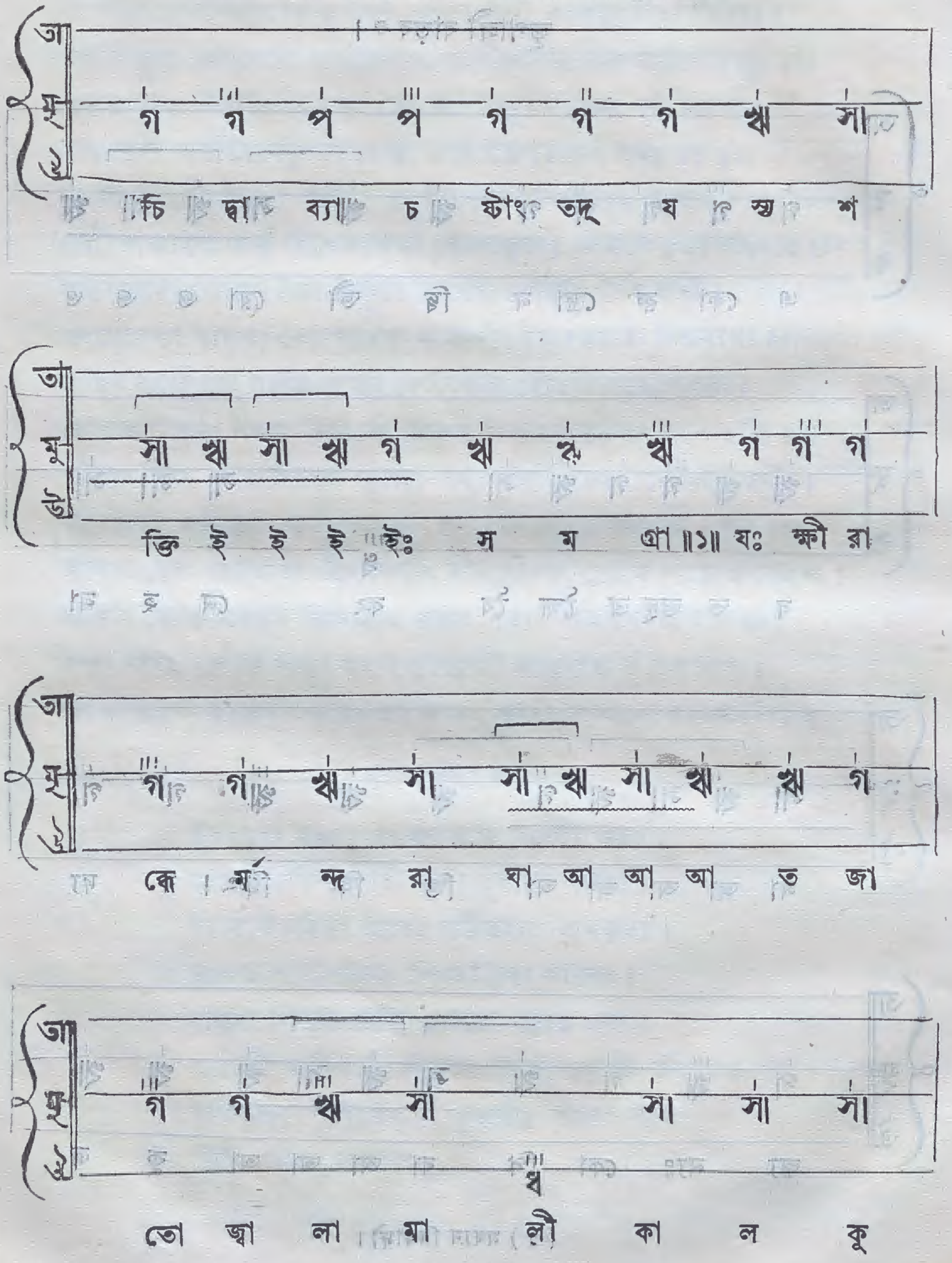
তা মু উ
গ গ প প গ গ গ ঋ সা
চি দা ব্যা চ ষাং তদ্ য স্য শ
সা ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ গ গ গ
ক্তি ই ই ই ইঃ স ম গ্রা ॥১॥ যঃ ক্ষী রা
গ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ ঋ গ
ব্ধে র্ম ন্দ রা ঘা আ আ আ ত জা
গ গ ঋ সা ধ সা সা সা
তো জ্বা লা মা লী কা ল কূ

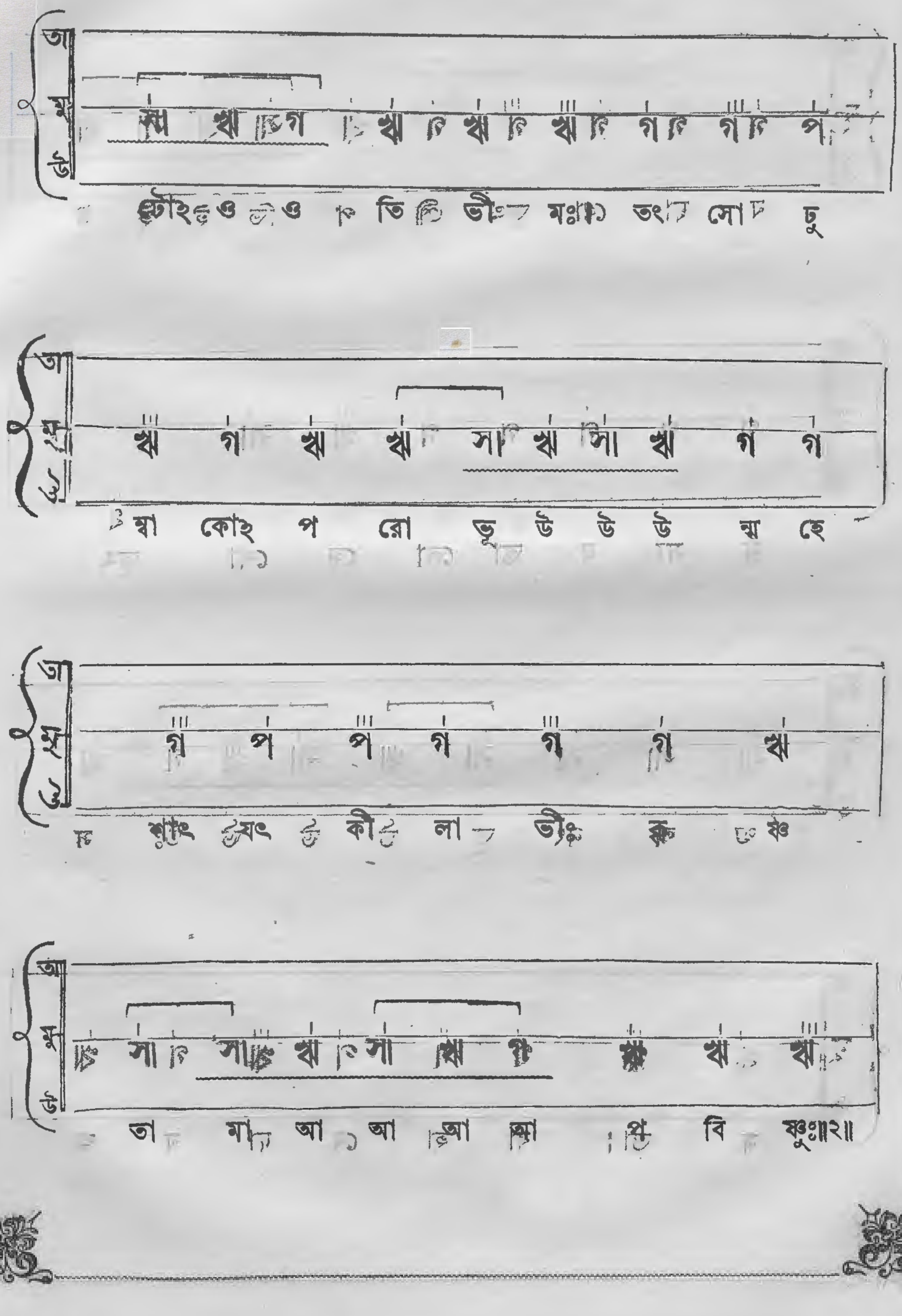
স্বা কোহ্‌ প রো ভূ উ উ উ ম হে
তা মা আ আ আ আ প্র বি ষ্ণুঃ॥২॥

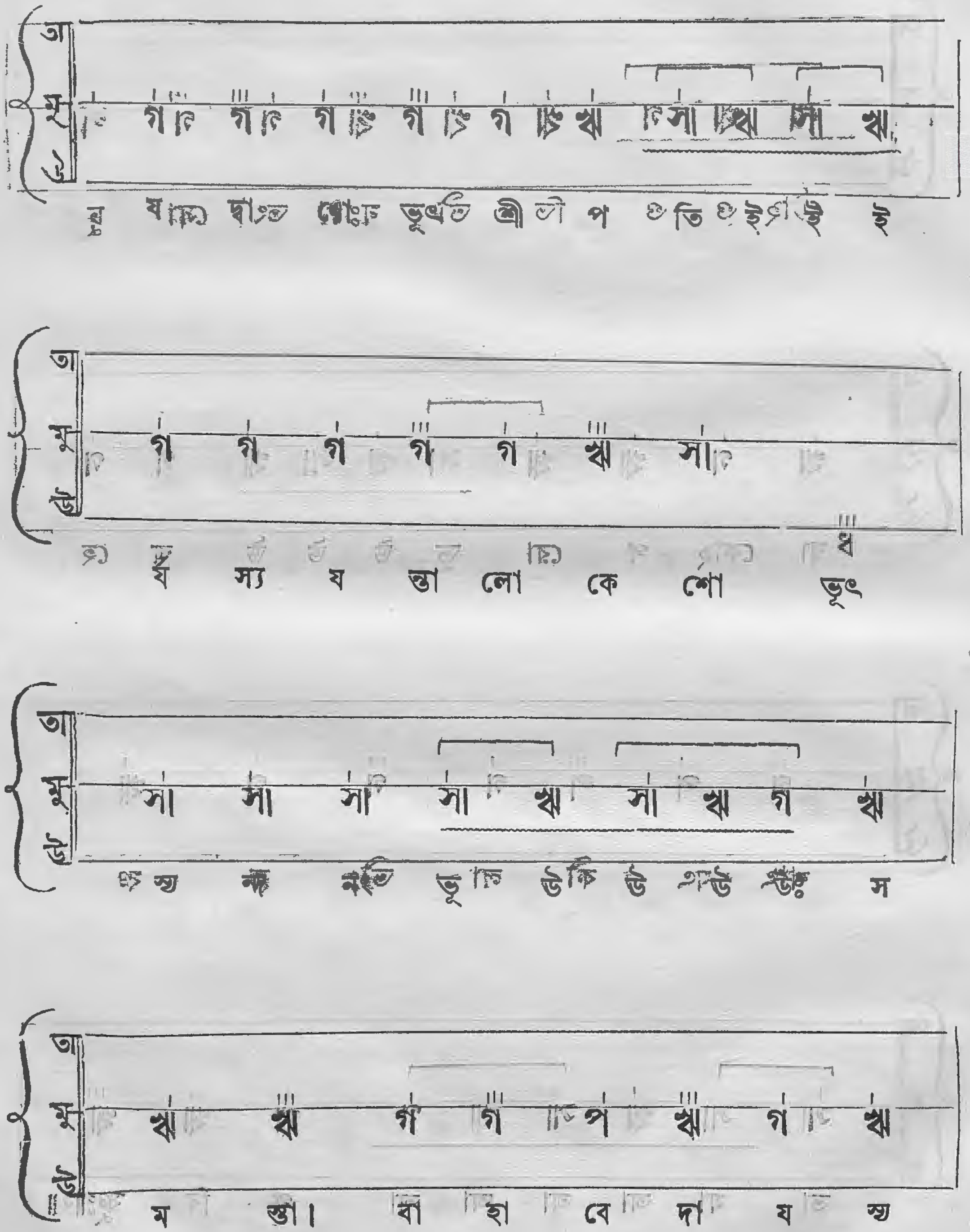
ধ স্য য স্তা লো কে শো ভূৎ
ম স্তা। বা হা বে দা য স্য

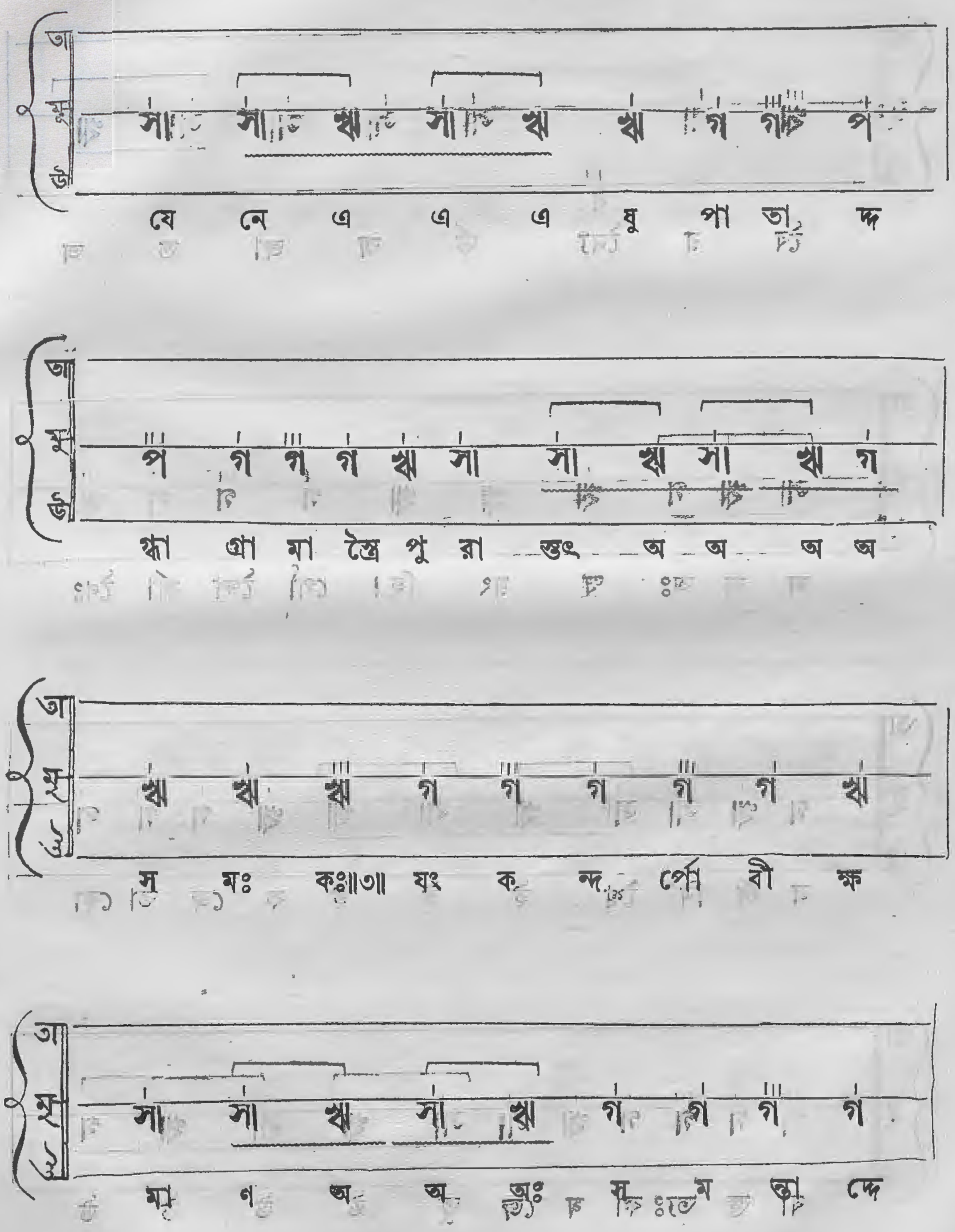
তা
মু
উ
সা সা ঋ সা ঋ ঋ গ গ প
যে নে এ এ এ ষু পা তা ন্দ
প গ গ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ
গ্ধা গ্রা মা ত্রৈ পু রা স্তৎ অ অ অ অ
ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ গ ঋ
স মঃ কঃ॥৩॥ যৎ ক ন্দ র্পো বী ক্ষ
সা সা ঋ সা ঋ গ গ গ গ
মা ণ অ অ অং দে

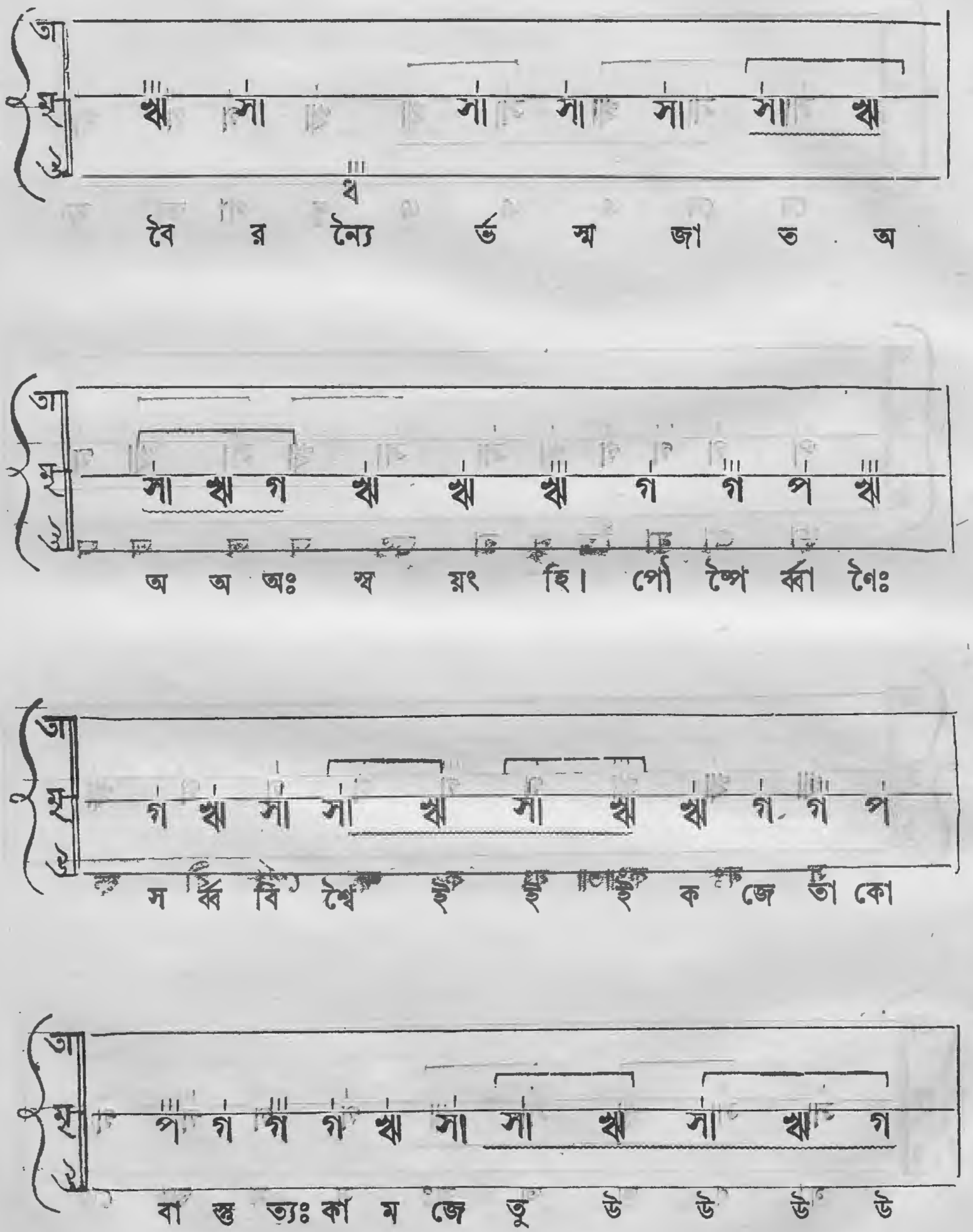
ঋ সা সা সা সা সা ঋ
ধ
বৈ র ন্যৈ র্ভ স্ম জা ত অ
সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ গ গ প ঋ
অ অ অঃ স্ব য়ং হি। পৌ ষ্পৈ র্ব্বা নৈঃ
গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ ঋ গ গ প
স র্ব্বি বি শ্বৈ ই ই ই ক জে তা কো
প গ গ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ
বা স্ত ত্যঃ কা ম জে তু উ উ উ উ

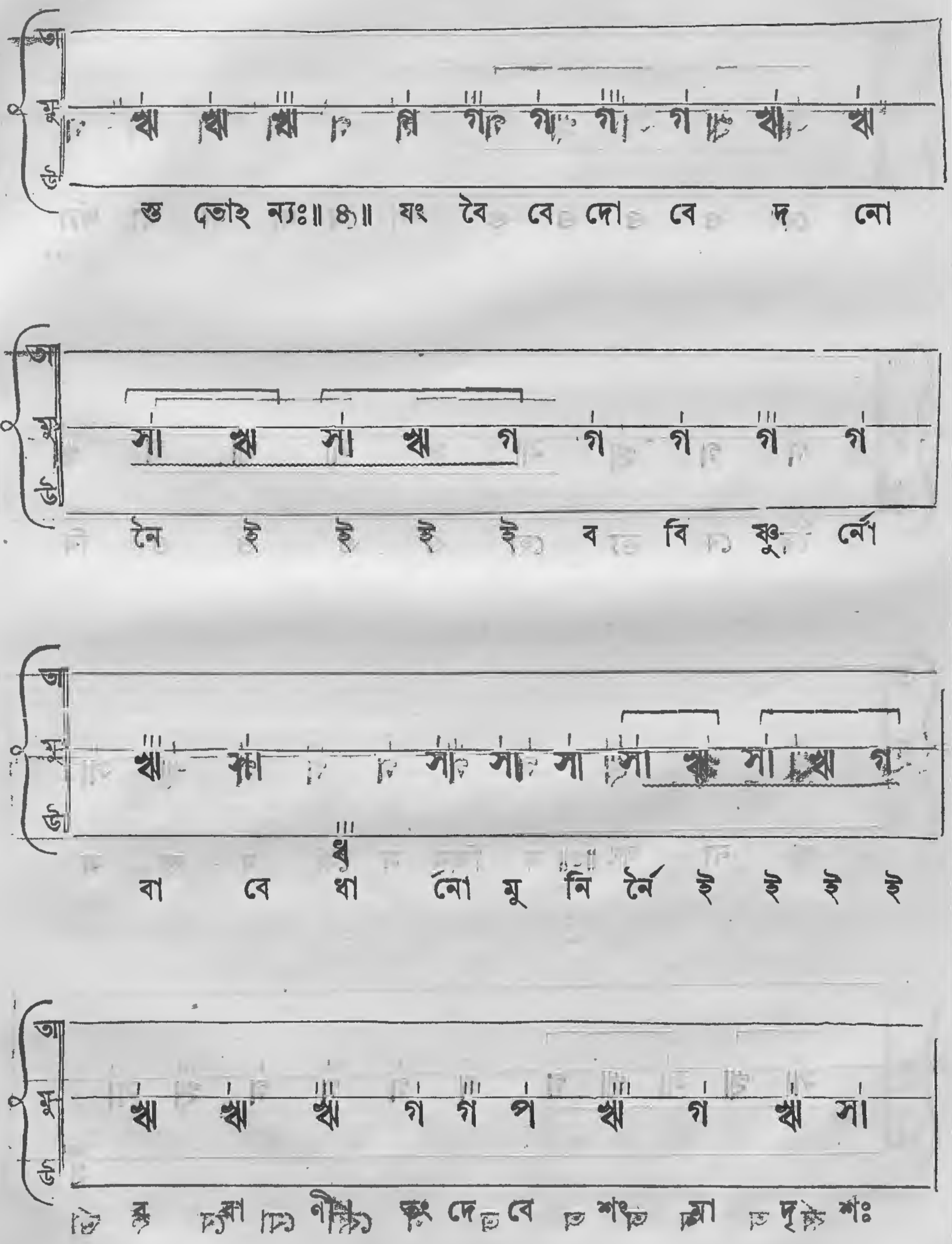
স্ত দেভাঽ ন্যঃ॥ ৪॥ যং বৈ বে দো বে দ নো
নৈ ই ই ই ই ব বি ষ্ণু র্নো
বা বে ধা নো মু নি র্নৈ ই ই ই ই

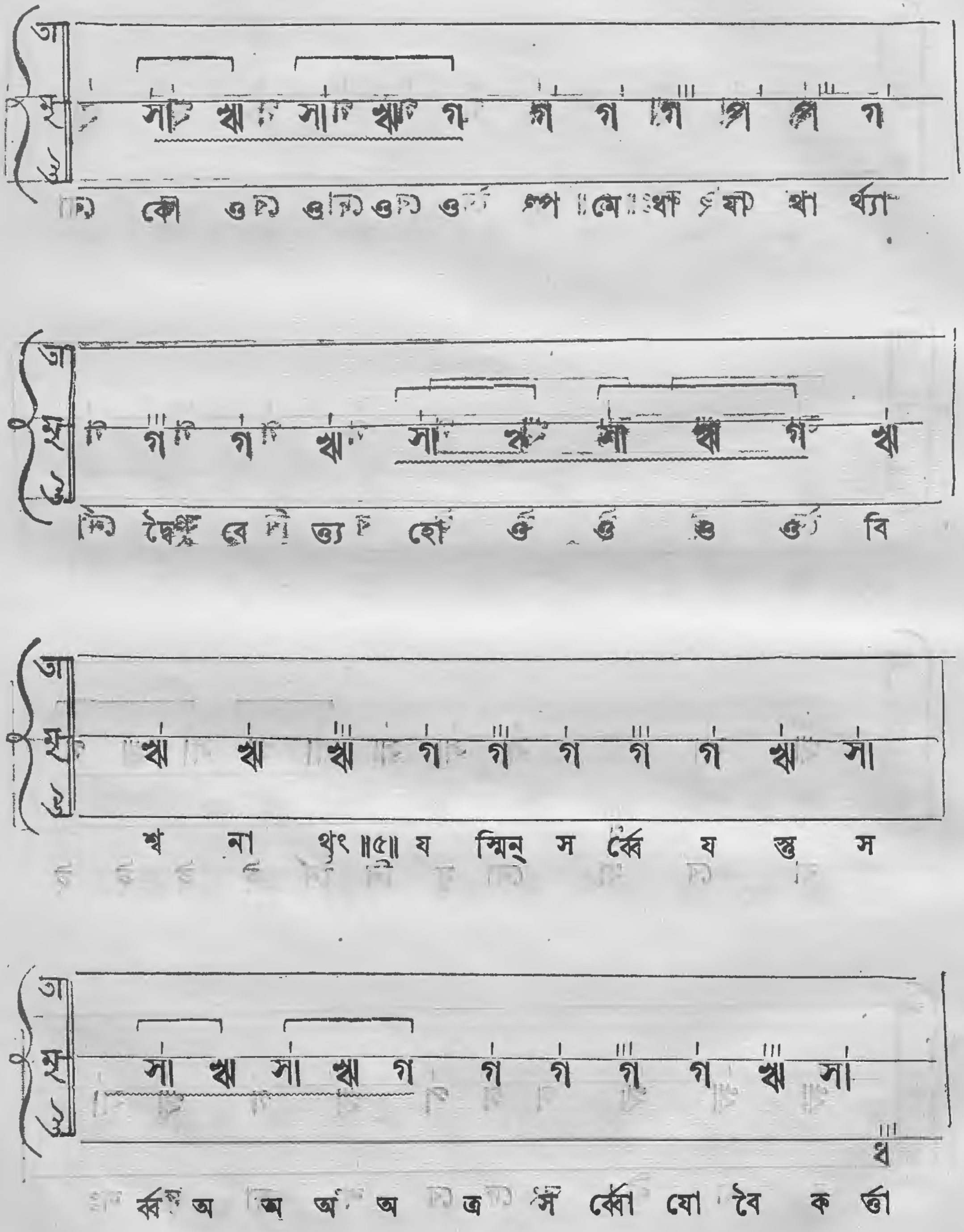

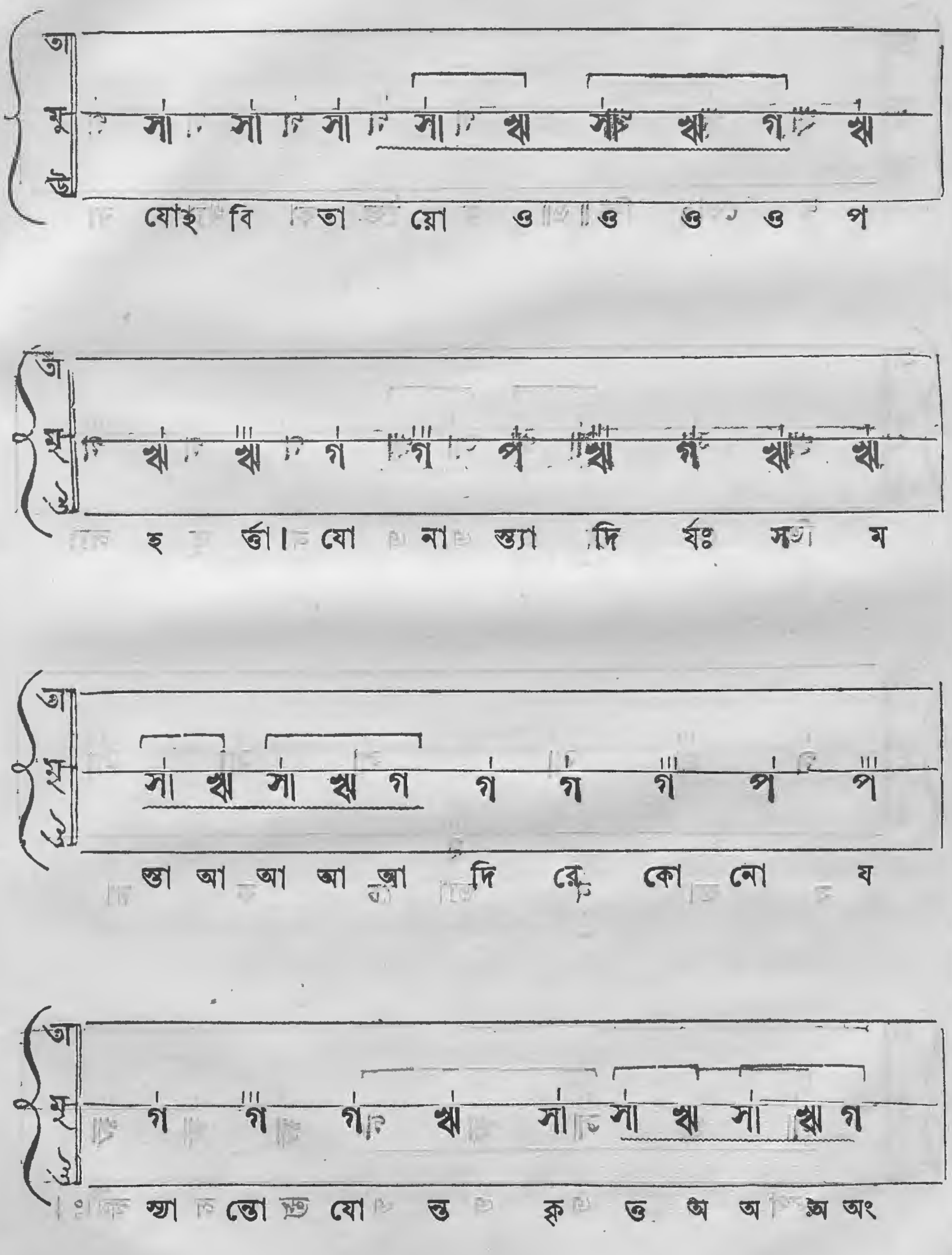
তা মু উ
সা সা সা সা ঋ সা ঋ গ ঋ
যোহ বি তা য়ো ও ও ও ও প
ঋ ঋ গ গ প ঋ গ ঋ ঋ
হ র্ত্তা। যো না স্ত্যা দি র্যঃ স ম
সা ঋ সা ঋ গ গ গ গ প প
স্তা আ আ আ আ দি রে কো নো য
গ গ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ
স্যা ন্তো যো স্ত ক্র ত অ অ অ অং

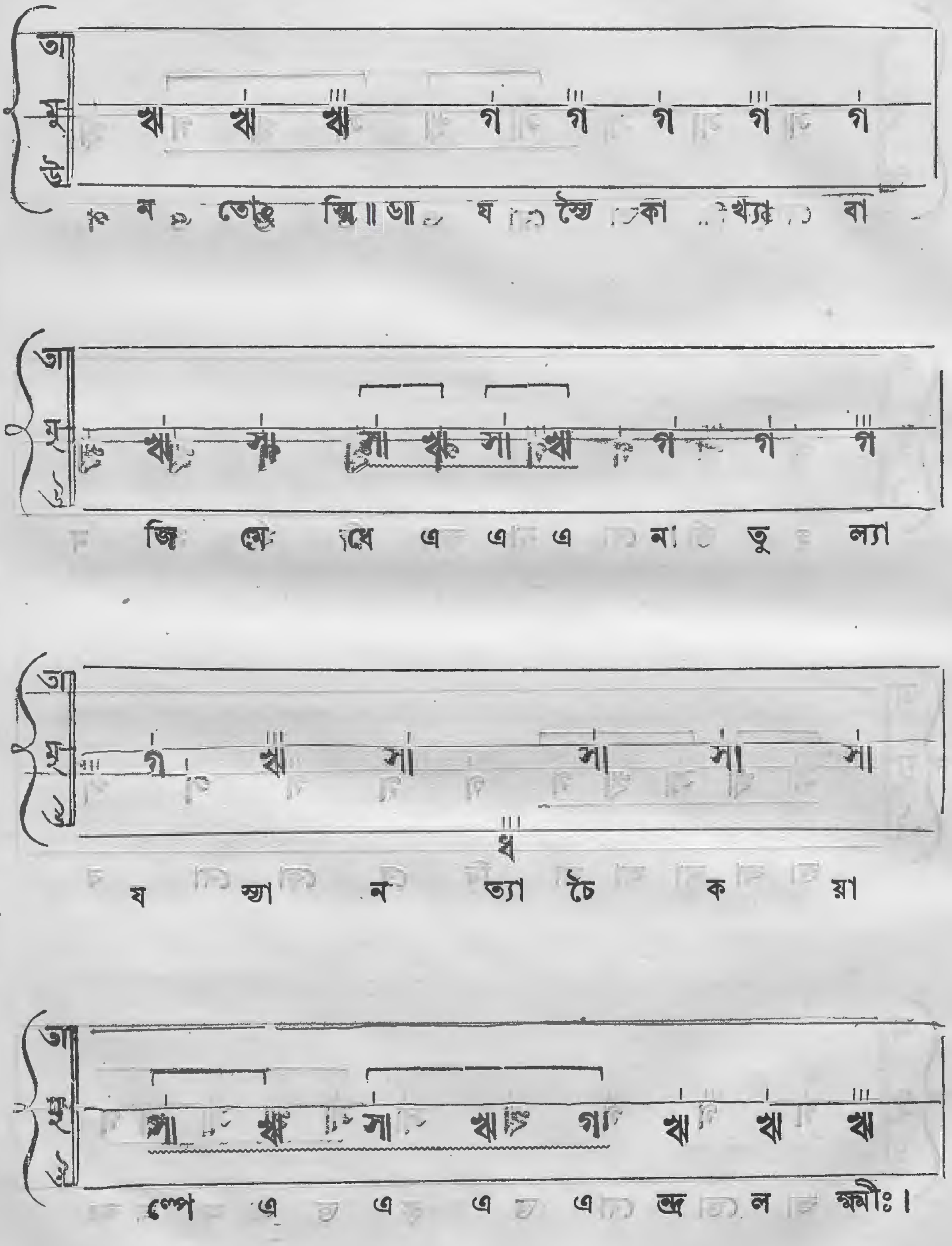
জি ষ্ণো র্ধে এ এ এ না তু ল্য
য স্যা ন ত্যা চৈ ক য়া
ল্পে এ এ এ এ ন্দ্র ল ক্ষ্মীঃ।

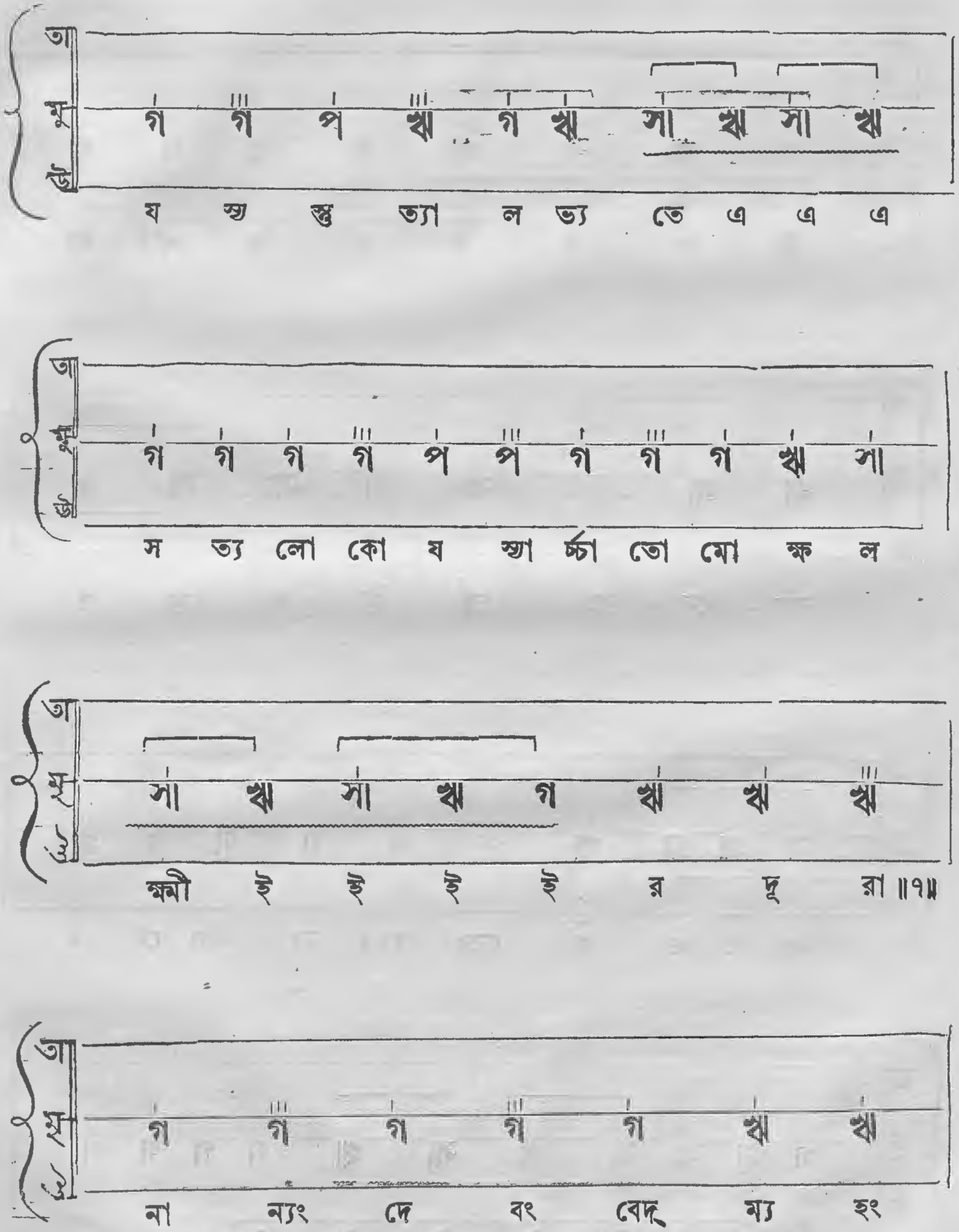
তা
মু
উ
গ গ প ঋ গ ঋ সা ঋ সা ঋ
য স্ম স্ত ত্যা ল ভ্য তে এ এ এ
গ গ গ গ প প গ গ গ ঋ সা
স ত্য লো কো য স্মা র্চ্চা তো মো ক্ষ ল
সা ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ
ক্ষমী ই ই ই ই র দূ রা ॥৭॥
গ গ গ গ গ ঋ ঋ
না ন্যং দে বং বেদ্ ম্য হং

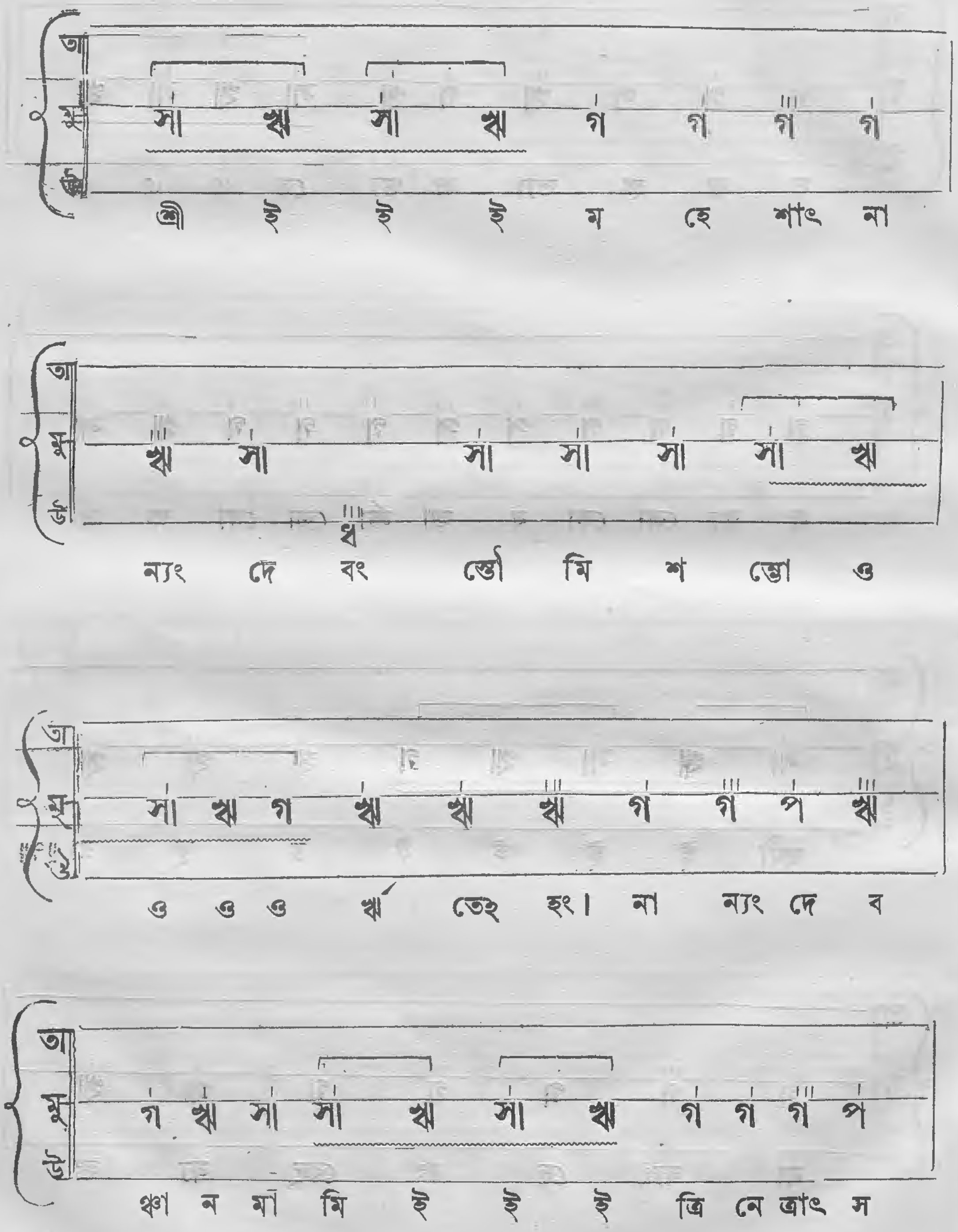
আ
মু
উ
সা ঋ সা ঋ গ গ গ গ
শ্রী ই ই ই ম হে শাৎ না
ঋ সা সা সা সা সা ঋ
ধ
ন্যং দে বং স্তৌ মি শ স্তো ও
সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ গ গ প ঋ
ও ও ও ঋ তেঽ হং। না ন্যং দে ব
গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ গ গ প
গ্না ন মা মি ই ই ই ত্রি নে ত্রাৎ স

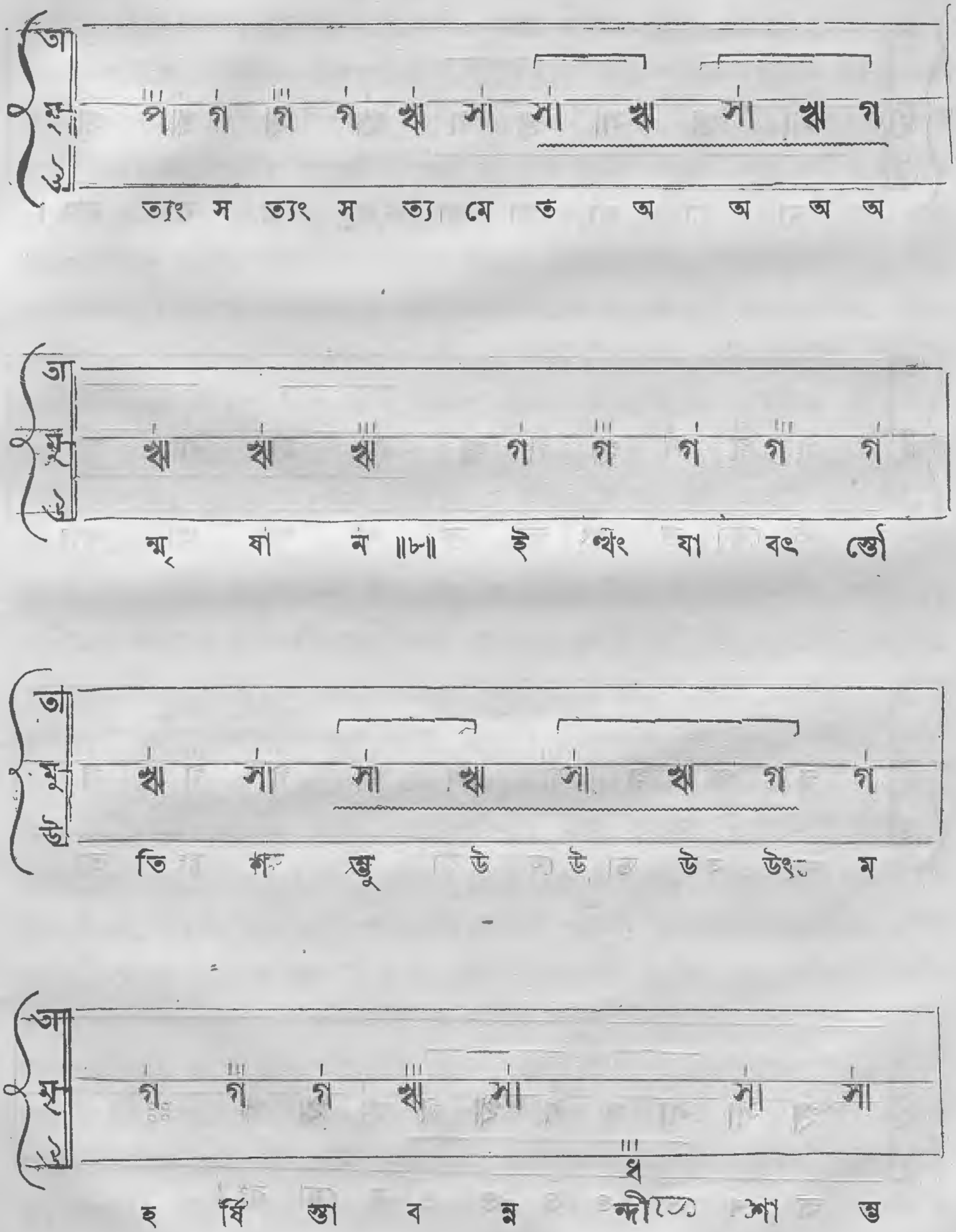
প গ গ গ ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ
ত্যং স ত্যং স ত্য মে ত অ অ অ অ
ঋ ঋ ঋ গ গ গ গ গ
মৃ ষা ন ॥৮॥ ই শ্বং যা বৎ স্তৌ
ঋ সা সা ঋ সা ঋ গ গ
তি শ স্তু উ উ উ উং ম
গ গ গ ঋ সা সা সা
ধ
হ র্ষি স্তা ব ন্ন ন্দী শা ন্ত

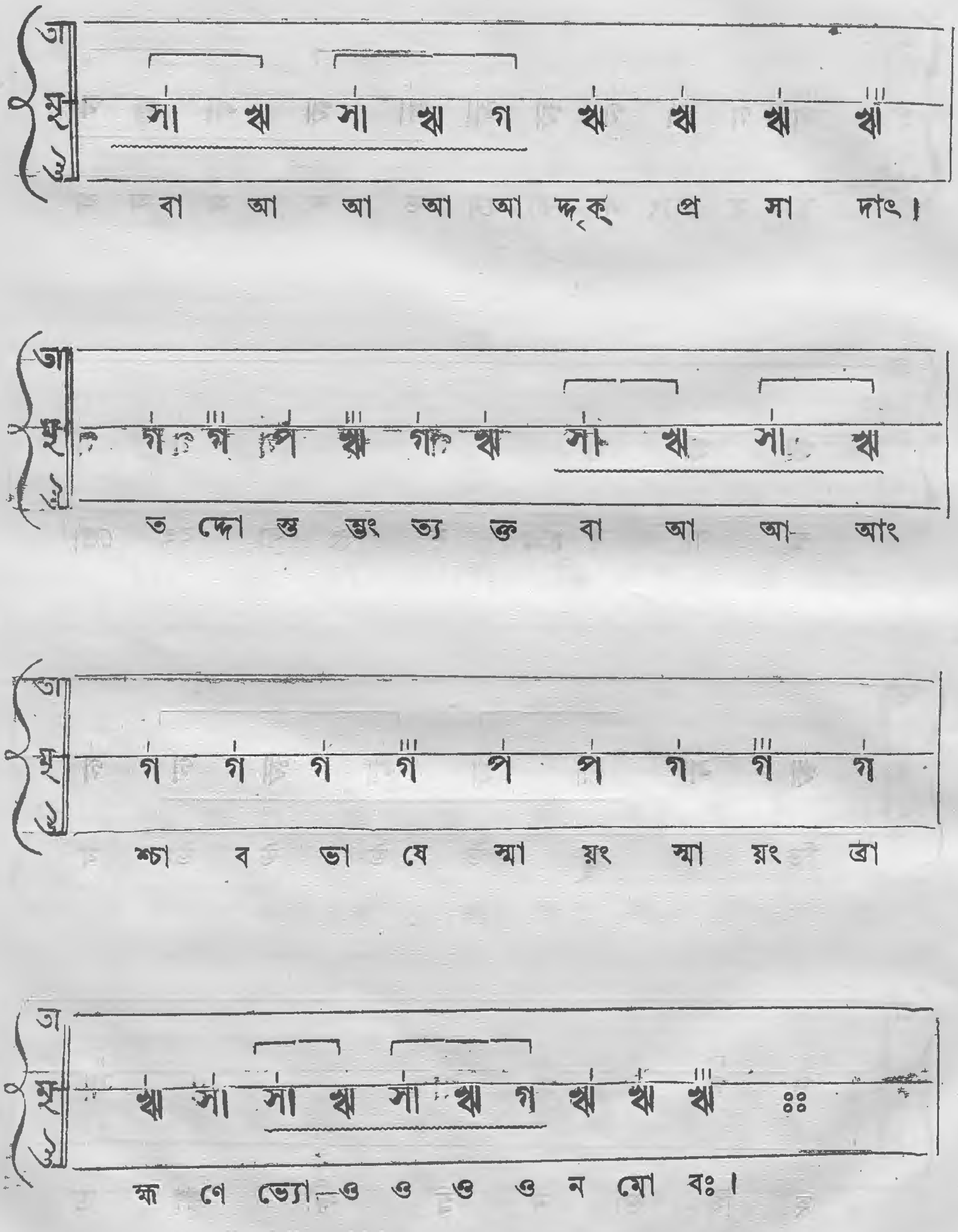
বা আ আ আ আ দ্দৃক্ প্র সা দাৎ।
ত দ্দো স্ত স্তুং ত্য ক্ত বা আ আ আং
শ্চা ব ভা যে স্মা য়ং স্মা য়ং ব্রা
হ্ম ণে ভ্যো ও ও ও ও ন মো বঃ।

এখনও পর্য্যন্ত তাহার কিছু কিছু পূজাদিকালে আমাদের সামাজিক ব্যবহারে লক্ষিত হইয়া থাকে, পূজার অন্তে ঘন্টা, শঙ্খ, কাঁসর, তুরি, ভেরি, রৌসনচৌকি, নহবৎ প্রভৃতি বাজনার বিলক্ষণ প্রথা আছে। এইরূপ অনেক দেশেই দৈবকার্য্যে সঙ্গীত ব্যবহার এখনও চলিতেছে, যদি প্রকৃত সঙ্গীত অপবিত্র হইত, তবে মহাপবিত্র ধর্ম্ম বিষয়ক কার্য্যে উহা কখনই বিজ্ঞেরা ব্যবহার করিতেন না, এবং কখনই ইহাকে দেবপ্রসাদ-লভ্য বলিতেন না। বস্তুতঃ ও গায়কদের দোষেই সঙ্গীত নিকৃষ্ট হয়, আমার হিন্দু সঙ্গীত অধ্যাপক বিখ্যাত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় স্বীয় সঙ্গীতসারের অনুক্রমণিকাভাগে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, ধনলুব্ধ শাস্ত্রানভিজ্ঞ গায়কগণ বিলাস-পরতন্ত্র রাজা বা ধনিদিগের চিত্ত বিনোদন জন্য প্রবৃত্তির অনুরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করে, এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিও উত্তেজিত হয়, সুতরাং সঙ্গীতের অপবিত্র ভাব ও অপকারিতা দোষ গায়কদিগের দোষেই প্রায় ঘটিয়া থাকে। সঙ্গীত নিয়ামক সুরদ্বারা যে কথাগুলি বলা যায়, তাহাই মনে লাগে, ভাল বলিলে ভাল ভাব, মন্দ বলিলে মন্দ ভাব মনে উদ্দিত হয়। সঙ্গীত কি নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্টাবস্থায় থাকুনা কেন ইহা দ্বারা যে প্রবৃত্তি-নিচয় উত্তেজিত হয়, একথা কে অস্বীকার করিবেন? সঙ্গীতানুশীলনে মনুষ্যের মন অবশ্যই শুদ্ধ এবং কোমল হয়, এইজন্য গ্রীশের অন্তর্গত "আর্কেডিয়া" প্রদেশের রাজনীতি অনুসারে অন্ততঃ সকল যুবককেই সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত, সুতরাং ইতিহাসে বলে যে 'আর্কেডিয়া" বাসিদিগের প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, বদান্যতা প্রভৃতি কোমল গুণনিচয়ে মন পরিপূর্ণ ছিল। খ্রীঃ ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডার বাদ্‌ সাহের ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে কিছু ভারতবর্ষে সঙ্গীতের এতদূর দুরবস্থা ছিল না, তখন আমাদের স্বরাদির নিয়ম, স্বরলিপি-পদ্ধতি, নৃত্য-প্রকরণ এত সুন্দর ছিল যে ইউরোপীয় কোন দেশেই সেরূপ প্রায় লক্ষিত হইত না, সেই ইউরোপে আজি এত সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে যে সঙ্গীত তাদৃশ উন্নত ছিল, কালক্রমে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ইহা কি আমাদের সামান্য আক্ষেপের বিষয়! আমরাই বা ইউরোপীয়দের মত মনের শুদ্ধতা সহকারে সঙ্গীতের পুনঃসংস্করণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুযায়িক চর্চ্চা না করি কেন? যে ভারতবর্ষে রাগ-বিবোধ-কর্ত্তা সোমেশ্বর, রত্নাকরকর্ত্তা, সার্ঙ্গদেব প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের স্বরলিপি পদ্ধতি

প্রসিদ্ধ "পিথাগোরাসের" প্রথম গ্রহণ জন্য গ্রীকেরা এখন পর্য্যন্তও আমাদের নিকট তদ্বিষয়ে ঋণী আছেন, কিন্তু আমরা সেই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় দোষে কি চিরকাল হৃতসর্ব্বস্ব থাকিব ? ভিন্ন শাসন সমাগমের পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় ভারত-বাসিরা সঙ্গীত বিদ্যার শাস্ত্রানুযায়িক চর্চ্চা বা তাহার উন্নতি চেষ্টা করেন না এই বলিয়া ইউরোপীয় ও অন্যান্য সভ্যজন সমাজে কি আমরা ধিক্কৃত ও উপহসিত হইব ? যে হার্‌মনি অর্থাৎ স্বরযোগ লইয়া ইউরোপীয়দের এত শ্লাঘা, সেই রূপ স্বরযোগ পদ্ধতি কি আমাদের এক সময়ে এই ভারতবর্ষে ছিল না ? কৌতুহলী বিদ্যোৎসাহী সভ্যগণ একবার মনোযোগ পূর্ব্বক সঙ্গীত দর্পণখানি দেখিবেন দেখি, আমাদের স্বরযোগের পদ্ধতি কেমন লিখিত আছে, (তবে তাহা রাগবিশেষে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী নয় বলিয়া আমরা রাগ নষ্ট ভয়ে সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতে পারি না) ।

অধিকন্তু আমাদের বীণাদিতে মূর্চ্ছনা, শ্রুতি অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুর প্রকরণ, যেরূপ ব্যবহার আছে, ইউরোপীয় এমন কোন যন্ত্র লক্ষিত হয় না, যাহাতে উক্ত-বিধ কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইতে পারে। এমন কি শ্রুতি এবং মূর্চ্ছনা প্রকরণ অনেক ইউরোপীয়েরা জানেন কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যে সকল যন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা যে ইহারা কখন দেখিয়াছেন কি কখন শুনিয়াছেন তাহা একবারও বোধ হয় না। সভ্যগণ! মনে করুন্ ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র যেরূপ অদ্ভুত উপায়ে বাদিত হইয়া থাকে, এখনি আপনাদিগের সম্মুখে তাহা প্রত্যক্ষ দেখান যাইতেছে, তাহার নাম ও তাহার বাদন কৌশল বোধ করি কোন ইউরোপীয় সঙ্গীতবেত্তা অবগত নহেন।

ন্যাসতরঙ্গ যন্ত্র বাদন।

ফলতঃ এ সকল তথ্য না জানিয়া সর্ব্বাগ্র প্রচলিত শুদ্ধ পদ্ধতিযুক্ত ভারত-সঙ্গীতকে যিনি দোষেন, মহোদয়গণ! আপনারা কি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন্ না ? সভ্যগণ! যাহাতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শাস্ত্রানুযায়িক পুনরনুশীলিত হয়, এই উদ্দেশেই আমি এতক্ষণ অনর্থক আপনাদের কার্য্য ক্ষতি করিয়া বৈরক্তি সম্পাদন করিলাম। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়িক বিশুদ্ধরূপ হিন্দুসঙ্গীত শিক্ষা করিতে গেলে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি মহাশয় প্রণীত সঙ্গীতসার পাঠ ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় রচিত আর সঙ্গীত-গ্রন্থ কোথায় ? ভরসা করি গোস্বামি

মহাশয়ের সঙ্গীত-সার-সোপান অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে কৃতবিদ্যগণ হিন্দু সঙ্গীতকে সমুন্নত করিবেন এবং যে মহাত্মা বিলুপ্ত হিন্দুসঙ্গীতকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন এবং যাঁহার রচিত-সঙ্গীতসার-গ্রন্থ হিন্দুসঙ্গীত পদ্ধতির পুনঃ শ্রীধারণের সোপানভূত হইয়াছে, সেই এই মহাত্মাকে আমাদের শত শত ধন্যবাদ।

আপনাদের আমি অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, আর অধিকক্ষণ বাচালতা করিতে সাহসিক হই না। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, অদ্য সঙ্গীত বিষয়ে যে দুই চারিটী কথা বলিলাম ইহা কেবল আমার মান্যতম অধ্যাপক গোস্বামি মহাশয়েরই প্রসাদাৎ, কিন্তু জানি না মন্তব্য বিষয়ে আপনাদের নিকট কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। এতক্ষন আপনারা যে অবৈরক্তি চিত্তে আমার বাবদূকতা সহ্য করিয়াছেন, সেই জন্য আপনাদিগকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

উপসংহার।

কানড়া। তাল আড়া।

কে পারে করিতে হরি, তোমার গুণ বর্ণন ;
সহস্র বদন বাণী, মহেশ চতুরানন ॥
সৃজন পালন লয়, তোমার কটাক্ষে হয় ;
ভয়েতে শশাঙ্করবি, সদা করিছে ভ্রমণ ॥
খেচর ভূচরামর, জলচর ধরাধর ;
সকল আধারে তব, সম দরশন ॥
তোমার স্বরূপাকার, দর্শনেতে পাওয়া ভার ॥
প্রকৃতি পুরুষাকারে, স্বকার্য্য কর সাধন ॥
তুমি নাদ শ্রুতিচয়, তুমি সপ্ত স্বর ময় ;
মুর্চ্ছনা গ্রাম সম্ভব, তান বিবরণ ॥
আহতানাহত ধ্বনি, তুমি সমাত্রিকা বাণী ;
সঙ্গীত বিধানে তব, হয় স্বরূপ সাধন ॥

আস্থায়ী।

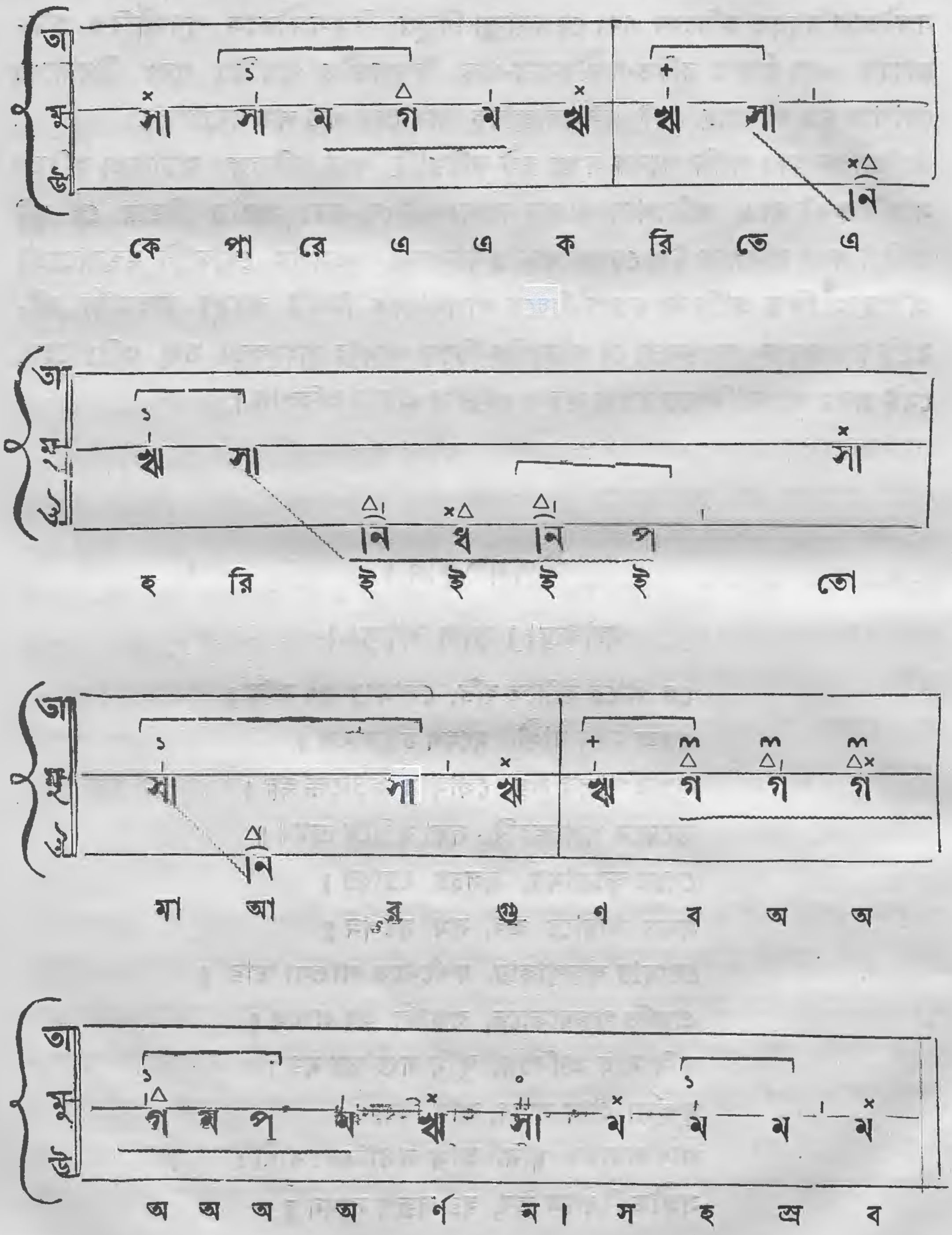

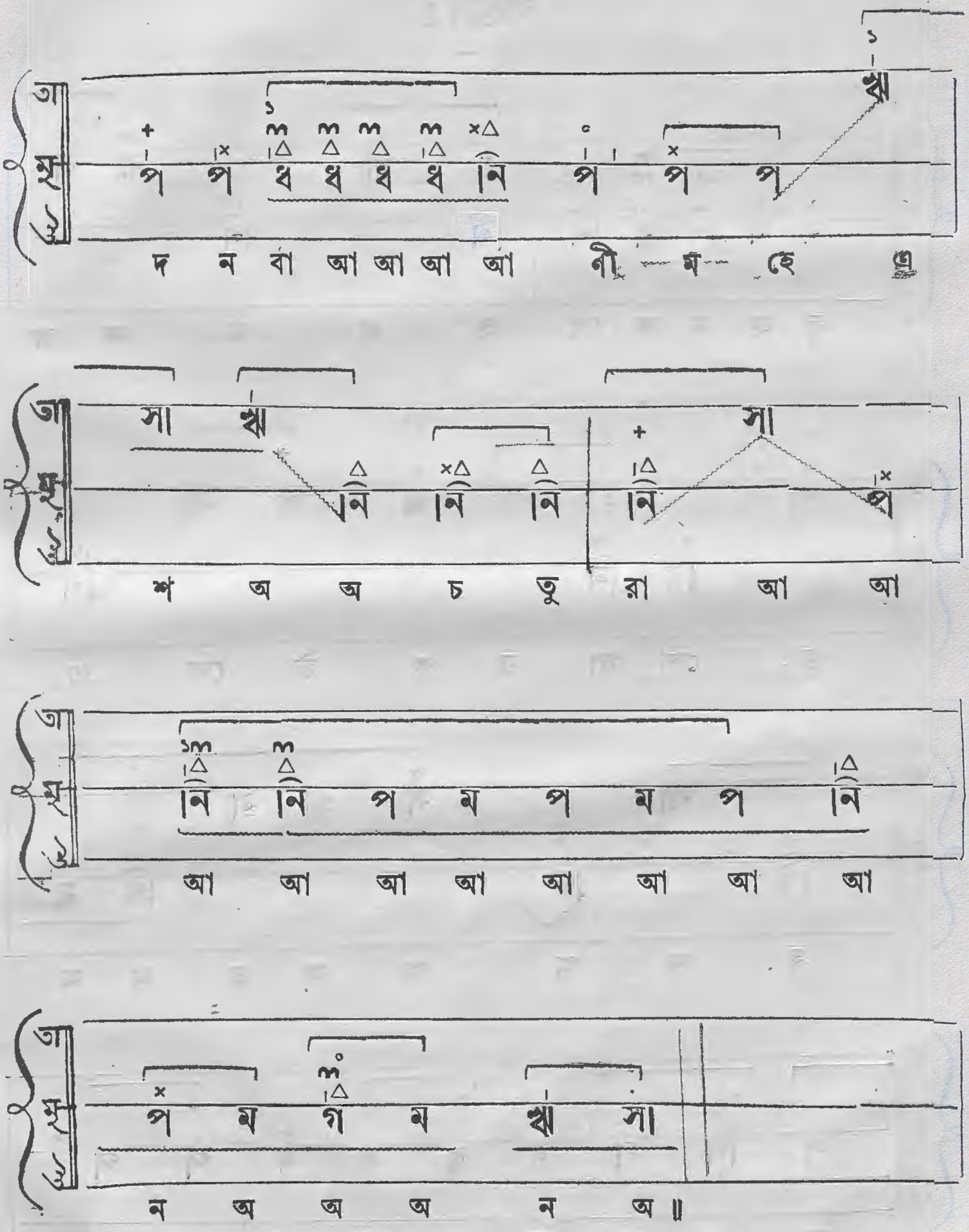
দ ন বা আ আ আ আ নী ম হে
শ অ অ চ তু রা আ আ
আ আ আ আ আ আ আ আ
ন অ অ অ ন অ ॥

অন্তরা।

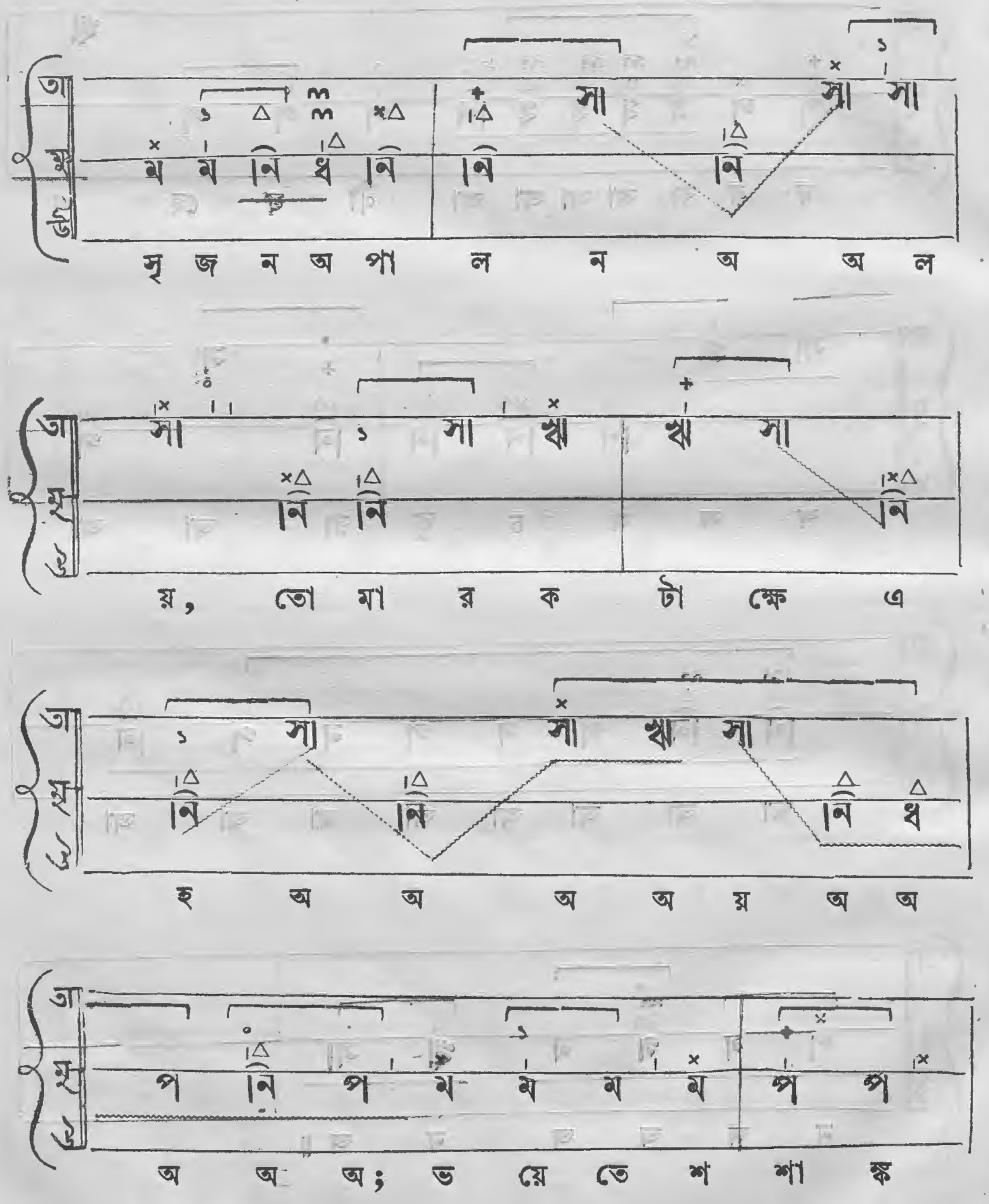

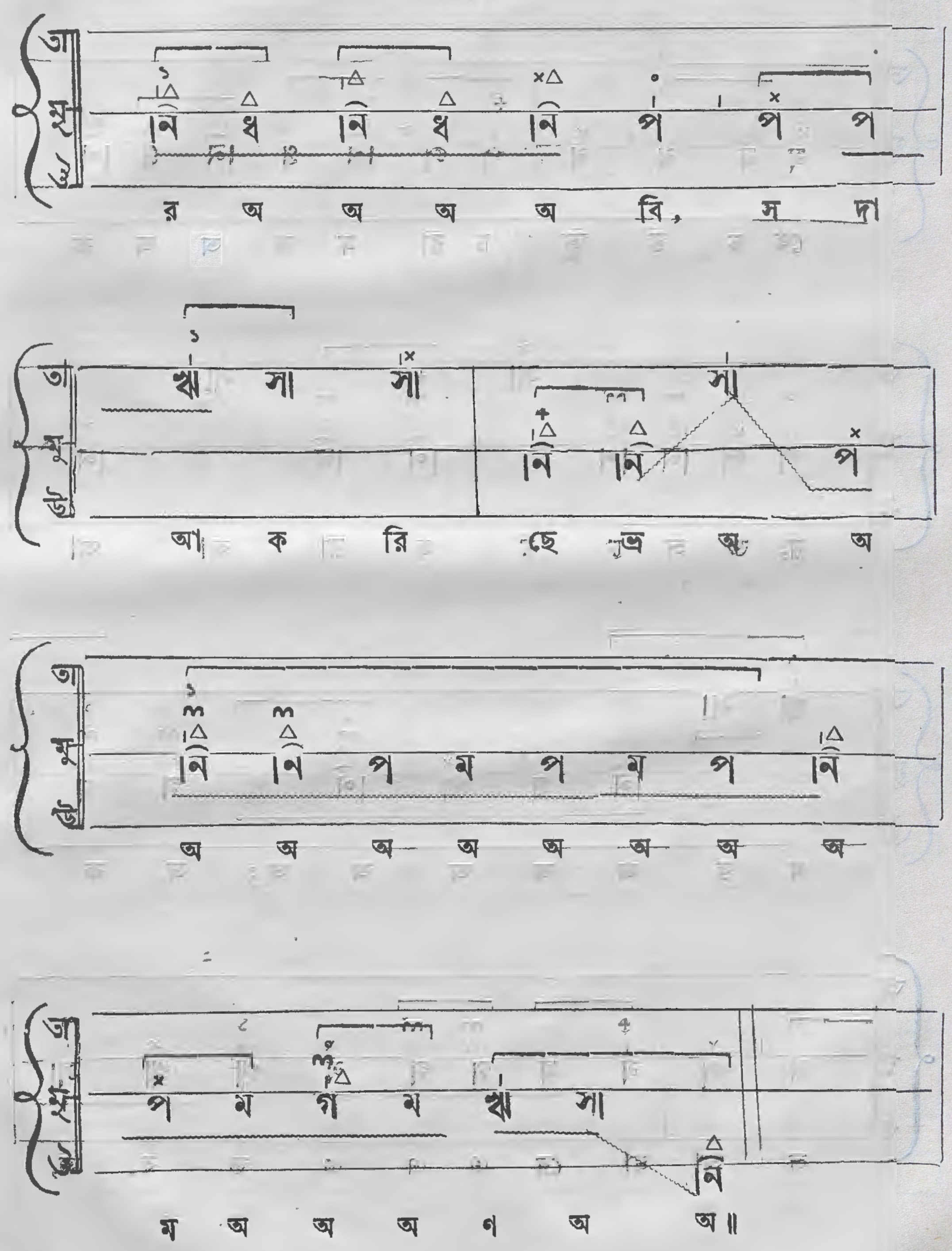
র অ অ অ অ বি, স দা
আ ক রি ছে শুভ্র অ
অ অ অ অ অ অ অ অ
ম অ অ অ ণ অ অ॥

সঞ্চারী।

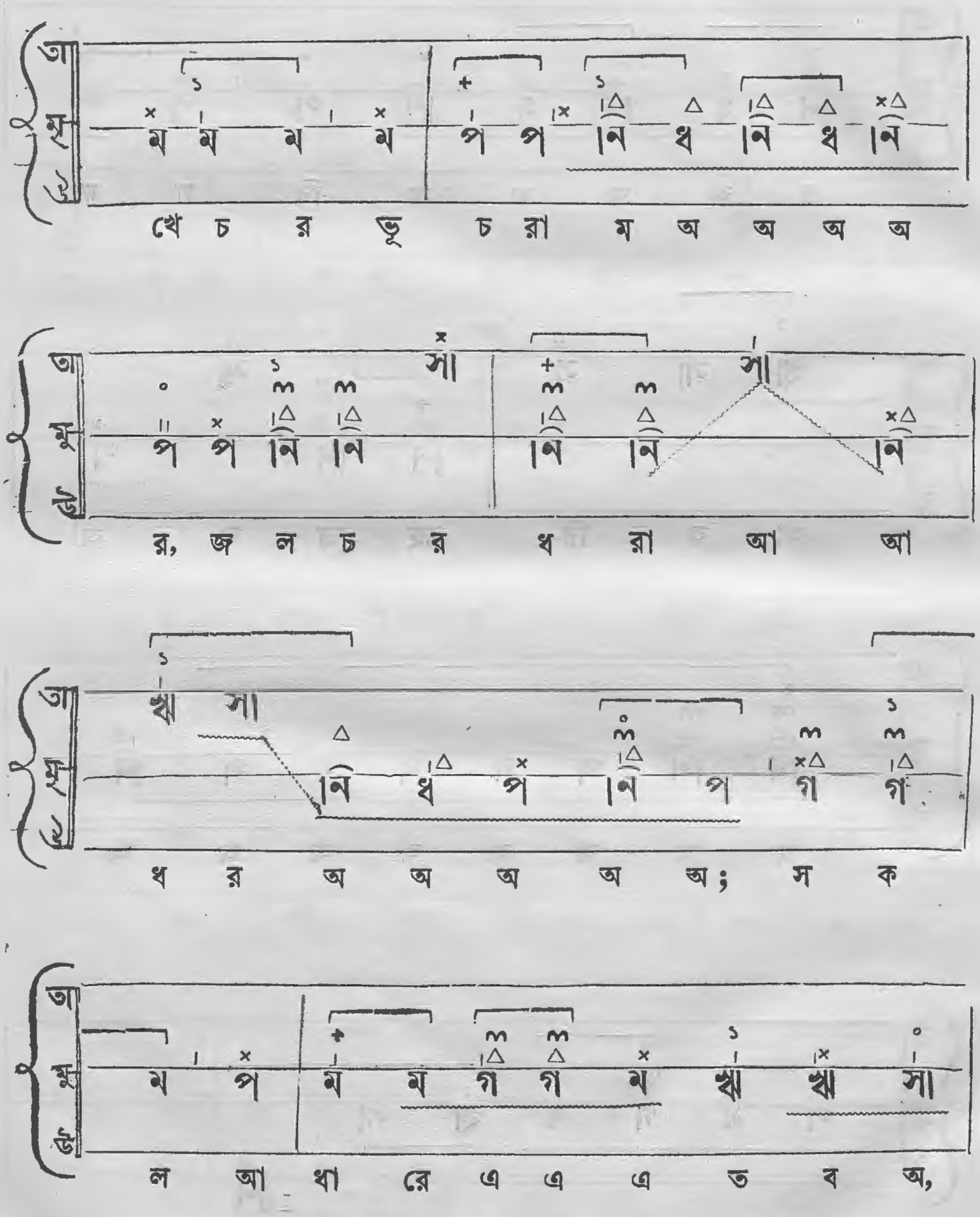

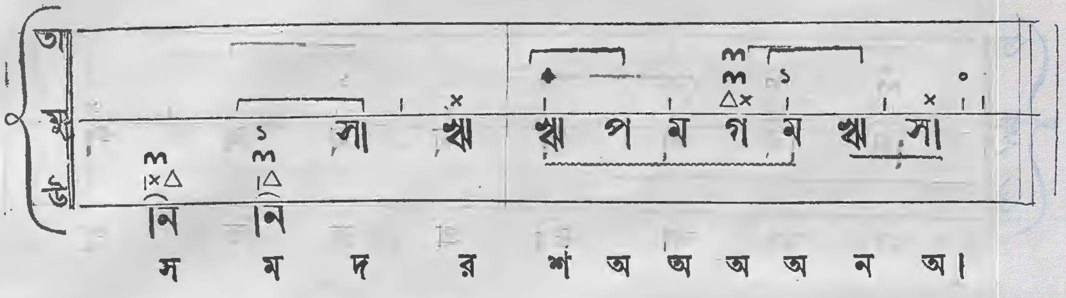

আভোগ।

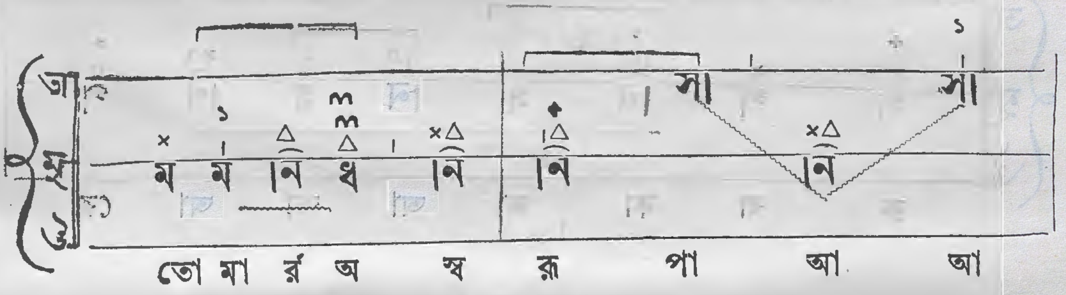

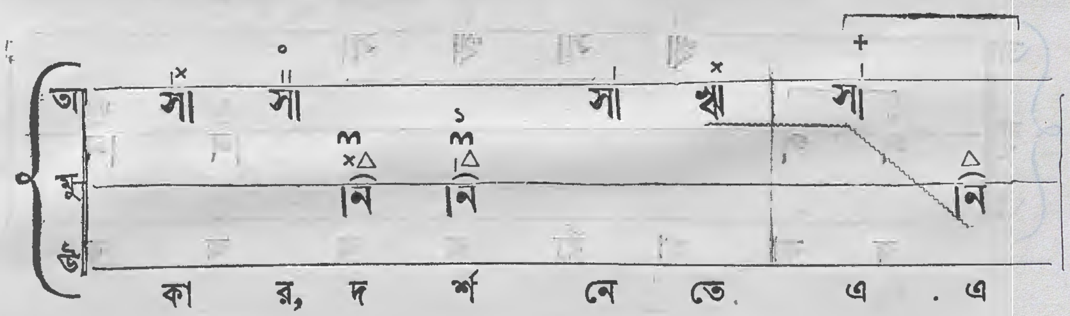

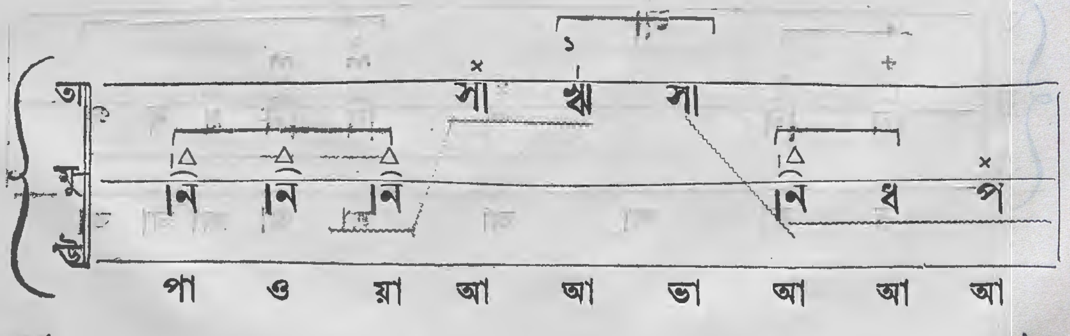

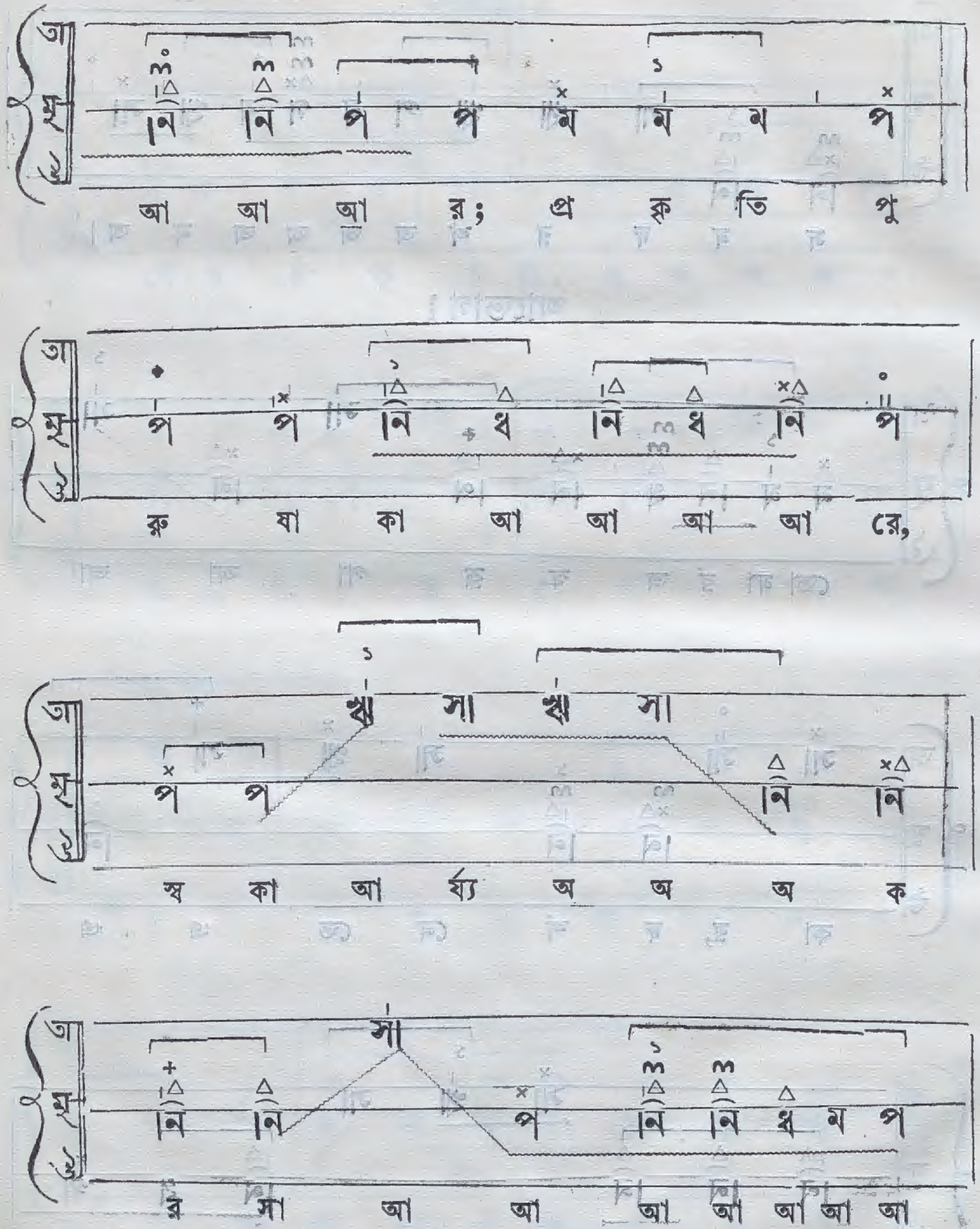
আ আ আ র; প্র কৃ তি পু
রু ষা কা আ আ আ আ রে,
স্ব কা আ র্য্য অ অ অ ক
র সা আ আ আ আ আ আ আ

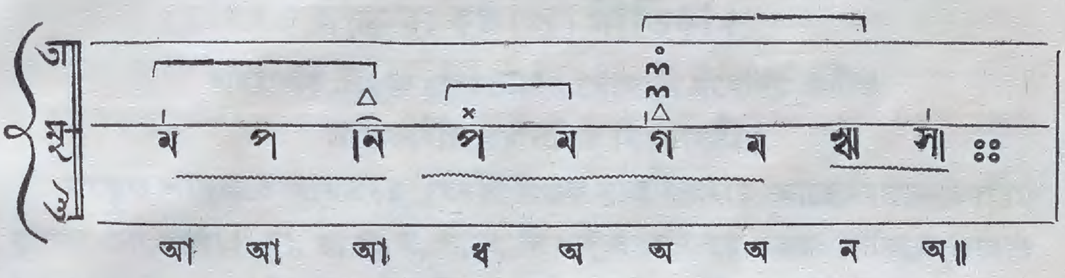

কথিত বন্দনার আভোগের পর, অতিরিক্ত পাদক একটী লিখিত স্বরানুসারেই গীত হইবে।

সমাপ্তঃ।

সন ১২৭৭ সাল
তারিখ ২৮ বৈশাখ

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

গাত্র বা কণ্ঠ (১) গীতিকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামি মহোদয় প্রণীত ভারতবর্ষীয় স্বরলিপির নিয়মাবলী।

সংস্কৃত শাস্ত্রমতে আমাদের তিনটী সপ্তক মাত্র ব্যবহার আছে,-যথা—উদারা, মুদারা এবং তারা। সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী স্বর একত্র থাকিলে তাহার সপ্তক সংজ্ঞা হয়, এই সপ্তক তিনটী জানাইবার জন্য এইরূপ তিনটী সরল রেখা নির্দ্দিষ্ট আছে—

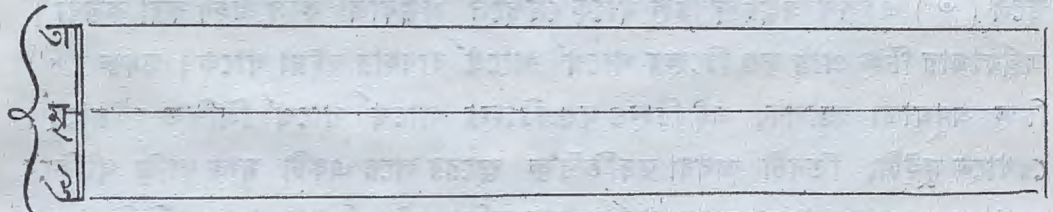

এই রেখা তিনটীর মধ্যে সকলের উপরের রেখা যাহার প্রথমে (তা) লেখা আছে ঐ রেখাটীকে তারার সপ্তক অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক জানিতে হইবে এবং ঐ সরল রেখা তিনটীর মধ্যস্থিত যে রেখাটী উহা উদারা সপ্তক অর্থাৎ মধ্য সপ্তক, সেই জন্য উহার পূর্ব্বে (মু) দেওয়া হইল; আর সকলের নিম্ন রেখাটী উদারা সপ্তক অর্থাৎ নীচের সপ্তক জ্ঞাপন নিমিত্ত ঐ রেখাতে (উ) দেওয়া গেল।

যে যে স্বুরের উপরে (△) এই প্রকার ত্রিকোণ চিহ্ন দেওয়া আছে, সেই সেই স্বুর কোমল আর যে যে স্বুরের মস্তকে (৷) এইরূপ পতাকা চিহ্ন আছে সেই স্বুর টীকে তীব্র অর্থাৎ কড়ি স্বুর বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। রাগবিশেষে অতি তীব্র এবং অতি কোমল স্বুরও ব্যবহার্য্য। অতি তীব্রের চিহ্ন (৷°) এইরূপ এবং অতিকোমলের

(১) ধাতুমাত্রা সমাযোগে গীত মিত্যাভিধীয়তে ইতি ভরতঃ। তদ্দ্বিবিধং যথা গীতঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং যন্ত্র গাত্র বিভাগতঃ। যন্ত্রংস্যাদ্বেণু বীণাদি গাত্রন্তু মুখজং মতং॥ অপিচ নিবদ্ধ মনিবদ্ধঞ্চ গীতং দ্বিবিধমুচ্যতে। অনিবদ্ধং ভবেদ্গীতং বর্ণাদি নিয়মং বিনা॥ যদ্বা গমক ধাতুজ্জৈরনিবদ্ধং বিনাকৃতং। নিবদ্ধঞ্চ ভবেদ্গীতং তাল মান রসাশ্রিতং॥ ছন্দোগমক ধাতুজ্জৈ-র্বর্ণাদি নিয়মৈঃ কৃতং। ইতি সঙ্গীত সারে॥

চিহ্ন (৪) এইরূপ। দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বর যাহাদের নিম্নভাগে (————) এইরূপ শৃঙ্খল রেখা দ্বারা পরস্পর সংযোজিত আছে, তন্মধ্যে প্রথম স্বর হইতে শেষ স্বর পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে সেই সমুদয় কএকটী স্বর নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, এই চিহ্নটীর নাম মূর্চ্ছনা চিহ্ন।

এইরূপ (।) দণ্ড চিহ্নকেকাল নিরূপক মাত্রা চিহ্ন কহে। যে যে স্থানে এক একটী দণ্ড চিহ্ন আছে, সে গুলি সমুদয় একমাত্র কালজ্ঞাপক। দুইটী দণ্ড চিহ্ন দুইটী মাত্রা এবং তদতিরিক্ত দণ্ড থাকিলে, তদতিরিক্ত মাত্রা কাল জানিতে হয়। যদ্যপি কোন স্থলে (৺) এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন থাকে সেস্থলে অর্দ্ধমাত্রা কাল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন প্রায় দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে ব্যবহার হইয়া থাকে। ডমরু (×) চিহ্ন অণুমাত্রা জ্ঞাপক, এই চিহ্নও দণ্ড চিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে লিখিত হইয়াছে। যেখানে দুইটী, তিনটী অথবা তদতিরিক্ত স্বরের পরে একটী মাত্র দাড়ি থাকিবে সেখানে একমাত্র কালের মধ্যে পূর্ব্ব স্বরের সহিত দুই, তিন অথবা তদতিরিক্ত স্বর সমভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। এবং সেই কএকটী স্বর, উপরে (————) এইরূপ একটী বন্ধনীদ্বারা পরস্পর সংলগ্ন করা আছে।

যে ধাতুর উপরে মাত্রা চিহ্ন আছে, আর যদ্যপি ঐ ধাতুর অর্থাৎ ঐ স্বরের পর একটী অথবা তদতিরিক্ত ধাতুর উপরে মাত্রা চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ব ধাতুর উপরিস্থিত একমাত্র কাল মধ্যে সমুদয় নির্মাত্র ধাতুগুলিকে সমভাবে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এবং সেই সমুদয় স্বর গুলির মস্তকে একটী বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া আছে।

ছন্দের অনুরোধে এমনও হয় যে, কোন ধাতুর মস্তকে মাত্রা চিহ্ন আছে, কিন্তু ঐ ধাতুর পর একটী অথবা তদতিরিক্ত ধাতুর উপরে কোন মাত্রা চিহ্ন নাই, মাত্রা চিহ্নটী ধাতু শূন্য স্থানে অর্থাৎ খালি স্থানে দেওয়া আছে, সেখানে ঐ পূর্ব্ব ধাতুর উপরিস্থিত মাত্রার কালটী সেই খালি স্থানের মাত্রার কাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে।

(১) এই রূপ অঙ্ক চিহ্ন এককে তাল নিরূপক চিহ্ন করা হইয়াছে, এই অঙ্ক চিহ্ন গুলি মাত্রার উপরি ভাগে দেওয়া গিয়াছে।

সমের (+) এইরূপ পতঙ্গ চিহ্ন, ফাকের (০) এইরূপ বিন্দু চিহ্ন, সম চিহ্ন এবং ফাকের চিহ্ন এই দুইটীও মাত্রার উপরে লিখিত হইয়াছে। তালের প্রত্যেক পাদ সপ্তক রেখার মধ্যে মধ্যে লম্বমান এক একটী সরল রেখা দ্বারা বিভাগ করা আছে, এই রেখাটীর নাম বিভাজক রেখা। পদের শেষে দুইটী করিয়া রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং প্রত্যেক গানের শেষে (ঃঃ) এইরূপ পদ্ম চিহ্ন অর্থাৎ সমাপক চিহ্ন দেওয়া আছে, এই চিহ্নটীর দ্বারা গীতের সম্পূর্ণতা বুঝাইবে।

কোন স্বর কম্পন করিতে হইলে সেই স্বরের মস্তকে (៳) এইরূপ গজ কুম্ভাকৃতি চিহ্ন দেওয়া কর্ত্তব্য। গজ কুম্ভাকৃতি চিহ্নই গমক জ্ঞাপক ॥